নানা প্রসঙ্গে

২য় খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: *+8801787898470*

+8801915137084

+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৭ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নানা-প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নকর্ত্তা ও পাদটীকা সংযোজক
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

প্রকাশক
শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : জুন, ১৯৩৯
সপ্তম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৫

মুদ্রক
কৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

NANA-PRASANGE, Vol. II
Conversation with *Sri Sri Thakur Anukulchandra*
7th edition, September 2005

নিবেদন

নানা-প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ডে যে প্রশ্নগুলি মোটামুটিভাবে করা হইয়াছিল সেই ভাবেরই আরও খুঁটিনাটি অনেক নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উত্তরসম্বলিত নানা-প্রসঙ্গের এই দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল। তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও শীঘ্রই বাহির হইবে আশা করা যায়। এই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের কতগুলি দোষ-ত্রুটি আমরা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে বিষয়সূচির অভাব ছিল এবং পুস্তকের বিষয়ভাগের কোন পরিচ্ছেদ-বিভাগ ছিল না। কোথায় কোন্ বিষয়টি পাওয়া যাইবে, পুস্তক হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া সারা বইখানি ঘাঁটিয়া হয়রাণ হইতে হইত। তাই, পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য নানা-প্রসঙ্গের এই দ্বিতীয় খণ্ডে একটি বিষয়সূচী দেওয়া হইয়াছে এবং পুস্তকের বিষয়ভাগকে পর-পর মোটামুটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানব-জীবনকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—রাজনৈতিক জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন, বিবাহিত জীবন, জাতীয় বা racial জীবন, বর্ণ ও বংশানুক্রমিক জীবন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক জীবন। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে স্বীয় অভিনব কর্ম্মধারার মধ্য-দিয়া বাংলার ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা আনয়ন করিতে গিয়া যে পল্লী-আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহার এই উক্তিগুলি সেই অপূর্ব্ব কর্ম্মের বহুদর্শিতায় খচিত। তাঁহার এই বাণীসমূহ শুধু কথা বা উপদেশ নয়, কর্ম্ম ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা-নিঃসৃত—বাংলার নরনারীর জীবন-মন্থন-করা অভূতপূর্ব্ব অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত অমৃত-সম্পদ্। তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট

প্রকাশ করিতে পারিয়া আজ আমরা ধন্য, কৃতকৃতার্থ। প্রার্থনা করি, তাঁহারই কাছে, দেশের জাতীয় জীবন, সমাজ-জীবন, ব্যক্তিগত জীবন আজ তাঁহারই জীবন-মন্থন-করা অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সম্যক্ অনুসরণে যেন জীবন-বৃদ্ধির সুধাবণ্টনে বিপ্লব আনয়ন করিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইংরাজী-বাংলা-মিশ্রিত মৌলিক উক্তিসমূহ যথাযথই আমরা যথাসাধ্য অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম। প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে-ফাঁকে, কত কথা, কত আলোচনা, কত বিচিত্র কর্ম্মভঙ্গী ও ইঙ্গিত যে তাঁহার জীবন-নাট্যের অন্তরালে অলিপিবদ্ধ, অপ্রকাশিত রহিয়া গেল—তাহার সাক্ষ্য রহিল এই স্তব্ধ পদ্মাতীরের আকাশ-বাতাস আর জল-স্থল! যে অপূর্ব্ব জীবন-গ্রন্থের এই বাণীগুলি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র তাহার বর্ণনা দিতে পারে এমন সাধ্য কাহার? তাঁহার জীবন ও বাণীর অনুসরণে যদি জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনকে নবীন মন্ত্রের জ্বলন্ত প্লাবনে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে—তাহাই রহিবে তাঁহার অমর জীবন-নাট্যের সত্যিকার সার্থক সাক্ষ্য।

পাদটীকাগুলি আমরা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের পুস্তক হইতে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মৌলিক বাণীসমূহের প্রতিধ্বনি স্বরূপ দেখিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। ঠিক একই রূপ না হইলেও অনেক স্থলে সমপ্রকৃতির ভাব বলিয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তিসমূহের তাৎপর্য্য ঐরূপ তুলনামূলক পাঠে পাঠকবর্গের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার সহায়তা হইবে ভাবিয়া এই পাদটীকাসমূহের অবতারণা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত কোন-কোন স্থলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন বিশেষ-বিশেষ বাক্য, কথা বা বাক্‌ভঙ্গীর তাৎপর্য্য আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাও পাদটীকাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি—অবশ্য ঐ সকল অভিমত আমারই, উহার জন্য বক্তা দায়ী নহেন। আমার এই সামান্য শ্রমে দেশের ও জাতির পথহারা নরনারীর জীবন পরমপ্রেমময়

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর বিদ্যুৎ-স্পর্শ লাগিয়া যদি নবীন আশায়, ভরসায় ও উদ্দীপনায় ঝঙ্কৃত হইয়া নবীন পথের অমৃত সঙ্কেত লাভ করে তবেই এই দীন সঙ্কলয়িতা ধন্য হইবে, সার্থক হইবে, কৃতকৃতার্থ হইবে।

সৎসঙ্গ, পাবনা
৮ই জুন, ১৯৩৯

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

প্রকাশকের ভূমিকা

নানা-প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের এটি পঞ্চম প্রকাশ। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। সৎসঙ্গ-আন্দোলনের প্রথম যুগে চার খণ্ডে প্রকাশিত নানা-প্রসঙ্গে গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজ তথা সাধারণশ্রেণীর মনুষ্যের নিকট সমানভাবে আদরণীয় হ'য়ে উঠেছে। কারণ, এই গ্রন্থে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভাবাদর্শের একটা সার্ব্বিক পরিচিতি, তৎসহ ব্যক্তিগত, দাম্পত্য, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অজস্র সমস্যার সমাধানসূত্র পাওয়া যায়। এর ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ভিতর দিয়ে মানুষের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হোক, সমাজ-সংসারে নেমে আসুক স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি, এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার রাতুল চরণে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর — প্রকাশক

নববর্ষ, ১৩৯৯

প্রকাশকের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় কথা-নির্ঝর 'নানা-প্রসঙ্গে'—দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হল। জীবনবর্দ্ধনসমুৎসুক্ মানবের আদর্শানুগ চলনায় এই মহাগ্রন্থের পঠন-পাঠন ও তদনুগ সম্যক অনুশীলন পূর্বাপর সংস্করণের ন্যায়ই মহা-অবলম্বন হয়ে উঠবে—এই আমাদের বিশ্বাস। —বন্দে পুরুষোত্তমম্!

সৎসঙ্গ, দেওঘর — প্রকাশক

শুভ তালনবমী তিথি, ১৪১২

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অধ্যায়-সূচী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

নিকট গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকা পুরুষের একটা তৃপ্তি—instinct ও temperament—superficial dealing-মাফিক temperamental normal acquisition—ঊর্দ্ধে normal inclination—anomalous প্রতিলোম interpolation—অনুলোম ধর্ম্মদ—প্রতিলোম নিন্দনীয়।

পঞ্চম অধ্যায় পৃষ্ঠা : ৮৯—১১২

ভারতীয় আর্য্যবৈশিষ্ট্য

বর্ণ ও জাতি—different classes of culture—বর্ণভেদ জাতিভেদ নয়—Aryan stock—আর্য্য-বর্ণাশ্রম কত scientific—মনুর কদর্থ—প্রাচীনের নিয়ন্ত্রণ—ঢেলে সাজা—Purity of Aryan blood—অনুলোম racial intermixture of blood—পরিশ্রুত পোষণীয় নূতন রক্ত—অনার্য্য যৌন-সংস্রব—ঋষির বিধান—sperm and ovum—ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—আর্য্যাবর্ত্ত—গোত্রগরিমা—কৃষ্টির বর্ণ-বৈশিষ্ট্য আর্য্যদশবিধ-সংস্কার—বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম—অনুলোম বিবাহ—ইষ্টপ্রাণ সেবাপটু যাজন—সেবাযজ্ঞ—শূদ্র—আর্য্যীকৃত—প্রতিলোম-সংমিশ্রণ—বৌদ্ধপ্লাবন —ধর্ম্মাশোকের বিবাহ-নিষেধী প্রব্রজ্যা—ভারতের সর্ব্বহারা সর্ব্বনাশ—আর্য্যদের বংশ ও কৃষ্টি-আঁক্‌ড়ান গোঁড়ামী।

ষষ্ঠ অধ্যায় পৃষ্ঠা : ১১৩—১৩৮

আর্য্যবর্ণধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার

বর্ণাশ্রমে hatred—বর্ণাশ্রমের উদ্ভট মানে—তৈরী বর্ণাশ্রম—hatredful বর্ণাশ্রম—cultural heredity—বর্ণধর্ম্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—সবাইকেই ব্রাহ্মণ হ'তে হবে—বংশানুক্রমিক বর্ণের গূঢ় তাৎপর্য্য—cultural hereditary occupation—আর্য্য culture—chaotic discordance—বর্ত্তমান ইউরোপেও আর্য্যবর্ণ-বিভেদ মানলে তাদের সমস্যার সমাধান হ'ত—বহু-বিবাহ—সদ্বংশজের চরিত্রগত লক্ষণ—অনুসন্ধিৎসা মাখান কর্ম্মোদ্দীপ্ত সশ্রদ্ধ সেবাপটুত্ব—একত্বানুধাবনী ঝোঁক—betrayal-এ tamed—inner core of psychological system-এ damage—sexually injured—অসম্ভবের philosophy—crisis-এ betraying attitude—পুরুষের স্ত্রীনিষ্ঠা—ইষ্টনিষ্ঠা।

নির্ঘণ্টপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

শ

১

৬ই আষাঢ়, ১৩৪২। স্থান—পদ্মাতীর, সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণ। কাল—প্রভাত। অদূরে প্লাবনভরা পদ্মাচরের শ্যাম শস্যক্ষেত্র সূর্য্যালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন।

প্রশ্ন। 'স্বাধীন হওয়া' মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতা তখনই পায় যখনই তার being-টাকে পারিপার্শ্বিক তার প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে খিঁচড়ে ধ'রে, টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে সাবাড় করতে না পারে*—বরং তার আদর্শপ্রাণ প্রবৃত্তিগুলি পারিপার্শ্বিকের সেবার ভিতর-দিয়ে তাদের প্রত্যেককে সন্দীপ্ত ক'রে becoming-এর দিকে অবাধ ক'রে তোলে—তখনই সে-ই হয় তার পারিপার্শ্বিকের common interest ;—আর তখনই সে স্বাধীন।†

---

* "What a curious phenomenon it is that you can get men to die for the liberty of the world who will not make the little sacrifice that is needed to free themselves from their own individual bondage."
—Bruce Barton

"No man is free who is not master of himself." —Epictetus

"He who reforms himself has done more toward reforming the public than a crowd of noisy impotent patriots." —Lavater

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বানঃ এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ, স স্বরাট্ ভবতি—তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেহন্যথাতো বিদুঃ অন্যরাজানঃ তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি।" —'ছান্দোগ্যোপনিষৎ'

† "Men are qualified for civil liberty in exact proportion to their disposition to put chains upon their own appetites......Society cannot exist unless a controlling power upon the will and appetite is placed

প্রশ্ন। স্বাধীনতার আদর্শ কি কখনও কোথাও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল, না উঠেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ওঠেনি কি? খুব উঠেছিল, কত উঠেছে! তার মধ্যে এদিকে ধর্ম্মাশোক যেমনতর তার practical demonstration দিয়ে গেছেন, এত বড়ভাবে আর কেউ দিতে পেরেছেন ব'লে আমার মনে হয় না।*

তা'-ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ইত্যাদি প্রেরিত বা অবতারগণ people in general-এর জন্য প্রকৃত স্বাধীনতার বীজ অকাতরে ছিটিয়ে গেছেন ;†—আর সেই বীজকে যিনি বা যাঁরা যতটুকু পোষণ ও বর্দ্ধন ক'রে, action and expression-এর ভিতর-দিয়ে manifest করেছেন,

---

somewhere, and the less of it there is within, the more there must be of it without. It is ordained in the eternal constitution of things that men of intemperate habits cannot be free. Their passions forge their fetters."
—Edmund Burke

* "If a man's fame," says Koppen, "can be measured by the number of hearts who revere his memory, by the number of lips who have mentioned, and still mention him with honour, Asoka is more famous than Charlemagne or Cæsar."
—Encyclopaedia Britannica, 19th Edition. Vol. II. P. 764

"Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majestics and graciousnesses and serenities and royal highnesses and the like, the name of Asoka shines and shines almost alone, a star. From the Volga to Japan his name is still honoured. China, Tibet and even India though it has left his doctrine, preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have ever heard the names of Constantine or Charlemagne."
—'Outline of History'—H. G. Wells

† "Yes, there is a mother doctrine, a synthesis of religious and philosophies. It develops and deepens as the ages roll along, but its

তিনি, তাঁরা বা সেই জাতি ততটুকু বা তত বড় তেমনতর স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করেছেন।*

প্রশ্ন। এ তো ধর্ম্মের কথা বলছেন? ধর্ম্ম কি আমাদের দেশে বা কোথাও কখনও স্বাধীনতা এনেছে,—না, এনেছে আলস্য, নির্জ্জীবতা বা স্বার্থপরের মত অন্তরিন্দ্রিয়ের একটা সুখ-লালসা?

---

foundation and centre remain the same. We have still to show the providential reason for its different forms according to race and time. We must re-establish the chain of the real initiates who were the real initiators of humanity." —Plato, 'The Mysteries of Eleusis'

* শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানুষের কাম্য নয় ; আর রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মানুষকে সত্যিকারের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা কিছুতেই দিতে পারে না। তাই—

"I believe in freedom—social, economic, domestic, political, mental and spiritual." —Elbert Hubbard

"He who confuses political liberty with freedom and political equality with similarity has never thought for five minutes about either." —G. B. Shaw

"None are more helplessly enslaved than those who falsely believe they are free." —Goethe

জার্ম্মাণীর মহাকবি গেটের এই উক্তি বর্ত্তমানের প্রত্যেক স্বাধীনতাদম্ভী জাতি সম্বন্ধেই খাটে। রাজনৈতিক শক্তি ও মানুষ মারিবার অস্ত্রসম্ভারের বিপুল আয়োজনের স্বাধীনতা থাকিলেই জাতি সভ্য বা স্বাধীন হইল না—ইহাই গেটের ঐ উক্তির তাৎপর্য্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ তো শালার সব পাগলামী!* ধর্ম্ম† মানেই তা-ই যা' আমাদের বাঁচা, বৃদ্ধি পাওয়াকে ধ'রে রাখে‡—আর তা' বাদ দিয়ে

---

* "I have lived long enough to know what I did not at one time believe—that no society can be upheld in happiness and honour without the sentiment of religion."

—Laplace, the great French astronomer

"Never trust anybody not of sound religion, for he that is false to God can never be true to man." —Dictionary of Thoughts

"If men are so wicked with religion, what would they be without it!" —Benjamin Franklin

"True religion is the foundation of society, the basis on which all true civil government rests." —Edmund Burke

"Religion is equally the basis of private virtue and public faith, of the happiness of the individual and the prosperity of the nation."

—W. Barrow

† ধৃ-ধাতু (ধারণ করা, পোষণ করা) + কর্ত্তরি মন্ করিয়া ধর্ম্ম কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহা আমাদের ধারণ করে, পোষণ করে,—যাহা আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল যাহা-কিছুকে ধরিয়া রাখে—তাহাই ধর্ম্ম।

‡ "ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৮৮। ১৭

"Religion belongs to everyday—to the place of business as much as to the church." —H. W. Beecher

"The noblest charities, the best fruits of learning, the richest discoveries, the best institutions of law and justice, every greatest thing the world has seen represents more or less directly, the fruitfulness and creativeness of religion." —Horace Bushnell

"What I mean by a religious person is one who conceives himself or herself to be the instrument of some purpose in the universe which is a high purpose and is the motive power of evolution—that is, of a continual ascent in organisation and power and life and extension of life." —George Bernard Shaw

"Religion is the first thing and the last thing ; and until a man has found God and been found by God, he begins at no beginning, he works to no end." —H. G. Wells

সব অধর্ম্ম!* তেমনতর স্বাধীনতা যে চাইবে তার চাওয়া অচিরাৎই তো একদম অসাড় হ'য়ে নিঃশেষ হ'য়ে যায়!†

আর, দেশ আর আদেশ দু'টো কথাই এসেছে একই ধাতু থেকে।‡ যাদের এমনতর আদর্শ নেই§—যাঁর—আদেশ না মেনে চললে মানুষের being and becoming উপোস ক'রে অবসাদে অবসন্ন হ'য়ে মৃত্যুতে

---

* "যে-ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা'কি আবার ধর্ম্ম? সে ধর্ম্ম, না পৈশাচ নৃত্য?" —স্বামী বিবেকানন্দ

"I would give nothing for that man's religion whose very dog and cat are not better for it." —Rowland Hill

"Those who make religion to consist in the contempt of this world and its enjoyments are under a very fatal and dangerous mistake. As life is the gift of heaven, it is religion to enjoy it."
—Addison,—The Dictionary of Thoughts

†"A city may as well be built in the air, as a common-wealth or kingdom be either constituted or preserved without the support of religion." —Plutarch

‡ "দেশ কথাটি আসিয়াছে দিশ্‌-ধাতু হইতে। দিশ্‌-ধাতু মানে আদেশ করা।"

"The franks came pouring into the Roman empire just because they had no idea there-to-fore of being confined to any particular Frankland. They were kings of the Franks......

The same was true of the other German nations. They also had chiefs who were the chiefs of the people and not the chiefs of lands.

There were kings of the English for many a year, even for several centuries after A. D. 449, before there was such a thing as king of England." —"The State"—Woodraw Wilson

§ "Not belief, not emotion but obedience is the test. The true divine of it is a life, begotten in the depths of the human soul, subduing to Christ all the powers of the heart and life, and incarnating itself in patient, steady, sturdy service." —R. D. Hitchcock

"The last lesson of life, the song which rises from all elements and all angles, is a voluntary obedience, a necessitated freedom."
—Emerson

নিঃশেষ হ'য়ে যায়,—বাঁচা আর বাড়ার আকৃতি যদি এমন কোন আদর্শের আদেশ আঁক্‌ড়ে ধ'রে, লাখ ঝঞ্ঝার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে না চলে, তাদের বা সে-দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিকারী রোগীর চিন্তা ও প্রলাপের মত—এইতো আমি বুঝি!*

প্রশ্ন। আচ্ছা, পাশ্চাত্ত্য জগতে তো কত 'ism'-এরই ছড়াছড়ি! এখন Ideal-ই বা কি, আবার Ideal state-ই বা কোন্‌টা? ভারতের পরানুকরণমূঢ় জনসাধারণ তো আজ আদর্শহীন, বিভ্রান্ত!

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন্ 'ism'-এ কী আছে তা'তো আমি বুঝি না।† তবে আসল'ism'সেখানেই, যেখানে আছে আদর্শ বা ইষ্ট—অর্থাৎ becoming-কে উন্নতির পথে চালিত করে এমনতর প্রেমিক চরিত্র—যা' প্রত্যেক individual-এর ভিতর-দিয়ে environment-এ চারিয়ে, তাদের ভিতর একটা বিবর্দ্ধনের আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে, মানুষকে

---

* "In small things and great, the movement stands for the authority, the unquestioned authority of the leader, combined with fullest responsibility." —Adolf Hitler

"একজন ইংরাজ কা'কেও নেতা ব'লে স্বীকার করলে তা'কে সব অবস্থায় মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হ'তে চায়—হুকুম তামিল করার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা।" —স্বামী বিবেকানন্দ

"It is a remarkable fact of all great reforms that they often have only one man as champion at the start, but millions carry on the work." —'My Struggle'

† 'A politician—one that would circumvent God!' —Shakespeare

রাজনৈতিক বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়। আবার জাতীয় নেতৃগণ যত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'ন, ঐ 'ism'-ও ততই সকল অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয়। আর ঐ আদর্শ যদি মানবপ্রেমে গভীরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'ন, তবে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে একই 'ism'-এরই আবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ সবাই সেই সর্ব্বজনের সর্ব্বসাধারণ 'ism'-এরই ঘোষণা করিয়া গিয়েছেন।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভালবাসা-মাখান সেবায় আশ্বস্ত ও উদ্বুদ্ধ ক'রে একটা tangible সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থক উন্নতির দিকে চালিত করে*—এই আমি মনে করি। তাই, যেখানে মূর্ত্ত স্বাধীনতার আদর্শ,† সেখানেই বাস্তব সেবা, সহানুভূতি, ভালবাসার আবহাওয়ায় চারিয়ে গিয়ে, প্রত্যেকটি individual-কে উদ্বুদ্ধ ক'রে, collective body-কে সহজ অনুপ্রাণতায় উন্নতির দিকে অবাধ ক'রেই তোলে। আর যেখানে এমনতর হচ্ছে, আদর্শ সেখানেই। আবার, এরই যেখানে যতটুকু হ'চ্ছে সেখানেই এই আদর্শের অভিব্যক্তিও ততটুকু।

আরও, এই collective body যাঁর উপর দাঁড়িয়ে বাস্তবের দিকে হাত বাড়িয়ে তা'কে অধিগত করার প্রচেষ্টায় চলছে, সেই আদর্শবান collective body-কেই—আমার মতে—State বলা যায়।‡

প্রশ্ন। ইউরোপে কত রকমারী programme দেখা দিয়েছে। ভারত আর পাশ্চাত্ত্যের মোহে প'ড়ে কি-ই না করছে—এখন কঃ পন্থা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ও-সব আমি জানি-টানি না! তবে এটা ঠিক জানি,—যেখানে ধর্ম্ম নেই, ধর্ম্মোদীপ্ত আদর্শ নেই, আদর্শানুপ্রাণতায়

---

* "There is not a truth to be gathered from history more certain, or more momentous, than this : that civil liberty cannot long be separated from religious liberty without danger and ultimately without destruction to both. Wherever religious liberty exists, it will, first or last bring in and establish political liberty."

—'The New Dictionary of Thoughts'

† "The true genius that conducts a state is he, who doing nothing himself, causes everything to be done ; he contrives, he invents, he foresees the future, he reflects on what is past ; he distributes and proportions things ; he is attentive night and day that he may leave nothing to chance." —Fenelon

‡ "What constitutes state? No high-raised battlement, thick wall and moated gate, not cities proud with spires and turrets crowned—No :—men, high-minded men, with powers as far above all brutes...... ; men who their duties know, and knowing dare maintain—these constitute a state." —Sir William Jones

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সেবা ও চলা নেই, খামখেয়াল সেখানে কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি ক'রে রক্তারক্তি করে,*—অবশেষে সেই ক্ষতের পচা দুর্গন্ধে তিষ্ঠানই মুশকিল! তা'-হ'লেই বুঝুন, স্বাধীনতার পথ কোথায়,§ আর programme-ই বা কী হওয়া উচিত!

প্রশ্ন। তাহ'লে কি রাজনীতি আপনি চান না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। রাজনীতি কা'কে বলে তা' আমি বুঝিই না!† আমার রাজনীতি হ'চ্ছে এই—কোন পারিপার্শ্বিকের কা'রও being and becoming-কে পুষ্ট না ক'রে যদি কেউ বাঁচতে চায়, পুষ্ট হ'তে চায়, তার ক্রমাগত আপসোসই পুষ্ট হ'তে থাকে;—আর সে-আপসোসের বাঁচা ভীম-পরাক্রমে মানুষের অস্তিত্বকে হীনতায় অবসন্ন করতে থাকে।‡

---

* "I hate all bungling as I do sin, but particularly bungling in politics, which leads to the misery and ruin of many thousands and millions of people." —Goethe

§ "The strife of politics tends to unsettle the calmest understanding, and ulcerate the most benevolent heart.—There are no bigotries or absurdities too gross for parties to create or adopt under the stimulus of political passions." —E. P. Whipple

† "There is no gambling like politics." —Disraeli

‡ "The man who can make two ears of corn or two blades of grass grow on the spot where only one grew before, would deserve better of mankind, and render more essential service to the country than the whole race of politicians put together." —Swift

"By discharging our duty thoroughly and well, subordinating personal desires to principles, and personal ambition to an exalted love of country. We will not only receive the endorsement of the people, but, what is far better, we will deserve their endorsement." —Champ Clark

"If ever this free people—if this government itself is ever utterly demoralized, it will come from this incessant human wriggle and struggle for office, which is but a way to live without work." —Abraham Lincoln

তাই পারিপার্শ্বিকের সেবা ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ*—আর এই-ই প্রকৃত রাজ বা শ্রেষ্ঠনীতি।†

প্রশ্ন। রাজনীতি বলতে তো আমরা বুঝি রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার চেষ্টা—যে-অধিকার জাতির ক্রমোন্নতিকে বাধামুক্ত ক'রে দেয়। এই রাজনীতি ছাড়া কি আপনার ঐ পারিপার্শ্বিকের সেবারূপ রাজনীতির প্রচলন কোনপ্রকারে সম্ভব? ঐ রাজনৈতিক অধিকার না পেয়ে সমগ্র জাতিকে সেবা ও পুষ্টি দেওয়া কি মুখের কথা!

শ্রীশ্রীঠাকুর। জনকে ক্রমোন্নতির দিকে, বাঁচা-বাড়ার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে, নিরন্তরতায় চালনা করাই হ'চ্ছে সেবা ;—আর এই জন দিয়েই হচ্ছে জাতি।‡ জন বাদ দিয়ে জাতিকে স্বাধীন করার 'মরকোচ' যদি রাজনীতির ব্যাপার হয়, তা' আমি কি ক'রে বুঝব?

স্বাধীন হবে কে? জন তো? না, জন বাদ দিয়ে হাওয়ায়-ঝোলা, জাতি-নামধেয়—যা' নাকি মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর—এমনতর কোন

---

* "When a man's growth is unimpeded, his self-respect remains intact, and he is not inclined to regard others as his enemies. But when for whatever reason his growth is impeded or he is compelled to grow into some twisted and unnatural shape, his instinct presents the environment as his enemy, he becomes filled with hatred."
—Bertrand Russel

† "Of all the disposition and habits which lead to political prosperity, religion and morality are indispensable supports. In vain would that man claim the tribute of patriotism who should labour to subvert these great pillars of human happiness, these finest props of the duties of men and citizens. Whatever may be conceded to the influence of refined education on minds of peculiar structure, reason and experience both forbid us to expect that national morality can prevail in exclusion of religious principles." —George Washington

‡ "The worth of a state, in the long run, is the worth of the individuals composing it." —John Stuart Mill

কিছু?* তাই যদি হয়,—তা'তে যে আমাদের লাভ কোথায় তা' তো কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না!†

ঐশ্বর্য্যবান্—যাদের দিয়ে তাঁর ঐশ্বর্য্য অনুগমনশীল, তাদিগকে সেবা, সাহচর্য্য—যার যেখানে বাঁচা-বাড়ার পুষ্টি যেমনতর লাগে তেমনতর ক'রে—দিয়ে, বাঁচা-বাড়ায় পুষ্ট ক'রে,—ঐ স্বার্থপুষ্টির সরবরাহে নিজের স্বার্থকে পরমপ্রসূ ক'রে যখনই নিয়োজিত করেন, তখনই তো দেখা যায় ঐ জন ও ঐশ্বর্য্যবান্-বিশেষকে পরিবেষ্টিত ক'রে তাঁদের প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিক অমনতর চলনার বহুধা-সমতায় নানা রকমারির ভিতর-দিয়ে অথচ ঐ এক বাঁচা-বাড়াকে সমৃদ্ধ করার চলনায় চ'লে চলছে, তজ্জাত‡ হ'য়ে§ ;—আর তখনই তো সেই জাতিকে স্বাধীন জাতি বলা যেতে পারে,—না, আর কিছু?

অমনি-ক'রেই তো স্বাধীনতা প্রকৃতি নিংড়ে আপনি বেরিয়ে আসে! §§ এতে কোন দিন কোনরকম বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে হয় না—এই তো

---

* "......It denies the value of the individual among men,......thereby depriving humanity of the whole meaning of its existence and cultur." —'My Struggle'—Adolf Hitler

† "In every village there will arise some miscreant, to establish the most grinding tyranny by calling himself the people." —Sir Robert Peel

‡ অর্থাৎ ঐ ঐশ্বর্য্যবান্ হইতে এইরূপে জাত।

§ "The task of organisation is to communicate a definite idea—which always originates in the brain of one single man—to the general public and also to see to its conversion from theory into reality. When the number of adherents increases, small affiliated groups are to be formed, which represent local nucleus cells in the future political organisation." —Mein Kampf

§§ "But I do wish to suggest that there are no shortcuts to the millennium. There is no shorcut to good life, whether individual or social. We must build up intelligence, self-control and sympathy.

আমি জানি।* কারণ, প্রত্যেক অস্তিত্বই প্রত্যেক অস্তিত্বের বাঁচা-বাড়ার মুখ্য স্বার্থ—কে কার বিদ্রোহী হবে?†

এই বুদ্ধির যখনই যেখানে অপলাপ—রবাহুতের মত গোলমাল তো সেখানেই এসে জোটে দেখতে পাই। আর অমনতর হ'লেই, স্বাধীনতা আপনা-আপনি জাতিগতভাবে আসে, নতুবা আর কী ক'রে আসবে?‡

আরও, ও-ছাড়া কোন দিক্ দিয়ে কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় নেই—দেখতে পাওয়া যায় না। তাই, ওকেই রাজনীতি বলতে হয়, আর এর চাইতে যদি শ্রেষ্ঠতর কিছু থাকে যা'তে ওই করে, তবে সেইটাই রাজনীতি—এই

This is a quantitative matter, a matter of gradual improvement, of early training, of educational experiment. Only impatience prompts the belief in the possibility of sudden improvement."

—'What I Believe'—Bertrand Russel

* "Growth is a matter of evolution. We must have patience—the patience of centuries. I realize that an empire is not a thing improvised in a hurry. A nation will expand by the slow logic of history......we must......expedite the natural tendencies of growth, a growth that I trust will be peaceful." —Signor Mussolini

† "The best security against revolution is in constant correction of abuses and the introduction of needed improvements. It is the neglect of timely repair that makes rebuilding necessary."

—Whately

"It is far more easy to pull down than to build up, and to destroy than to preserve. Revolutions have on this account been falsely supposed to be fertile." —Colton

‡ "Bad men cannot make good citizens. It is impossible that a nation of infidels should be a nation of freemen. It is when a people forget God that tyrants forge their chains. A vitiated state of morals, a corrupted public conscience, is incompatible with freedom. The blessings of liberty can be preserved to any people by a firm adherence to justice, moderation, temperance, frugality and virtue by a frequent recurrence to fundamental principles." —Patrick Henry

তো আমি যা' বুঝি! আবার ঐ যা' বললাম,—majority-র ঐ অমনতর বাস্তব natural individual mood and interest আনা ছাড়া লাখ রাষ্ট্রীয় অধিকার কি কাউকে কিছু করতে পারে—না পেরেছে?

প্রশ্ন। বাংলা দেশে তো দেখি হিন্দুদের ভিতর কত দলাদলি—ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যে, শূদ্রে—আবার কত অন্ত্যজ বর্ণ! এমন শিথিল সমাজে সবার মিলন কেমন ক'রেই বা সম্ভব হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাংলায় আমরা যদি আমাদের পারিপার্শ্বিককে পুষ্ট না ক'রে শোষণ ক'রে প্রত্যেকে বড় বা পুষ্ট হ'তে চাই, তবে ও-রকম হবেই! আর যতদিন পর্য্যন্ত তা' করব, পারিপার্শ্বিকের সেবা যে আমাদের পুষ্টির পরম স্বার্থ তা' যতদিন না বুঝব,—আর না বুঝব যতদিন, যদি আমাদের পারিপার্শ্বিক আমাদের বড় না করে, সম্মানিত না করে, পুষ্ট না করে, তুষ্ট না করে, তা' আমাদের কিছুতেই হ'তে পারে না—ততদিন মিলন আমাদের অসম্ভব।

অতএব আমাদের প্রধান স্বার্থই হচ্ছে—সেবায় সর্ব্বপ্রকারে তাদের উন্নত করা*—আর, তা'তেই উন্নতি আমাদের অটুট হ'য়ে ক্রমবৃদ্ধির দিকে চলবে। আর, কাজে, আচারে, ব্যবহারে, অভিব্যক্তিতে—সব রকমে যখন আমাদের পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেককে নিয়ে তেমনিভাবে engaged হব, তখনই সব বিপর্য্যয় কেমন ক'রে কোন্ ফাঁকে, কোথায় ছুটে পালাবে তার হদিস্‌ও থাকবে না!†

---

* "......It professes to solve the individual problem and the world problem or society problem in connection with each other, since Individual and Society are obviously inseparable and 'each has to be for all and all have to be for each."

—'Ancient vs Modern Socialism'—Dr. Bhagawan Das

† "There must be a substitution of right methods, of right motives, the real ideals of service. I am no sentimentalist in this regard. It is just good business." —Henry Ford

মানুষের becoming-কে uphill and intact রেখে চলতে গেলেই—তা' caste-ই হোক আর community-ই হোক আর যা-ই বলুন না কেন—প্রথমেই majority-র ভিতর দরকার একাদর্শানুপ্রাণতা,* যা'তে তাদের inner sentiment সেই আদর্শকে অনুসরণ ক'রে, তাঁর আদেশ প্রতিপালন ক'রে সার্থক হবার ঝোঁকে চঞ্চল চলনে চলতে স্বাভাবিকভাবে চেষ্টাপরায়ণ থাকে।

তার সাথে দ্বিতীয়তঃ হ'চ্ছে—অনুলোম, যথাযথ eugenic relation—যার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেক family পরস্পরের সাথে normal fulfilment-এর চাহিদায় বা interest-এ interested হয়। এইগুলি হ'চ্ছে স্বাভাবিক cementing factors in human society—যা' আমি বুঝি। এটা যেখানে যত correctly adjusted, সে জাতি বা সমাজের becoming-ও তেমনি rightly accelerated.

প্রশ্ন। কিন্তু নেতারা তো এ বিষয়ে একেবারে হতাশ!

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে নিজেই নিয়ন্ত্রিত নয়,† নিজেকেই চালিয়ে নিতে পারে না তার আদর্শপথে—অর্থাৎ আদর্শে যার এমনতর আসক্তি কিছু নেই, যাতে সে তৃপ্ত হ'য়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁকে তৃপ্ত করার আকূতিতে পারিপার্শ্বিকের ভিতর তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য সেবায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠেনি—সেবা ক'রে মানুষের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে উদ্দীপিত ক'রে ধন্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যাকে পাগল ক'রে তোলেনি—এমনতর কেউ যদি নেতা হ'তে যান, তাঁকে তো পারিপার্শ্বিক বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে,—আর হতাশাই তো তার সম্বল! যে মিলিতই হয়নি, সে আবার বিভিন্নের মিলন কি ক'রে ঘটাবে?‡

---

* "In small things and great, the movement stands for the principle of unquestioned authority of the leader." —Hitler

† "He who reforms himself, had done more toward reforming the public than a crowd of noisy impotent patriots." —Lavater

‡ "The further prinzip (The Leader principle) created hundreds, thousands of sub-leaders, little Hitlers, down to the lowest strom-troop leader. It combined dignified submission with opportunity for leadership." —'Inside Europe'—John Gunther

প্রশ্ন। আর হিন্দু-মুসলমানের মিলন? এ সমস্যার সমাধান কোথায়? কতই তো pact হ'চ্ছে, কিন্তু কিছুতেই তো কিছু হল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সার্থকতা যখনই হাত-ধরাধরি ক'রে, সেবা ও সম্বর্দ্ধনা দিয়ে, ইষ্ট বা আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে চলার পথে পরস্পর পরস্পরের স্বার্থবিবেচনায় আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠার সম্বেগে উন্নতিতে অবাধ চলনে চলবে,—শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন, সকল সমস্যাই আলোকে অন্ধকার যেমনতর তেমনিভাবে, কোথায় কোন্ আলোতে মিলিয়ে যাবে তার ইয়ত্তা করাই কঠিন!

হাতড়াতে-হাতড়াতে কোন পথ না পেয়ে মানুষ যখন pact ক'রে মিলিত হ'তে চায়, মানুষের বধির বোধের ভিতর-দিয়েও ভগবান্ অঙ্গুলি হেলনে ইঙ্গিত করেন—তোমরা কারু গলা টিপে উন্নতিকে রোধ করা তো দূরের কথা, বরং প্রত্যেক প্রকৃতিকেই normally fulfil করে এমনতর Ideal-এ উপনীত হও,—তাঁ'কে আলিঙ্গন কর, তাঁ'তেই ধন্য হও, বদান্যতায় বরণীয় হ'তে বৃহতে বৃদ্ধির পথে চল ;—একটু নজর ক'রে দেখুন, তা-ই কি নয়?

প্রশ্ন। বাংলায় আজ নেতা নেই বললেই চলে, যাঁরা আছেন তাঁরাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—এর উপায় কী? পথ কোথায়? কোন্ দিকে যাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শ যার বাস্তবে অটুট হ'য়ে দাঁড়ায়নি, আদর্শে আপ্রাণতা তাই যার যা-কিছু সব হ'য়ে ওঠেনি, আদর্শকে পারিপার্শ্বিকে প্রতিষ্ঠা করাই যার একমাত্র উপভোগ হ'য়ে ওঠেনি, সেবার আকৃতিতে আদর্শকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, দীপ্তিমান্ ক'রে তুলতে যে নিজেকে

"একজন ইংরাজ কাউকে নেতা ব'লে স্বীকার করলে তা'কে সব অবস্থায় মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হ'তে চায়—হুকুম তামিল করবার কেউ নাই! সকলেরই উচিত হুকুম করার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা।" —স্বামী বিবেকানন্দ

"Public reformers had need first practise on their own hearts that which they propose to try on others." —Charles I

ইন্ধনে পর্য্যবসিত করেনি,—ফলকথা, যে নিজেই জ্বলেনি, নিজেই চলে না তার গন্তব্য আদর্শে,—সে কেমন ক'রে তার পারিপার্শ্বিকের, মহাপারিপার্শ্বিকের নেতা হ'তে পারে—বুঝে উঠতে পারি না! দিক্‌ও তাই, নিশ্চিত পথও তাই!*

প্রশ্ন। আচ্ছা, আদর্শ আপনি কাকে বলেন? আদর্শ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'আদর্শ' মানে—সহজ কথায় এমনতর একটা জ্যান্ত মানুষ†, যে তার প্রিয়-পরমের অকাট্য পীরিতের খাতিরে তার প্রিয়কে তার নিজের ভিতর-দিয়ে পারিপার্শ্বিকে—সেবায়, সাহচর্য্যে, সমবেদনায়—তার বহুদর্শিতাকে নিয়ে, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে উদ্দীপ্ত ক'রে, একটা সহজ উন্মাদনায় দুঃখকষ্টকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে প্রতিষ্ঠা করে ;‡ আর, তারই ভিতরে মানুষ দেখতে পায় তার পথ—যাতে তারা জীবন ও বৃদ্ধিকে সহজ ও অটুটভাবে আলিঙ্গন করতে পারে!

---

* "Depend on no man, on no friend but him who can depend upon himself.—He only who acts conscientiously toward himself, will act so toward others." —Lavater

† "Not armies, not nations have advanced the race; but here and there, in the course of ages, an individual has stood up and cast his shadow over the world." —E. H. Chapin

‡ "Adolf loved his mother passionately, Throughout his life Hitler has been subconsciously proving to his mother, the only woman he has loved, his right to independence, success and power." —'Inside Europe'

মুসোলিনী তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন—

"My greatest love was for my mother. To displease her was my one fear...... To me it is a comfort to feel that she, even now, can see me and help me in my labours with her unequalled love."

হিটলার নিজে বলেন—

"He was very fond of his mother and wore her picture on his breast in the field." —Konrad Heiden

প্রশ্ন। ছোট বড় আদর্শ নিয়ে তো মানুষ চলছেই—একটা কোন উচ্চ ভাব নিয়ে তো অনেকে চলেই। তা' কি আমাদের আদর্শ হ'তে পারে না? জীবন্ত আদর্শ হ'তেই হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শ মানে তাই—যাঁর ভিতর নিজেকে প্রতিফলিত ক'রে দেখা যায়। তাহ'লেই, আমাকে আমি দেখতে পাব এমনধারা একটা-কিছু আমার সামনে থাকা চাই,*—আর, সে-কিছুটাই হ'চ্ছে একটা আমারি মত মানুষ যাঁর চরিত্রে আমি সহজে সর্ব্ব-রকমে প্রতিফলিত হ'তে পারি। আর তাঁর চরিত্রের ভিতর-দিয়ে আমি আমাকে দেখে নিয়ে—কেমন ক'রে আমার চলা উচিত, চলার পাথেয় তা' হ'তে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, চলার পথে অবাধে চলতে পারি।

আর তা-হ'লেই, আমি জানি না, দেখি নাই, কাহারও কাছে শুনি নাই বা কাহারও চরিত্রে পাইও নাই এমনতর ভাব কি ক'রে আদর্শ হ'তে পারে?† আর তা'-ছাড়া, আমার কিছু-না-কিছু প্রতিফলিত তো আমার পারিপার্শ্বিক কিছু-না-কিছুর ভিতর হ'চ্ছেই, তা' দেখে তো চল্‌ছিই—তাই, সে-চলায় চলার রকমগুলি তেমন ক'রে ফুটে উঠছে না। তাই, বাধ্য হ'য়ে, জায়গায়-জায়গায়, নানারকমে হাত্‌ড়ানো ছাড়া উপায় কী?

প্রশ্ন। আপনি যে জীবন্ত আদর্শ মেনে চলার কথা বলেন—একজন মানুষকে অমনভাবে মেনে চলার উপদেশ আজকালকার যুগে শুনবে কে?

এমনই জগতে যাঁহারাই কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ঐরূপ প্রিয় গুরুজন ছিল। রামদাসের উপর ভক্তি শিবাজীকে মহারাষ্ট্রজাতির স্রষ্টা করিয়া তুলিয়াছিল, চাণক্যের প্রতি শ্রদ্ধা চন্দ্রগুপ্তকে ভারতের অধীশ্বর করিয়া তুলিয়াছিল। জীবন্ত-আদর্শহীন নেতা কখনও জাতিকে পথ দেখাইতে পারে না।

* "Compromise the egotism. Be another, not thyself ; not a soul but a Christian ; not a naturalist but a Cartesian ; not a poet but a Shakespearean." —'Uses of Great Man'—Ralf Waldo Emerson

† "Beware of the man whose God is in the sky."
—G. B. Shaw

আদিম যুগে মানুষ-সর্দ্দারকে যে মেনে চল্‌ত, সে ছিল primitive অবস্থা। আধুনিক যুগে primitive-যুগের সে নিয়ম খাটবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদিম মানবের ভিতর সনাতন আদিম characteristics—to live, to grow, to protect from undesirable circumstances—এইগুলি nakedly exposed ছিল। Human characteristics—যা' pertaining to being and becoming—তা' চিরন্তন এবং সনাতন। তা' তখনও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে,—আর, এই দিয়েই বুঝি—পরিণামেও তা'ই থাকবে। বাঁচতে গেলে, বাড়তে গেলে, যেমন ক'রে যা' যা' দিয়ে তা' fulfil করতে হয়—তার ক্ষুধা জ্যান্ত যারা তাদের সবার ভিতরে একই রকমে একটা living urge-এর মত ফুটন্ত সম্বেগ হ'য়ে সজাগ চলনেই চলছে।

যদি সর্দ্দার বা নেতার কোন প্রাকৃতিক প্রয়োজন না-ই থাকত,—যখন মানুষ জংলা জাতি ছিল, তখনই বরং তা' স্বতঃই refuse করত—কারণ, তখন তো আর এমনতর civilized হ'য়ে ওঠেনি। ঐ acquisition-এর hankering মানুষের—মানুষের কেন, অতি insignificant insect-এরও, বাঁচার ভিতর-দিয়ে becoming-এর একটা normal urge ; আর এর ভিতরেই প্রত্যেক step অতিক্রম করাতেই হয় তাদের enjoyment বা উপভোগ। আবার, ওই step-গুলি successfully অতিক্রম করাকেই সুখ ব'লে সবাই জানে। তাই, মানুষের normal characteristics তখনও যা' ছিল, এখনও তা-ই আছে।*

সর্দ্দার বা নেতাদিগকে অবলম্বন ক'রেই মানুষ তার personal individuality-কে বজায় রেখে, inquisitiveness ও acquisition-এ অধিরূঢ় হ'তে-হ'তে, সুখ-আনন্দ উপভোগ বর্দ্ধিত হ'তে-হ'তে, দুঃখ-দুর্দ্দশাকে জয় ক'রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বা এড়িয়ে-এড়িয়ে ক্রম-আরোতরতে

---

* "It is said that if Noah's ark had to be built by a company they would not have laid the keel yet. What is many body's business is nobody's business. The greatest things are accomplished by individual men." —'Dictionary of Thoughts'

উন্নত হ'তে হ'তেই এখন পর্য্যন্ত চলছে। আর, এটা অর্থাৎ এই প্রাকৃতিক characteristics যখনই যারা বা যে ভেঙ্গেছে, তারা যে কী অবস্থায় উপনীত হ'য়ে সাবাড় হয়েছে, তার অজস্র উদাহরণ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিনিয়তই জ্বল্‌জ্বল্‌-ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে!*

গঠন করতে হ'লেই—তা' যেমনি ক'রে হ'য়ে থাকে, তেমনি ক'রেই করতে হয়†—আর গঠনের নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে যে গঠন হয়, তা' যে অগঠনে গঠিত হ'য়ে disintegrated হ'তে-হ'তে কোথায় মিলিয়ে যায় তার হদিস্‌ই পাওয়া কঠিন। তাই আমি বুঝি, সমাহারপ্রাণ গঠন, আর, যে-নিয়মের ভিতর-দিয়ে তা' নিয়ন্ত্রিত হয় তা'কে primitive না ব'লে prime বলাই ভাল।

---

* "Every life has its actual blanks which the ideal must fill up or which else remain bare and profitless for ever."—J. W. Howe

"More important than suffrage or either sex is self discipline—the ability to live for an ideal." —Signor Mussolini

"Ideals are the world's masters". —J. G. Holland

"The highest and noblest ideal that any man can have is Jesus of Nazareth." —Almeron

"Happy the man whose character has been formed from a well-balanced disposition under the influence of the unquestioned ideals and of a definite supreme goal or master purpose. His self-respect and the ideals to which he is attached will supply him with dominant motives in all ordinary situations motives strong enough to overcome all crude promptings of his instinctive nature ; he is in little danger of becoming the scene of serious enduring conflicts ; especially is this true if he has learned to know himself, has learned by reflection and frank self-criticism to understand, in some measure, his own motives, and has formed a sober, well-balanced estimate of himself, of his capacities, his purpose and his duties."

—William Mc. dougall F. R. S.
—'An Outline of Abnormal Psychology.'

† "The difference between failure and success is doing a thing nearly right and doing it exactly right." —Edward C. Simmons

প্রশ্ন। একজনকে না মেনেও দশজনকে মেনে মানুষ যে চলছে এবং grow করছে তা' তবে কেমন ক'রে? তাই যদি, তবে prime law যে শুধু একজনকেই মানা তা' তো নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবন-চলনাকে অব্যাহত রেখে চলতে গেলেই একটা constitution-এর ভিতর-দিয়ে দশজনের মত নিয়ে একটা মত খাড়া ক'রে তা'তে submit ক'রে চলতেই হয়। এই চলনার ভিতর-দিয়ে জাতির যে একটা enthusiastic uphill elatement হয় তা' প্রায়শঃই তেমন দেখতে পাওয়া যায় না।* এই দশের মত মেনে, একটা constitution গ'ড়ে সেই বিধিগুলিকে execute করার ভার কারও উপর দিয়ে individual-রা যে নিশ্চিত হ'য়ে চলতে থাকে তা'তে surrender of love ব'লে কিছু নাও থাকতে পারে।

কিন্তু যেখানে যখনই প্রত্যেক individual-এর এমনতর একটা enthusiastic surrender of love কোন personality-কে আপ্রাণ আলিঙ্গনে আঁক্‌ড়ে ধরেছে, তখনই সেখানে outburst of vital elatement হ'য়ে এমনতর energy unlocked হয়েছে—জাতি এক লহমায় যেন কত শত বছর এগিয়ে তাক্‌মারা দানে দুনিয়ার দৈন্যকালিমা কতই যে নিকেশ ক'রে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! ইতিহাস খুলে দেখলেই বুঝতে পারবেন, combustive glorious uphill যেখানে হয়েছে তা' সেখানেই।†

---

* "Lycurgus being asked why he, who in other respect appeared to be so zealous for the equal rights of men, did not make his Government democratic rather than an oligarchy, replied, "Go you, and try a democracy in your own house." —Plutarch

"The Devil was the first democrat." —Byron

† "The greatest works are done by the ones. The hundreds do not often do much—the companies never; it is the units—the single individual that are power and the might. Individual effort is, after all, the grand thing." —Spurgeon

প্রশ্ন। কোন মহাপুরুষ Ideal ধ'রেও তো মানুষ চলছেই—তাতেই বা তাদের কী কৃতকার্য্যতা এল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন-না-কোন মহাপুরুষকে প্রায় প্রত্যেকেই Ideal-হিসাবে ধ'রে আছেই—আর সে-হিসাবে চলছেও ; কিন্তু যারা তাঁ'তে যত enchanted and actively engaged, তাদের চলা, তাদের চরিত্র সে-হিসাবে তত অসাধারণ।*

একটা গল্প আছে,—এক বনে কতগুলি হরিণ ছিল। তার মধ্যে একজোড়া হরিণ বেড়াতে-বেড়াতে একটা সরু নদীর ধারে, উঁচুতে কতকগুলি উঁচু পাতা খাওয়ার লোভে প্রত্যহই যেত। অত্যন্ত লোভে আকৃষ্ট হ'য়ে ঐ দুটো হরিণ খুব চেষ্টা করত, আবার হয়রাণ হ'ত। এমনি হ'তে-হ'তে দেখা গেল তাদের এমনধারা একটা বাচ্চা হয়েছে, যার ঘাড় সমস্ত হরিণের চেয়ে অস্বাভাবিক লম্বা। সে-বাচ্চার বয়স হওয়ার সঙ্গে-

---

"One thing we must and may never forget : a majority can never be a substitute of the Man. It is always the advocate not only of stupidity but also of cowardly policies ; and just as a hundred fools do not make one wise man, a heroic decision is not likely to come from a hundred cowards." —Mein Kampf

"By denial of the authority of the individual and its substitution of the sum of the mass present at any given times, the parliamentary principle of the consent of majority sins against the basic aristocratic principle in nature."

* "We need not fear any excessive influence. A more generous trust is permitted. Serve the Great. Stick at no humiliation. Be the limb of their body, the breath of their mouth. Compromise thy egotism." —R. W. Emerson

"Nothing quickens the perception like genuine love. From the humblest professional attachment to the most chivalrous devotion what keenness of observation is born under the influence of that feeling which drives away the obscuring clouds of selfishness, as the sun consumes the vapour of the morning." —Tuckerman

সঙ্গে তার এমনতর ক্ষমতা হ'ল যা'তে সে অমনতর উঁচু পাতাগুলি অল্প চেষ্টাতেই খেতে পারত।

তা' দেখে ক্রমে-ক্রমে সমস্ত হরিণের দলগুলি তার চেষ্টায় সায় দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। এমনি করতে-করতে দেখা গেল,—কিছুদিন পরে হরিণগুলির যে বাচ্চা হ'তে লাগল তাদের ঘাড়গুলি লম্বা-লম্বা—যদিও চেষ্টার ফলে parent হরিণদেরও কিছু-কিছু উৎকর্ষ হয়েছিল। মহাপুরুষ আসার ফলে আমাদের ভিতরও অমনতরই হ'তে থাকে।* পূর্ব্বের সাথে পরে যদি মিলিয়ে দেখি, স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়।†

প্রশ্ন। আচ্ছা, মহাপুরুষ কে? মহাপুরুষ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি যত বিরাট পারিপার্শ্বিককে নানারকমে পূরণ ক'রে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি তত মহাপুরুষ।‡

প্রশ্ন। শুধু আদর্শ মহাপুরুষই যদি পাই, তা'তেই কি আমাদের উন্নতি হবে? অনেকে তো বলেন, আদর্শ তো আছেনই, কিন্তু তাঁকে ঠিক-ঠিক অনুসরণ করার মত লোক কৈ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তো ঠিকই! যে আদর্শে যতখানি enchanted with action and intellect, সে তার আদর্শকে ততখানি চরিত্রে, চলায়,

---

* "Social evolution is a result of the interaction of two wholly distinct factors—the individual, deriving all his peculiar gifts from the play of physiological and infra-social forces ; but bearing all the power of initiative and origination in his hands."

—William James

† "Great men of the earth are but making stones on the road of humanity ; they are the priests of its religion." —Mazzini

‡ "Not armies, not nations have advanced the race ; but here and there, in the course of ages, an individual has stood up and cast his shadow over the world." —E. H. Chapin

বলায়, কাজে প্রতিফলিত ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে*—আর, সে-ই হয় the leading person who fulfils the deficiency of becoming in human society।

প্রশ্ন। এমন লোক যে-দেশে বেশী না মেলে সে-দেশের কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। They deteriorate and recede from the becoming of life, and thereby they lack automatically in their life and lift!†

"He is the greatest whose strength carries up the most hearts by the attraction of his own." —Bryant

"Great men are the commissioned guides of mankind, who rule their fellows because they are wiser." —Carlyle

"If I am asked who is the greatest man? I answer the best ; and if I am required to say who is the best? I reply he that has deserved most of his fellow creatures." —Sir William Jones

* "We are shapped and fashioned by what we love." —Goethe

† "The community stagnates without the impulse of the individual, the impulse dies away without the sympathy of the community." —William James

"The great man, whether he springs from the soil like Mahomet or Franklin, brings about a re-arrangement, on a large or a small scale of the pre-existing social relations. The mutations of societies, then, from generation to generation are in the main due, directly, or indirectly, to the acts or examples of the individuals whose genius was so adopted to the receptivity of the moment. The fermentative influence of geniuses must be admitted as one factor in the changes that constitute social evolution." —William James

"But if this be true of the individuals in the community, how can it be false of the community as a whole? If shown a certain way a community may take it, if not, it will never find it." —'Selected Papers on Philosophy'

প্রশ্ন। সে-দেশের কী উপায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে-দেশে তাদের rescue-র জন্য, ভগবানই প্রেরণ করেন এমন এক জন বা জাতি, যিনি বা যাঁরা ঐ depression থেকে নানারকমে excite ক'রে জীবনের দিকে, জীবনের প্রগতির দিকে মানুষকে তুলে ধরেন। আর, এমনি করতে-করতে তাদের হুঁশ আসতে থাকে। চেতনার উদ্দীপনায় pell-mell-ভাবে চলার চেষ্টায়, যা-কিছু পায় তাদের চারিদিকে, আঁকড়ে ধরতে থাকে। এমনি ক'রেই শিশুর মতন কিংবা convalescent-এর মতন তারা চলতে চেষ্টা করে। তাই, এ-রকম আঁকড়ে ধরা চৈতন্যেরই লক্ষণ—তারা চলবে শীগ্‌গিরই, যদি চলার ভ্রান্তি তাদের চলার চালকে ভুলিয়ে না দেয়।

প্রশ্ন। চলবে কারা? বাঙালী কি একটা জাতি, যে চলবে? এক ধর্ম্ম, এক culture, এক নেতা যে পর্য্যন্ত সবার না হবে, ততদিন কি একটা-জাতি হ'তে পারে? তার আগে চললেই তো ঠোকাঠুকি—কারণ, সবার স্বার্থ তো আর এক নয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর। জাতটা আদর্শ-বিচ্যুৎ হ'য়ে মাথায় এমনধারা একটা shock পেয়ে প্রায় বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছিল যে বুঝেও কিছু বুঝতে পারেনি। বাঙালী ব'লে তো কোন জাতি নেই। জাতি তো আর্য্য!* আর্য্য বাঙালী জাতি হ'তে পারে। তেমনই আর্য্য পাঞ্জাবী, গ্রীসিয়ান্ আর্য্য, রোমান আর্য্য, আর্য্য টার্ক, আর্য্য জার্ম্মাণ, আর্য্য ব্রিটিশ ইত্যাদি বোধ হয় সত্যিকার কথা। আর, এদের ভিতরে যেখানে যে-যে মহাপুরুষ এসেছেন, তিনি culture-কে যেমনতর নিয়ন্ত্রিত করেছেন—সে-জায়গা-হিসাবে সেখানে তাঁদের নামে সেই-সেই সমাজ বা মহাসমাজ আর্য্যজাতির বুকে এক-একটা ঘূর্ণির মত ঘুরছে—becoming-এর দিকে! আবার, আর্য্যজাতি ছাড়া যা-কিছু,

* 'জাতি' কথাটি বাংলার নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে 'জাতি' কথাটি 'race' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশবাসিগণ আর্য্য। আর, আর্য্যেতর যারা তারাও এদেশে আর্য্যকৃষ্টিই গ্রহণ করিয়াছে—ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

তা'দের মতন সেই-সেই culture নিয়ে তা'দের মতন ক'রেই ওঠা-পড়ার ভিতর-দিয়ে চলছে।

তাই, ঠোকাঠুকির কোন কথা নেই, আছে সাহায্য করা-করি। —আর, এ সাহায্য করাটা-ই তখনই হয় ঠোকাঠুকি*—interest কোথায়, কা'কে বলে, মানুষ যখন তা' বুঝতে না পারে। কারণ, কাহারও পারিপার্শ্বিকের ভিতর কোন-কিছুর অভাবই তাহার জীবনের অপচয় ঘটাইয়া দেয়—তা' directly-ই হোক্ আর indirectly-ই হোক্। তাই, শুধরে নেওয়া-ছাড়া, পরখ ক'রে নেওয়া ছাড়া মানুষের স্বার্থ-সম্পদ খিন্নই হ'য়ে থাকে—আর, এ প্রত্যেক individual-হিসাবেও যা', দেশ হিসাবেও তা'ই।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে পারিপার্শ্বিকের সেবার কথা বলেন, পেটই যে-দেশের চলে না, তারা আবার সেবা করবে কী? আর, সেবা করবে কার? ভৃত্য হ'য়ে প্রভুর গোলামী করা ছাড়া দেশে সেবকই বা কই, আর সেবার ক্ষেত্রই বা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পেট চালান মানেই বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া। —আর এই বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে আহরণ করতে হ'লেই, করতে হবে তা' পারিপার্শ্বিকের ভিতর থেকে। আবার, এই পারিপার্শ্বিকের কাছে যখনই আমরা তা' চাইব, আমাদের interest হবে তাদের এমন ক'রে তোলা যাতে নাকি অবাধে আমাদের বাঁচা ও বৃদ্ধির চাহিদাকে পূরণ

---

* "Men's actions are harmful from ignorance...... It is not necessary to dwell upon the harmfulness that springs from ignorance ; here more knowledge is all that is wanted, so that the road to improvement lies in more research and more education."

—'What I Believe'—Bertrand Russel

"There are two ways—one at the expense of others, the other by service to others." —Henry Ford

"Interest has the security, though not the virtue, of a principle. As the world goes, it is the surest side ; for men daily leave both relations and religion to follow it." —Penn

ক'রে তারাও বাঁচা এবং বৃদ্ধিতে উন্নীত হতে পারে। তবেই সেবা ছাড়া, পারিপার্শ্বিককে বাঁচা ও বৃদ্ধিতে উন্নীত করা ছাড়া পেট চলার পথ কোথায়?* তাই, এই সবটাকে ভুলে যখনই পেটের কাঁদনে অবশ হ'য়ে পড়ি, আমাদের সব being-টা তখনই কাঁদতে-কাঁদতে অবশ হ'য়ে, নিঝুম হ'য়ে পড়ে।

আর, এর ভিতরে যারা তা' ভোলেনি, এই হাহাকারের ভিতরেই এই পেট-কাঁদুনেদের আগ্‌লে ধ'রে যতটুকু পারে ততটুকু বাঁচিয়ে রেখে তাদের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে কেমন গজিয়ে উঠছে—এ একটু দেখলেই তো দেখতে পাওয়া যায়! তাই আমি বলি—যদি বাঁচতে চাও, পেটের জ্বালা থামাতে চাও,—যতটুকু পার নিজের দিকে না তাকিয়ে পারিপার্শ্বিকের স্বার্থে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে ওঠ,†—একটু বুক টান ক'রে দাঁড়াও, অবশ্য যারা তাদের আগ্‌লে ধর,—যদি কিছু না পাও, পার তো তোমারই খিন্ন রক্ত, শুষ্ক মাংস একটু-একটু তাদের মুখে তুলে দাও,—গজিয়ে তোল তাদের,—তোমার গজান দেখবে কেমন অবাধে গজিয়ে ওঠে! পারিপার্শ্বিককে নিয়ে সবটাকে তুষ্ট, পুষ্ট ও হৃষ্ট ক'রে তুলে, সবিতা সূর্য্যের মত নিষ্ঠুর অন্ধকারকে ব্যর্থ ক'রে জ্বল্‌-জ্বল্‌ ক'রে সবটাকে নিয়ে হাসতে থাকবে।

প্রশ্ন। সব জাতিই তো মুক্তিকামী হ'য়ে চিরদিন যুদ্ধই ক'রে এসেছে—সেবা-দিয়ে, প্রেম-দিয়ে কোন জাতি কোন দিন যে মুক্তিলাভ করেছে, জয়ী হয়েছে,—কই, ইতিহাসে তো খুঁজে পাই না?

---

* "Money comes naturally as the result of service. And it is absolutely necessary to have money. But we do not want to forget that the end of money is not ease but the opportunity to perform more service." —'My life and work'—Henry Ford

† "The putting of service before profit—profit must, and inevitably will, come as a reward for good service. It cannot be the basis—it must be the result of good service." —Henry Ford

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাতে মুক্ত হওয়া যায়—তা' না ক'রে মানুষ যদি মুক্তির যুদ্ধে কল্প-কল্প ধ'রে নিয়োজিত থাকে, সে-যুদ্ধে কি কখনও মুক্তি আসে, না-আসাটা কি মুক্তির দোষ?

যখনই মানুষের passions and complexes তার self-টাকে প্রবৃত্তি ও বৃত্তির চাহিদা মত entice না করতে পারে, আর চলতে পারে ঠিক তেমনতর—যাতে তার being-টা becoming-এ elated হ'য়ে নিরন্তর হয়,—মুক্তি সেখানেই। আর, সেবা ও প্রেমের প্রধান function-ই হচ্ছে যে তারা মানুষকে spontaneously বৃত্তি ও প্রবৃত্তির অধীশ্বর তো করেই, তাছাড়া প্রধানতঃ মানুষকে সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে, interested ক'রে, জয়ে কৃতার্থ ক'রে বিস্তার ও বৃদ্ধিকে এনে দেয়।

তাই, সেবা ও প্রেমে মানুষ সন্দীপনে swelled হ'য়ে flood-এর নূতন প্লাবনের উল্লম্ফনে নাচতে-নাচতে পারিপার্শ্বিককে actively elate ক'রে becoming-এ অঢেল ক'রে তোলে। আর, দুনিয়ার জীবন ও বৃদ্ধির দিকে যখনই যা-কিছু যতটুকু হয়েছে, তা' এই সেবা ও প্রেমের ততটুকুতেই,—ইতিহাস এ-বিষয়ে কিছু বলুক আর নাই বলুক।*

প্রশ্ন। আবার, জাতিগতভাবে দেখতে গেলে ভয়, শাসন, দণ্ড—এগুলিও তো সমষ্টির উন্নতির পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নয়! —specially আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়—যেখানে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর! আপনি প্রেম ও সেবা ছাড়া ও-সব তো কিছুই বলেন না?

---

* "Life is life, and must be used as well as possible. To live for one self is irrational. Therefore, since people existed, they have sought an aim of life outside themselves; and live for their child, their family, their tribe or for humanity."

—'What I Believe'—Leo Tolstoy

"Unimpeded growth in the individual depends upon many contacts with other people, which must be of the nature of free co-operation." —'Principle of Social Reconstruction'—Bertrand Russel

শ্রীশ্রীঠাকুর। আগেই তো বলেছি—যা'তে মানুষের বাঁচাবাড়া অটুট থেকে ক্রমোন্নতির চলনায় চলতে থাকে, এমনতর পুষ্টিপ্রদ উৎচেতনী সরবরাহই হ'চ্ছে প্রকৃত সেবা। আর, যেখানেই এই বাঁচা-বাড়া বৃত্তি-উপভোগের শাসনে বিধ্বস্ত হ'য়ে মরণ-সঙ্কুল হ'য়ে চলতে থাকে, সেখানেই তা'দিগকে ভীত ক'রে, শাসনে বাঁচা-বাড়ায় উন্নতসম্বেগী ক'রে পুষ্টি ও উৎপ্রগতিপূর্ণ চেতনাকে infuse ক'রে তৎসম্বেগী ক'রে তোলাই হ'চ্ছে তাদের প্রকৃত সেবা।

ফলকথা, মরণকে রুদ্ধ ক'রে বাঁচা-বাড়াকে ক্রমোন্নতির দিকে চালাতে হবেই,—এটা হ'চ্ছে মানুষের, মানুষের কেন, প্রত্যেক জীবের জীবন-আকুতি। জীবন যা-ই করুক না কেন, সে মরতে কিছুতেই চায় না।* সে জানে না, বাঁচা-বাড়ায় তার উপভোগ কোন্ পথে। তাই, প্রবৃত্তির উপভোগ-প্রলোভনে বিভ্রান্ত হ'য়ে, seduced হ'য়ে মরণ-পথিক হ'য়ে চলতে থাকে।† কিন্তু তা' তার বাস্তব চাহিদা নয়কো কিছুতেই!‡ তাই, যারা জানে না তাদের বাঁচা-বাড়া কেমন ক'রে কোন্ পথে, কি চলনায়—অথচ জীবন আশু উপভোগের উদ্দাম ধাওনে চলছে—রুখবার প্রচেষ্টার, ভাবনার প্রচেষ্টার অবসরই নেইকো,—তাই তা' নিয়ে ব্যস্তও না,—অথচ বাঁচার বুভুক্ষা তাদিগকে পূরণ ও পোষণের ভিতর-দিয়ে আত্ম-উপভোগ-সম্মোহনের আকর্ষণে চলায়মান চলনায় টেনেই নিয়ে যাচ্ছে—এই

---

* "The instincts of nature shrink from death for no creature can like its own dissolution." —W. Jay

† "The fickle multitude, like the light straw that floats along the stream glides with the current." —Benjamin Franklin

"Nothing is so uncertain as the minds of the multitude." —Leiz

‡ "Popular opinion is the greatest lie in the world." —Carlyle

যাদের, তাদের বাঁচা-বাড়ার নিয়ামক ঐ জানে না যারা তারা নয়কো কিছুতেই!*

ওদের নিয়ন্ত্রণের ভার যদি ঐ অজানাদের উপরেই দেওয়া যায়, তবে সপারিপার্শ্বিক তাদের মরণ-উপকূল অতি সন্নিকট—দশের, দেশের এবং জাতির তা' সমানভাবেই। তাই, ওদের প্রকৃত প্রকৃতি-উৎসৃজ্য নিয়ামকই হ'চ্ছে ঐ তারা ততটুকু যারা ঐ বাঁচা-বাড়াকে তাদের পারিপার্শ্বিকের ভিতর-দিয়ে পূরণ পুষ্ট ক'রে উন্নত উপভোগে সমৃদ্ধ ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে অর্থাৎ যারা চলতে শিখেছে,—চলতে জানে এমনতর বাস্তব জ্ঞানবানেরাই তাদের নিয়ামক। এইজন্য প্রকৃতিতে সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়, master of flock—দলের সর্দ্দার, আর followers of master—নেতা বা প্রভুর অনুসরণকারী, এ আছেই।†

যারা বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়, যে-অবস্থার ভিতর-দিয়ে চ'লে,—তারা জানেই না, কী ক'রে বাঁচতে হবে, বাড়তে হবে সেই অবস্থার-ভিতর-দিয়ে। তারাই জানে—যারা ঐ অবস্থা, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম ক'রে ঐ অবস্থা, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের অতিক্রমী-নিয়ন্ত্রণের জ্ঞানে স্বতঃই সমৃদ্ধ হ'য়ে আরো-চলনায় নিয়োজিত। তাই, ওদের বাঁচা-বাড়ার চাহিদা ওদের রকমে পূরণ করলে চলবে নাকো,—যেমন ক'রে সত্যি-সত্যি বাঁচতে-বাড়তে পারা যায়, সেই রকমেই পূরণ করতে হবে।

এর কৈফিয়ৎ নাই; কৈফিয়ৎ দিলেই তারা সবাই যে বুঝবে তারও তো কোন হেতু নেইকো! ওর কৈফিয়ৎ হ'চ্ছে—চালিয়ে তাদিগকে অতিক্রম করিয়ে দিয়ে বাঁচা-বাড়ায় পুষ্ট ক'রে দেওয়া। এই দেওয়ার পর তারা ভাবতে শিখবে বা পারবে; কারণ, affairs-এর impression

---

* "A Politician is like quicksilver; if you try to put your finger on him, you find nothing under it." —Austin O' Malley

† "It is a common law of nature, which no time will ever change, that the superior shall rule their inferiors." —Dyonysius

তাদের মস্তিষ্কে মজুতই থেকে যাবে। তখন বলার impulse নিয়ে impression-গুলিকে consider ক'রে, চিন্তন ও মননের ভিতর-দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে পাবে,—কি খাঁটি কথা,—ধন্যবাদ দেবে, বাহবা দেবে, নেতার জয়গানে দিগন্ত মুখরিত ক'রে তুলবে!

তাই বোধ হয়, চণকপুত্র মহাপণ্ডিত ধুরন্ধর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার সময় পা ছুঁইয়ে তাঁ'কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন—তিনি যতদিন মন্ত্রিত্ব করবেন, কেহ তার কৈফিয়ৎ নিতে পারবেন না, কৈফিয়ৎ দিলে তিনি আর মন্ত্রিত্ব করবেন না—এমনতরই একটা কথা জনসমাজে চল্‌তি আছে।

আর, এই বাঁচা-বাড়াকে যে-interest পূরণ করতে পারে, তৃপ্ত করতে পারে, পুষ্ট ও সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে, আমি তাকেই প্রেম ব'লে থাকি।* আচ্ছা, প্রেম কথাটাও কি প্রী-ধাতু থেকে আসেনি?† প্রী-ধাতুর মানেই হ'চ্ছে তোষণ, প্রীণন, সন্দীপন ; আর যে-interest-এ এই তোষণ, প্রীণন, সন্দীপন একাধারে জ্বলন্ত হ'য়ে আবেগ-সঙ্কুলতায় বাস্তব-করণোদ্দীপনায় চল্‌ছে তা'কেই আমার প্রেম বলতে ইচ্ছা করে। যে-interest-এ এ' নেইকো—অথচ কথা ও ভঙ্গী আছে—তা'কে উচ্ছ্বাস বলা যেতে পারে‡—যা'কে বৃত্তি-স্বার্থানুসন্ধিৎসু egoistic politeness-এর অভিব্যক্তি ব'লে আমি মনে করি।

---

* "All expansion is life, all contraction is death—all love is expansion, all selfishness is contraction. Love is, therefore, the only way of life. He who loves lives, he who is selfish is dying."
—Vivekananda

"I have enjoyed the happiness of the world—I have lived and loved."
—Schiller

"The motto of chivalry is the motto of wisdom to serve all but love only one."
—Balzac

† প্রী-ধাতু মানে প্রীণন, তোষণ, সন্দীপন।

‡ "We never know how much one loves till we know how much he is willing to endure and suffer for us ; and it is the suffering element that meaures love."
—H. W. Beecher

[শ্রীশ্রীঠাকুর আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি বাধা দিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম।]

প্রশ্ন। আর, সেবা কা'কে বলে? ঐ শাস্তি, শাসন, দণ্ড কি তবে সেবার ভিতর থাকতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো আগেই বলেছি। Service মানুষকে পূরণ, পোষণ ও সম্বর্দ্ধনে বাঁচা-বাড়ার নিরন্তরতায় চলন্ত ক'রে তোলে। তাহ'লেই দেখুন, এই রকম interested serviceable যা-কিছু তা' ছাড়া অমনতর ক'রে তুলতে পারে কে? ঐ প্রেম, ঐ সেবা অর্থাৎ ঐ প্রেমিক পুরুষ, ঐ সেবক পুরুষ ছাড়া আর কে?

ঐ রকম প্রেমী, সেবা-সংক্ষুধ পুরুষ যদি নেতা হন, তবে তিনিই জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন।* তাঁর চলনা ও নিয়ন্ত্রণ যতই ব্যাপকভাবে চলতে থাকে, তাঁর সেবাপুষ্ট জনগণ ততই তাঁ'তে নিবিড় হ'য়ে দলবদ্ধ হ'তে থাকে,—আর, সেই নেতৃ-সংবদ্ধ জনগণের প্রতি প্রত্যেকেই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ লাভ ক'রে পরিপূরিত হয়, পরিপুষ্টি লাভ ক'রে, উন্নত হ'তে থাকে। তাঁর নিয়ন্ত্রিত ভীতি এবং শাসনও তাদের কাছে মঙ্গলপ্রদ ব'লেই মনে হয়, আর তা'তে তারা তৃপ্তই হয়, সন্দীপ্ত হয়। তাঁর প্রদত্ত শাস্তি, যা'কে তিনি শাস্তি দেন—সপারিপার্শ্বিক তার শান্তিই পরিবেষণ ক'রে থাকে। স্বাধীনতা না চাইলেও ঐ চলনাই তাদিগকে বাস্তবভাবে স্বাধীন ক'রে তোলে!

তা' হ'লে প্রেমিক যিনি, সেবা-সংক্ষুধ যিনি, তিনিই যে মানুষের একমাত্র interest—এই realization যাঁ'কে সার্থক ক'রে প্রকৃত স্বার্থবান ক'রে তুলেছে, তাঁর পূরণ-পোষণী সেবাও যেমন মানুষকে বাঁচা-বাড়ায়

"One expresses well only the love he does not feel."
—J. A. Karr

* "One and God make a majority." —F. Douglas

উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে, তাঁর ভীতি এবং শাসনও মানুষকে অমনতরই ক'রে তোলে।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, জগৎময় কত দেশেই যে আজকাল জনসাধারণের ভোট নিয়ে শাসনকর্ত্তা বা মন্ত্রী নির্ব্বাচন ব্যাপার চলছে! তাহ'লে তো তাও আপনার মতে প্রায় অর্থহীন? চন্দ্রগুপ্ত ব'লেই চাণক্যকে চিনতে পেল, আর সসাগরা ভারত তাঁরই কূটবুদ্ধিবলে স্বাধীন হ'য়ে গেল, কিন্তু জনসাধারণের ভোটে দীন ব্রাহ্মণ চাণক্য হয়তো পাত্তাই পেত না!

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের being যতদিন পারিপার্শ্বিকের সাড়া-সঞ্জাত তার বৃত্তিতে রঞ্জিত হ'য়ে তদনুপাতিক ব্যক্তিত্বে ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে,—আর সেই বৃত্তির interest-এ নিজেকে interested ক'রে বৃত্তির চাহিদা পরিপূরণকেই being-এর পুষ্টি ও পরিপোষণ ব'লে ভাবনা করে—হিসাব ক'রে বুঝতে পারে না, এই বৃত্তির চাহিদায় তার being কতখানি পরিপুষ্টি ও পরিপূরণ লাভ করতে পারে, বা এটা তার পুষ্টি ও পরিপূরণের কতখানি অন্তরায় ;—যাদের বৃত্তি এমনতর ক'রে সহজেই influenced ও enticed হয়, তারা কি ক'রে জানবে, তাদের কল্যাণ বা মঙ্গল কোথায়?† এমনতর মানুষদের—একটু designing যারা—তারা তো অতি সহজেই, লোভ দেখিয়েই হোক—যেমন তেমন ক'রে, তাদের

---

* "That man may safely venture on his way ; who is so guided that he cannot stray." —Sir Walter Scott

† "The vulgar and common esteem is seldom happy in hitting right." —Montaigue

"What is the people but a herd confused, a miscellaneous rabble, who extol things vulgar and well weighed, scarce worth the praise! They praise and they admire they know not what and know not whom, but as one leads the other." —Milton

"The multitude is always in the wrong." —Roscommon

উদ্দেশ্যমাফিক incline ক'রে নিতে পারে।* ফলকথা, এদের যেমন-তেমন ক'রে বৃত্তির চাহিদা-মাফিক enticement-এর ভিতর-দিয়ে influence করা যেতে পারে। তার ফলে oppression বা enticement-এর ভিতর-দিয়ে influence করতে পারে এমনতর পটু বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণেরা অনায়াসেই তাদের হাত ক'রে নিয়ে তাদের নেতা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, বেকুব মাতব্বরীতে দেশশুদ্ধ সবাইকে সর্ব্বনাশে সঞ্চরণশীল ক'রে তুলতে পারে।† যাদের কাছে vote নেওয়া হচ্ছে, তারা যদি অমনতর হয়—তারা তো জানেই না, তাদের বাঁচা-বাড়া কোন্ পথে নিয়ন্ত্রিত হ'লে একটা উন্নতির নিরন্তরতায় তারা দাঁড়াতে পারে? আর, তাদের ঐ পূর্ব্বোক্তরূপে-হওয়া leader-রাও বুঝতে পারে না, তাদের এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জনসাধারণের কল্যাণ কোন্ পথে কেমন ক'রে উন্নত নিরন্তরতায় চলৎশীল হ'তে পারে!‡

---

* "We go by the major vote, and if the majority are insane, the sane must go to the hospital." —H. Mann

"The common people are but ill judges of a man's merits ; their eyes are dazzled with the pomp of titles and large retinue. No wonder, then, that they bestow their honours on those who least deserve them." —Horace

" As inclination changes, thus ebbs and flows the unstable tide of public judgement." —Schiller

† "Fascism denies that the majority, by the simple fact that it is a majority, can direct human society ; it denies that numbers alone can govern by means of a periodical consultation ; and it affirms the immutable, beneficial, and fruitful inequality of mankind, which can never be permanently levelled through the mere operation of a mechanical process such as universal suffrage. The democratic regime may be defined as, from time to time, giving the people the illusion of sovereignty, while the really effective sovereignty lies in the hands of other concealed and irresponsible forces." —Benito Mussolini —'The Doctrine of Fascism'

‡ "The voice of the majority is no proof of justice." —Schiller

ঐ leader-রা যেন-তেন প্রকারেণ power-এ দাঁড়িয়ে, বেকুবী হাম-বড়াইয়ের মত্ত মস্‌গুলী পরাক্রম দেখিয়ে, তাদের বৃত্তি-চাদিহার অন্তরায় যারা জীবনপথে দাঁড়িয়েছিল—তাদের জব্দ বা crush করার প্রলোভনে উন্মত্ত হ'য়ে অজ্ঞ জনগণকে সর্ব্বনাশের দিকে গলাধাক্কা দিয়ে চালিয়ে নিজেদের বৃত্তিস্বার্থকে অটুট ও ভীমপরাক্রমী ক'রে তুলতে একটুও পশ্চাৎপদ নয়।* এই ব্যাপারে তাদের কাছে দ্বিধা ও সঙ্কোচ—ম্লান ও লজ্জাবনত!

আমার মতে মনে হয়,—এই vote দিতে তারাই পারে বা উপযুক্ত, যারা এই বৃত্তির চাহিদাগুলিকে বাস্তবতায় নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের ভিতর-দিয়ে এমনতর certain extent পর্যন্ত consider করতে পারে—যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদের বাঁচা-বাড়ার পুষ্টি কি, কোথায় ও কেমন ক'রে। ঐ principle বা purpose-এ adhered পারিপার্শ্বিককে practically nourishment-এর ভিতর-দিয়ে যিনি প্রতিপ্রত্যেকের সহিত নিজেকে certain extent পর্য্যন্ত elevate ক'রে তুলেছেন, যার চিন্তা ও বৃত্তিগুলি আদর্শে certain extent পর্য্যন্ত অমনতরভাবে পরিবেশিত হয়েছে অর্থাৎ অন্ততঃ অতটুকু বাস্তব জানা বাস্তবে যার উপচয় লাভ করেছে—এক কথায়, যার দ্বারা যত লোক nourished ও fulfilled হ'য়ে, জীবন-চলনায় সহজভাবে উন্নতি লাভ করেছে, আদর্শে adhered হ'য়ে interested হ'য়ে চ'লে,—তাঁকে আরো ক'রে তুলে পারিপার্শ্বিকের প্রতি প্রত্যেককে যিনি উন্নত সম্বেগশীল ক'রে তুলেছেন—যদি উন্নত নিয়ন্ত্রণের জন্য মন্দের-ভাল হিসাবে ভোট নিতেই হয়, তবে তাঁদের কাছেই নেওয়া উচিত।† নতুবা অমনতর ভোটের—অর্থাৎ যে-ভোট

---

* "It never troubles the wolf how many the sheep may be."
—Virgil

† "The present method of political representation cannot suffice, we must have a representation direct from the individuals concerned."
"The Political & Social Doctrine of Fascism."
—Signor Mussolini

আজকাল চলছে দেখছি, তার অর্থ কতখানি মঙ্গলপ্রসূ, তা তো কিছু বুঝতে পারি না! যদি vote-ই নিতে হয়, তবে অমনতর মানুষেরা যাতে interested ও inclined হ'য়ে মঙ্গলনিয়ন্ত্রণ-পরামর্শদাতা ব'লে selected হন—এমনতর রকমে কথঞ্চিৎ সুফল হ'তে পারে!* একবার শুনেছিলাম, মনুসংহিতায় আছে—

"একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥"†

---

* "One thing we must and may never forget—a majority can never be a substitute for the Man. It is always the advocate not only of the stupidity but also of cowardly policies ; and just as a hundred fools do not make one wise man, a heroic decision is not likely to come from a hundread cowards. So the result will ever increasingly be a spiritual impoverishment of the leading classes. Any one may judge what the result will be for the nation and the state."

—Adolf Hitler

"Indeed human beings are equal. But individuals are not. The equality of their rights is an illusion. The feeble-minded and the men of genious should not be equal before the law. The stupid, the unintelligent, those who are dispersed, incapable of attention, of effort, have no right to a higher education. It is absurd to give them the same electoral power as the fully developed individuals. Sexes are not equal. To disregard all these inequalities is very dangerous. The democratic principle has contributed to the collapse of civilization in opposing the development of an elite."

—'Man The Unknown'
—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

† "বেদবিৎ একজন দ্বিজোত্তম যে ব্যবস্থা দিবেন তাহাই পরমধর্ম্ম বলিয়া জানিবে,—পরন্তু লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানী যাহা বলিবে তাহা ধর্ম্ম হইবে না। যাহাদের কোন ব্রত নাই, যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্রে উপজীবী—এমন সহস্র-সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষত্ত্ব নাই জানিবে। সে-পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না।" —মনুসংহিতা, দ্বাদশ অধ্যায়, ১১৩। ১১৪

আমারও তাই মনে হয়। তাই, আপনারা যদিও মনে করতে পারেন, অমনতর মানুষ হয়তো দুনিয়া খুঁজলে প্রত্যেক দেশে কমই মিলতে পারে,—আমি বলি, এমনতর মানুষের সংখ্যা প্রত্যেক দেশে কম হ'লেও কিছু-না কিছু আছেই। আর, তারা তাদের ঐ অমনতরভাবে nourished instinct-এর ভিতর-দিয়েই চাণক্যকে চিনে নিতে পারে, আর ঐ-রকম মানুষদের চরিত্রগত লক্ষণই দেখা যায় আদর্শপরায়ণতা,—মানুষকে বাঁচা-বাড়ার ভিতর-দিয়ে বাঁচা-বাড়ায় উন্নত ক'রে তোলাই যেন তাঁদের স্বার্থ—তাই তাঁরা কর্ম্মে ও বাক্যে সহজ যাজন-পটু। মানুষকে বাঁচিয়ে পূরণ ও পোষণে বৃদ্ধিপর ক'রে রাখাই যাঁর স্বভাবসিদ্ধ টান, ঝোঁক, স্বার্থ ও কর্ম্ম-প্রেরণা, তিনিই বাস্তবভাবে মানুষের নৈমিত্তিক জীবনে উপকারী। এই স্বার্থসম্পন্ন উপকারী মানুষই মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি হ'য়ে দাঁড়ান—মানুষের বাঁচা-বাড়ার এই পূরণ-পোষণী স্বার্থওয়ালা মানুষের ভিতর-দিয়েই শুধু ভগবানের বিধিবাদের অবতারণা হ'য়ে থাকে। তাই, এই মানুষের মুখেই মানুষের প্রতি ভগবানের কথা! তাই বলি "vox populi vox dei"* কথাটাই মুখ্য সত্য, না "vox expletori vox dei"-ই† মানুষের বাস্তব জীবন-পরিপোষণী মহান্ সত্য—আমি এর তো কিছুই ঠাহর করতে পারি না!

প্রশ্ন। জগতের বর্ত্তমান নেতারা কি তবে এই সোজা কথাটা বোঝেন না? ইংলণ্ডের ম্যাক্‌ডোনাল্ড, বল্‌ডুইন, জার্ম্মানীর হিট্‌লার, গোয়েরিং, ইটালীর মুসোলিনী, আমেরিকার রুজভেল্ট, রাশিয়ার

"A man in the right with God on his side is in the majority though he be alone." —H. W. Beecher

"One and God make a majority." —Frederick Douglas

"The best and the most solid work is done in the wilderness of minority." —M. K. Gandhi

* The voice of the people—the voice of God.

† The voice of the fulfiller—the voice of God.

স্ট্যালিন—এঁরা কয়জন যদি একবার মেলেন, তবে তো এঁরা আপনার এই সেবাদ্বারা অসাধ্য সাধন করতে পারেন, জগতে চিরশান্তি স্থাপিত হয়। এতটুকু আজ তবে তাঁদের মাথায় ঢুকছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁরা বোঝেন কি না-বোঝেন, তা' আমি ছাই জানি? তবে যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয় তা' পেতে গেলে তাই করতে হয়। নীতি-মাফিক করা আপনা-আপনি উপযুক্ত ফল প্রসব করে। ফলের লোভ করাকে আমন্ত্রণ না-ও করতে পারে।

আর, একটা কথা হ'চ্ছে এই—ভীমকর্ম্মা হ'লেই যে সে মুক্ত তা' না-ও হ'তে পারে।* বিশেষ কোন প্রবৃত্তি যখন কারুর মাথায় ভূতের মতন চেপে বসে, তখন সে tremendously তা' fulfil করার জন্য active হ'য়ে ওঠে; তাই সে প্রকৃত becoming-এ যে নিয়ে যাবে, তার কি মানে আছে?† প্রকৃত becoming যেখানে—জীবন, যশ ও বৃদ্ধি প্রত্যেক individual-কে নিয়ে সেখানে পারিপার্শ্বিকের সহিত

---

* "Most dictators are profound neurotics. Kamal Ataturk had widely disordered personal life, Dolfuss had a dwarf-complex, Pilsudski's breathless rages were pathological." —'Inside Europe'

† "Many present-day leaders fear the implacable rivalry of the authority of God. They try to kill religion, their strongest competitor, by seeking to destroy the religious faith of the people. Kamal Ataturk disestablished Islam. Stalin tried to root out the orthodox church."

—John Gunther

"The men of genius are characterised by a monstrous growth of some of their psychological activities. A great artist, a great scientist, a great philosopher is rarely a great man. He is generally a man of common type with one side over-developed. Genius can be compared to a tumour growing upon a normal organism. These ill-balanced beings are often unhappy."

—'Man The Unknown'
—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

সামগানে মুখরিত ক'রে অবিরাম চলবেই চলবে! যার মাথায় ঢোকে সেই করতে পারে—সে কাস্তে-হাতে চাষাই হোক, আর শ্মশানঘাটের ডোমই হোক, মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবর, পরম কুলীন ব্রাহ্মণ আর লর্ড বংশের বিখ্যাত মাণিক, যিনিই হোন না,—যার প্রাণ আছে, যে বাঁচতে চায়, বৃদ্ধি পেতে চায়, তারই যে ঠিক আমারই মত চাহিদা থাকতে পারে,—আর সে চাহিদাকে fulfil করতে পারলে সে যে আমারই মত elated ও interested হ'তে পারে,—প্রতিকূল আক্রমণ থেকে বাঁচতে আমারও যেমন আদর্শের প্রয়োজন, আর আহরণ করতে হ'লে যেমন ক'রে অন্যে আমা হ'তে আহরণ করলে আমি elated হই, ও দিয়ে কৃতার্থ হই ইত্যাদি একটু বোধ যারই হয়েছে, সে যদি তেমন ক'রে চলে, তার চলনটা যে অবাধ হবে, তার চলন-পথের বিপদ্ যে সম্পদে পর্য্যবসিত হবে, তা'তে আর সন্দেহ কি? এতে Hitler, Macdonald, Mussolini, Roosevelt হ'লেই যে হবে, নইলে হবে না তার কোনও মানে নেই!*

প্রশ্ন। আচ্ছা, মহাপুরুষেরা তো চিরদিনই সেবা ও প্রেমের পথ দেখালেন, কিন্তু রাজনীতি তেমনই আবার দেখাচ্ছে বিপরীত পথ—যুদ্ধের পথ, অস্ত্রসজ্জার পথ, রক্তের পথ,—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তিগুলি একদম গোল,—যেন এক-একটা water-tight ball ;—আর মানুষের মন এমনই আলাদা-আলাদা, ছিন্নভিন্ন কতকগুলি বৃত্তি-চুয়ানো চেতনা। তাই, এমনতর মানুষের কোন জানার সাথে কোন জানার সাধারণতঃ কোন সমাবেশ ও সার্থকতা নেই।

এই বৃত্তিগুলি যখন সে-ছাড়া অন্য কোন ইষ্ট বা আদর্শে ভালবাসার টানে সার্থক হ'য়ে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, তখনই

---

* "The national state must act on the presumption that a man of moderate education, but sound in body, firm in character and filled with joyous self-confidence and power of will, is of more value to the community than a highly educated wealking."

—'My Struggle'—Adolf Hitler

এগুলি ক্রম-generalization-এ বিন্যস্ত হ'য়ে, একটি আর একটিকে fulfil ক'রে পর্য্যস্ত হয়—আর তখনই হয় তার বৃত্তিভেদ।* তার বৃত্তিগুলি যেন আদর্শ-সূত্রে পারম্পর্য্যে গ্রথিত হ'য়ে দীপ্তি পেতে থাকে, আর তখনই সে normal man.

তাই, নীতি যখন এমনতর মানুষের বিধানে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই তা' প্রকৃত রাজনীতি হ'তে পারে। তা'-ছাড়া, অবিন্যস্ত-বৃত্তিভূতে-ধরা ভীমকর্ম্মা কোন পুরুষ-ধুরন্ধরের হাতে প'ড়ে নিয়ন্ত্রিত হ'লে যা' হবার তা' হবেই,†—যুদ্ধ ও অস্ত্র ছাড়া তার কাছে সেবার সরঞ্জাম উত্তম আর কী হ'তে পারে?

প্রশ্ন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, হজরত মহম্মদ—এঁদেরও তো যুদ্ধই করতে হয়েছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোথায় দেখেছেন—হত্যার চুলকুনি এঁদের উত্তেজিত ক'রে রক্তারক্তির আবিলতাকে ডেকে এনেছে? এঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, যা'তে ও-রকম না হয়। তার জন্য মূঢ় বৃত্তিকে স্বার্থ ভেবে তার সিদ্ধির আশায়, দুর্ব্বল যারা তারাই এঁদের আশ্রয় নিয়েছিল। কেউ ছিল না এমনতর যে প্রকৃতপক্ষে এঁদের কাউকে ভালবেসে, মুগ্ধ হ'য়ে এঁদের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে, এঁদের প্রতিষ্ঠা করতে উদ্দাম হয়েছিল—ঠিক অমনতর বীর্য্য নিয়ে।

---

* "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" —মুণ্ডকোপনিষৎ

"Transference or psycho-sexual attachment to the psycho-analyst becomes the battle-field where all the contending forces are to meet. ......All the symptoms of the patient lose their original meaning and adapt themselves to a new meaning by its relation to transference."
—Sigmund Freud

† "The great difference between the real statesman and the pretender is, that the one sees into the future, while the other regards only the present ; the one lives by the day and exacts on expediency, the other acts on enduring principles and for immortality."
—Edmund Burke

তাই, এঁরা বরং প্রতিনিবৃত্ত করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন দেখতে পাননি নিবৃত্ত হওয়ার কোন ইচ্ছা এদের ভিতর,—বিপৎপাতকে যতদূর সম্ভব প্রশমিত ক'রে কালবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও নিঃশেষ ক'রে যা'তে শান্তি আসে—তা-ই করেছিলেন, আর পরে হয়েছিলও তা-ই!

প্রশ্ন। 'যুদ্ধ বন্ধ কর' ব'লে মুখে প্রচার করলেও, peace conference করলেও, সবাই যে অস্ত্রশস্ত্র বাড়াচ্ছেই—এটাই কি প্রমাণ করছে না ও-সব ভাবোচ্ছ্বাস বাস্তব জগতে খাটে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যুদ্ধ বন্ধ কর বললেই যে বন্ধ হবে তার কী মানে আছে,—যা'তে যুদ্ধ বন্ধ হয় মানুষ যদি তা' না করে?* একজন বললে যুদ্ধ করব না, কিন্তু এমনতর কিছু করলে না, যা'তে অন্যের ভিতর যুদ্ধের ইচ্ছা একদম মাথা-তোলা না দেয়। তাই অন্যে করলে আক্রমণ। বাঁচার আকুতি তখন কট্‌মটিয়ে বাধ্য হ'য়ে মাথা তোলা দিল। তাই, সে বাধা দিল,—একদম নিঃশঙ্ক হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল—যা'তে অন্যে একদম নির্ম্মূল হ'য়ে যায়!†

---

* "The war against war is going to be no holiday excursion or camping party. The military feelings are too deeply grounded to abdicate their place among our ideal until better substitutes are offered." —William James

† "We are not going to get peace with millions of armed men. The chariot of peace cannot advance over a road littered with cannon." —Lloyd George

"The difficulty about arguing is that when you get before an audience, everybody is in favour of peace...... But when it comes to an election, the issue as to international peace does not play any part at all." —William H. Taft

তা' তো হবেই! বাঁচতে চায় না এমনতর বেকুব তো দুনিয়ায় কমই! মানুষ যদি বুঝতো অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া তার বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র পন্থা, তবে কি কেউ কারু একটা চুলও ছেঁড়ে?*

প্রশ্ন। কিন্তু শরীর যাদের দুর্ব্বল, বাহু যাদের অস্ত্রধারণক্ষম নয়,—প্রেম, সেবা আর ধর্ম্ম তাদের মুখে ভাণের মত শোনায় না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, ধর্ম্মের কথাটা তাদের মুখে অম্‌নি শুনায় বটে। কিন্তু কথার চাইতে কাজটা যখনই মাথা-তোলা দেয় বেশী—আর, পারিপার্শ্বিক তা' বোধ করতে পারে directly and spontaneously, তখন আর অমনতর হয় না।

আর যেখানে তেমনতর হয়নি, অথচ উত্তেজনার বন্যা অবসাদের ফল বপন করতে-করতে ব'য়ে যেতে থাকে,—তার ফলে, অবসাদ তো আরো বেশী ক'রে ধরতেই পারে,†—আর তা'তে সেবা, প্রেম ও ধর্ম্ম প'চে যায় না!

সেবা, প্রেম ও ধর্ম্ম করায়, বোধে,—শুধু কথায় নয়কো! আর, ধর্ম্ম তা'কেই বলে,—নিজের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে উদ্দীপ্ত ক'রে এক গাট্টায় আদর্শের পথে প্রিয়-উদ্দীপনায় চলতে থাকে যা'।

---

* "It is only necessary to make war with five things—with the maladies of the body, the ignorances of the mind, with the passions of the body, with the seditions of the city, and the discords of families."
—Pythagoras

† "The strife of politics tends to unsettle the calmest understanding, and ulcerate the most benevolent heart. There are no bigotries and absurdities too gross for parties to create or adopt under the stimulus of political passions."
—E. P. Whippe

২

২০শে আষাঢ়, ১৩৪২। স্থান—সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র। কাল—প্রভাত। শ্রীশ্রীঠাকুর বিজ্ঞানাগারের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় নানা-প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন।

প্রশ্ন। আমরা তো দেখছি, ঘরেই আমাদের শান্তি নেই। পারিবারিক জীবনের দায়িত্বই অনিচ্ছার বোঝার মত বইছি! ঘরে শান্তি এলে তবে তো বাইরে—জাতির কাজে আমরা মেতে উঠতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই! ঘরে যাদের ইষ্ট বা আদর্শপ্রাণতা নেই,* সেবা যে সেখানে সহজেই ঘর-ছাড়া হবে তা'তে আর সন্দেহ কি? তাই, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ৷৷"

প্রশ্ন। নানাকারণে ঘর-ছাড়া যারা তারাই তো আজকাল দেশকর্ম্মী হ'য়ে ওঠেন দেখতে পাই! ঘর আমাদের এমনই হয়েছে যে তা' না-ছাড়লে দেশের বা দশের জন্য ভাবাই যায় না। এর উপায় কি?

---

* "Very rarely does one go morally wrong whose passionate love to his mother is a ruling force in his life, and whose continual desire is to gladden her hearts. Next to the love of God this is the noblest emotion. I do not remember a single instance of a young fellow going to the bad who was tenderly devoted to his parents."

—Thain Davidson

শ্রীশ্রীঠাকুর। সেবা যখন ঘর-ছাড়া হ'য়ে বাইরে বক্‌বক্‌ ক'রে বেড়ায়, সে-সেবা তো লক্ষ্মীছাড়া,—আর, লক্ষ্মীছাড়া সেবা মানুষকে উন্নয়ন-কর্ম্মে নিয়োজিত করতে পারে না, আর, বৃত্তিকে বিন্যস্তও করতে পারে না!* সে নিজেই প্রতিষ্ঠার পিচ্ছিল পথে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, তারপরে থ্রিং-থ্রিং ক'রে পড়া, শেষে চক্ষু ছানা-বড়া ক'রে হতাশ অবসন্নতার বেঘোরে সাবাড়—এই তো পরিণতি।

তার শেষ এ' না হ'য়ে আর কী হ'তে পারে তা' তো বুঝতে পারা যায় না! বৃত্তিশালারা ফুটো হ'য়ে আদর্শ-সূত্রে যতক্ষণ না গ্রথিত হ'চ্ছে,—ততক্ষণ সে পড়লেই, চারিদিকে ছিটিয়ে এলোমেলো হ'য়ে, কত গোচরে, কত বা অগোচরে ডুব মারবে তার ঠিকানা নেই! তবে তার মরণে প্রতিষ্ঠা লাভ করা ছাড়া আর কিসের সম্ভাবনা থাকতে পারে?

প্রশ্ন। আজ ব্যর্থতার অবসাদ যেন দেশ-নেতৃগণকে ঘিরে রেখেছে! নূতন একটা আশার আলো, কর্ম্মের পন্থা সুনির্দ্দিষ্টরূপে আমাদের চোখের সামনে তো আজ কেউই ফুটিয়ে তুলতে পারছে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে নিয়ন্ত্রিত হয়নি, ভগবান যার নেহাৎই আকাশে থাকে,† কিংবা আদর্শ, ইষ্ট বা ভগবানের ধারও ধারে না, তার চোখে দুনিয়া চিরকালই নানারকমে অবিন্যস্ত,—তাই তার চোখে পথও ফুটে ওঠে না। এমনতর-কেউ যদি নেতা হয় তবে সে মানুষকে তার পথেই তো নিয়ন্ত্রিত করবে? তাহ'লেই চলাও তেমনই হবে।‡

একটা কথা শুনেছিলাম,—দু'শো মানুষ একবার যুক্তি করলে, মহোৎসবে কত-রকম খাবারের বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু নেশাভাঙ্গের মহোৎসব

---

* "The motto of chivalry is also the motto of wisdom—to serve all but to love one." —Balzac

† "Beware of the man whose God is in the skies." —G. B. Shaw

‡ "That man may safely venture on his way, who is so guided that cannot stray." —Walter Scott

তো কেউই দেয় না! ভাই-সব, আমরা সবাই কিছু-কিছু দিয়ে একবার গাঁজা-ভাঙ্গের মহোৎসব করি, কি বল তোমরা? সবাই বললে, "হুঁ, বেশ কথা! অমুক-ভাই না হ'লে এমনতর বুদ্ধি কারও মাথায় গজাতে পারে? বেশ, বেশ, বেশ!" তারপর একটা দিন ঠিক করলে, খুব গাঁজা আনা হ'ল, ডলা হ'ল—দু'শো মানুষ ২।১ ছিলিম ক'রে সবাই পেলে—বেশ নেশা, মসগুল্ খুব! তার মধ্যে একজন ব'লে উঠল, "হাততালি দিয়ে চোখ বুঁজে ঘরের ভিতর প্রদক্ষিণ করা যাক্, এতে বেশ আনন্দ হবে।"

সকলেই মাথা নেড়ে বললে, "বেশ, বেশ, বেদম ফূর্ত্তি।" তারপর প্রদক্ষিণ চলতে লাগল—মাথায় ঠোকাঠুকি, আর এ ওর গায়ে পড়া, আর চাপড়ের চোটে নেশা প্রায় অন্তর্দ্ধান। একটু হুঁস এলে সবাই সবার দিকে চেয়ে বেকুব ব'নে বলতে লাগল, "শালা, ফূর্ত্তি করতে গিয়ে হ'ল কি রে শালা? গায়ের ব্যথায় তো চলতেই পারছি না দেখছি", ইত্যাদি। উক্ত প্রকার নেতাদের ব্যাপার যে প্রায় ঐরূপই হবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি?*

প্রশ্ন। বললেন, পরিবারে শান্তি না থাকলে মানুষ লক্ষ্মীছাড়ার মত দেশের কাজ করতে বেরোয়! দেশময় আজ পরিবার-জীবনে কেমন ভাঙ্গন ধ'রে গেছে! মানুষের সহজ-সম্বন্ধগুলি শিথিল, বিকৃত হ'য়ে উঠেছে। আমাদের পরিবার আবার জোড়া লাগবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বলেছিই তো, যে অ-যুক্ত—যে কোন Superior Beloved-এ attached নয়, যার কর্ম্মফলগুলি দিয়ে কাউকেও তুষ্ট,

---

* "The false prophet is usually an honest gentleman whose main error is in posing as a prophet. One who seeks popularity must obey the laws of popularity, but the true prophet is mastered by other consideration. He is charged with something he must deliver. To win acceptance is not his problem. He may see through only the gathering forces that oppose his truth; but he knows that this very gathering of oppositions is providential, for it is being gathered and headed up so that it may be destroyed together." —Henry Ford

সন্দীপ্ত, নন্দিত করবার, শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট, প্রিয় ব'লে কেউ নাই—অর্থাৎ, যার এমনতর কোন Superior Beloved নাই, যাঁকে কর্ম্মনিঃসৃত ফলগুলি দিয়ে সেবা ক'রে, নন্দিত বা সুখী দেখে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত হ'তে পারে—এমনতর attachment বা যোগ যার কাহাতেও নাই, সে কেমন ক'রেই বা সুখী হ'তে পারে, আর তার শান্তিই বা কোথায়?

এক-কথায় হ'ল—যার আদর্শ নাই, আদর্শে যার active attachment নাই অর্থাৎ কর্ম্মময় যোগ নাই, কাউকে যার কর্ম্মফল দিয়ে fulfil করতে প্রাণে আঁকুবাঁকু লেগে থাকা নাই—তার না আছে তৃপ্তি, না আছে শান্তি, না আছে becoming-এর উদ্ব্যস্ত মনোমোহন আকর্ষণ, সেখানে যে deteriorating demolition অনিবার্য্য!*

তাই, পরিবারে যেখানে Superior-এর প্রতি ভালবাসার পূজা নাই, বা Superior-রা আদর্শের প্রতি ভালবাসার যোগে উদ্দীপ্ত নয়, সে-পরিবার environment-এর ডাইনী আকর্ষণে ভেঙ্গে যে আপনিই খান্-খান্ হ'তে থাকে—বিধিরই এমনতর নিয়ম! তারা যদি না-ভাঙ্গার বিধানকে অবলম্বন না করে, তবে যা' হবার তা' অনিবার্য্য!

প্রশ্ন। Superior Beloved-এর কথা বললেন,—মা-বাবা তো আমাদের থাকেনই; সংসারে গুরুজন তো আছেনই। আবার, পাশ্চাত্ত্য

---

* "Every life has its actual blanks which the ideal must fill up, or which else remain base and profitless for ever." —J. H. Howe

"There is no better known or more generally useful precept in the moral training of youth or in one's personal self-discipline than that which bids us pay primary attention to what we do and express, and not to care too much for what we feel...... By regulating the action which is under the more direct control of the will, we can directly regulate the feeling. To wrestle with a bad feeling only pins our attention to it and keeps it still fastened in the mind; whereas, if we act as if from some better feeling, the old bad feeling soon folds its tent like an Arab and silently steals away."

—William James

দেশে বিবাহের পর তো সব ছেড়ে আলাদা হ'য়েই থাকে। তারাই বা efficient ও active হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Superior তো সকলেরই থাকে, কিন্তু মা, বাবা বা অমনতর ইষ্টকামী ক'জনের Beloved? তাই, একটুও তা' যাদের আছে, তারা দেখতে-দেখতে বানের মত ফেঁপে উঠে, দুনিয়াটাকে কেমন প্লাবনে পরিপ্লুত ক'রে দেয়—সে এ-দেশেই হোক আর ও-দেশেই হোক।

প্রায় hero-দেরই দেখা যায় তাঁরা অসাধারণ মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, নয় গুরুভক্ত। পৃথিবীটাকে যাঁরাই নাকি তোলপাড় ক'রে দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান করেছেন তাঁরাই ঐ শ্রেণীর—তা' না?*

প্রশ্ন। কিন্তু আজকাল আবার একটা ধুয়ো উঠেছে—কোন আদর্শ নেতাকে মানবো কিন্তু নির্ব্বিচারে নয়, নিজের বিচার-বুদ্ধি সজাগ রেখে। নির্ব্বিচারে কোন গুরুজনে আত্মসমর্পণ তো দুর্ব্বলতারই নামান্তর?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাদের ইষ্ট নেই, তাদের individuality তো নেই-ই। তারা আবার বোঝে, সব বৃত্তি দিয়ে কোন Superior Beloved-এ তৎস্বার্থপরায়ণ হ'য়ে ভক্তিযুক্ত হওয়াটা মানুষের personality বা individuality-র খাঁকতি। যা' হয় না, হ'তে পারে না, প্রকৃতিতে যা' নেই—তা-ই তাদের normal conception,—অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে

---

* "Adolf loved his mother passionately. Through his life Hitler has been subconsciously proving to his mother, the only woman he has loved, his right to independence, success and power."

—'Inside Europe'

"My greatest love was for my mother.
To displease her was my one fear."

—Benito Mussolini

"It is clear to the point of triteness that most of the great men of the world had remarkable mothers and that the development of their sons' Œdipus Complex was of paramount importance in their characters and careers." —'The Turkish Colossus',—John Gunther

ইষ্টস্বার্থপরায়ণ না হ'য়েও individuality ও personality-র claim বা pose করা।

Admiration-এর ভিতর-দিয়ে মানুষের প্রাণ ভক্তি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, তার সমস্ত বৃত্তিগুলি ক্ষুধার্ত্তের মতন যখন Superior Beloved-কে আঁকড়ে ধরতে চায়—এমনতর uphill libido হ'য়ে ওঠে,—চল্‌তি কথায় যা'কে spiritual uphill ব'লে থাকে*—যা'তে নাকি Super-normal pose and acquisition ঘটে থাকে—যা' সব জানার উৎস, তখন কি বাবা বিচার-টিচার, হিসেব-নিকেশের কখনও কোথাও অবসর থাকে?

ঐ বিচারবুদ্ধি থাকলেই, সেটা হ'চ্ছে একটা correct indication that abnormality dwells there with an inferior move.† আর তা' যাদের নেই, তারাও বুদ্ধি-বিবেচনা ক'রে থাকে—but to

---

* "We are to emphasise the original unity of all instincts and the energy expressed in all of them is called LIBIDO." —Jung

"Libido" কথাটি এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই আমাদের সমগ্র সত্তার একটা টান বা ঝোঁক এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আর, আমাদের এই ঝোঁকটা কখনও নিম্নগামী, কখনও আবার ঊর্দ্ধগামী। এই ঝোঁক বা libido যখনই কোন গুরুজনের উপর পড়ে, তাহাকে uphill libido বলা হইয়াছে—একেই সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি, আধ্যাত্মিক উর্দ্ধমুখী ঝোঁক বা 'spiritual uphill-Libido' কথাটি এই মনোবৈজ্ঞানিক অর্থেই technical sense-এ এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়াছে।"

"Transference or psycho-sexual attachment to the psycho-analyst becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet...... All the symptoms of the patient lose their original meaning and adapt themselves to a new meaning by its relation to transference. Everything depends on the faith one is able to put on the instructor." —Sigmund Freud

† "Observation shows that persons suffering from narcotic neurosis have no capacity for transference, or only insufficient remains of it. They reject the physician not with hostility, but with indifference. That is why he cannot influence them. His words leave

fulfil the wishes of the Superior Beloved without the least hesitation—rather with a quick longing elation. ইষ্টস্বার্থপরায়ণ নেতা যেখানকার চালক যার যা'-কিছু সব বৃত্তি ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ হ'য়ে, নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানের ভিতর-দিয়ে একটা common generalization-এ উপনীত হ'য়ে ইষ্টে সার্থক হ'য়ে উঠেছে,—নেতা যদি তেমনতর হন, সেখানে complete surrender-ই হচ্ছে being and becoming-এর আমরণ সার্থকতার ভিতর-দিয়ে, চেতন উৎসরণে, অনন্তের পথে, অনন্ত উপভোগের অমৃত-আবহাওয়ায় মানুষের স্মৃতি-চেতন চলনার একমাত্র উপায়।* আবার, সেখানে মানুষের কোনও বৃত্তির ইষ্টসংবৃদ্ধ সার্থকতায় যদি লেশমাত্রও complete surrender-এর খাঁকতি থাকে, তবে finely, solemnly and wisely চোখ-ঢাকা দিয়ে, অজ্ঞাতসারে—অথচ খুব সহজ pose-এর ভিতর-দিয়ে তা'কে যে সর্ব্বনাশের রাস্তায় siren-মোহিনীগানে বেভুল ক'রে টেনে নিয়ে যাবে, তা'তে কোন ভুল-ই নেই!†

---

them cold, make no impression and so the mechanism of the healing process which is able to set in motion elsewhere the renewal of the pathogenic conflict, and the overcoming of the resistance to the suppression cannot be reproduced in them. They remain as they are."

—'Introduction to psycho-analysis'—Sigmund Freud

* "Carrying out the commands of the Guru without the least hesitation or doubt is the only way to success in life."

—Swami Vivekananda

"শিরদার ত' সর্দ্দার।" —কবীর সাহেব

† "We need not fear any excessive influence. A more generous trust is permitted. Serve the Great. Stick at no humiliation. Grudge no offence thou canst render. Be the limb of their body, the breath of their mouth. Compromise thy egotism. Be another, not thyself."

—'Uses of Great Men'—Ralph Waldo Emerson

আর এর ফলে,—মতবাদের সৃষ্টি করতে-করতে সমগ্র জগৎটাকে যে বেজী-কাটা সাপের মতন অজান্‌কি মন্তরে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে ফেলবে, তার কোন কিনারা নেইকো! দলে-দলে আগুন-জ্বালা বিরোধই হবে সর্ব্বনাশা আহুতির যম-যজ্ঞানল—এই হ'চ্ছে ব্যাপার, যা' সোজাসুজি ঘ'টে থাকে।*

প্রত্যেক মতবাদ বা প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক মতবাদ বা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানে কেউ কারও ইষ্ট বা প্রেষ্ঠৈক interest-এর profitable fulfilment-এ উপ্‌চে না ওঠায় তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে জীবন-বৃদ্ধির অন্তরায়ই মনে করে,—প্রত্যেক মতবাদের নেতা প্রত্যেক মতবাদের নেতাকে নিন্দা করে, অপমান ও অপ্রতিষ্ঠা করে,—জাতির শ্বাসযন্ত্র এইরকম জ্বালাময় ক্ষতে ভরপূর হ'য়ে নৃশংস শীর্ণতায় সাবাড় হ'য়ে যেতে থাকে।

"ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥"

—মনুসংহিতা ২।৯৯

যেমন কোন জলপাত্রে একটি ছিদ্র থাকিলে তদ্দারা সমুদয় জল বহির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যার একটি ইন্দ্রিয়ও ক্ষরিত হয়, সেই ছিদ্র দ্বারা আর সকল ইন্দ্রিয় সংযত থাকিলেও তার সমস্ত প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

* প্রকৃত নেতার complete surrender-এর যেখানেই অভাব সেখানেই দেখা যায়, অনুসরণকারীদের ভিতর আগুন-জ্বালা বিরোধের সৃষ্টি হয়। রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতা লেনিনের দেহাবসানে ট্রট্স্কি ও ষ্ট্যালিনের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের যম-যজ্ঞানল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"Beware of false prophets." —Bible

"One Who seeks popularity must obey the laws of popularity, but the true prophet is mastered by other consideration. He is charged with something he must deliver. To win acceptance is not his problem." —Henry Ford

পূর্ব্বকে অনাদর, অপমান বা অপ্রতিষ্ঠা ক'রে নিজের হামবড়াই মতবাদের বাহাদুরী জাহির ক'রে প্রতিষ্ঠালাভ করাই হ'চ্ছে এদের দাঁড়াবার জমিন্। তাই, লুকিয়ে দাগা দিয়ে, কী ভীষণ বিষ-ই যে এরা ছিটায়—ঐ বাহাদুরী আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি-প্রলোভনে—এরা তা' বুঝতেও পারে না হয়তো। তাই, যে বা যিনি পূর্ব্বতনের প্রেরণা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে, মহান্ সম্মানে অবনত হ'য়ে তাঁ'কে স্বীকার ক'রে further fulfilment-এ উপচিয়ে তোলে না—এমনতর নেতাকে কখনও অনুসরণ করতেই নেই।† আর, যেখানে অমনতর মানুষ না-ই জোটে, সেখানে পূর্ব্বতনের স্মৃতিকে সামনে রেখে সেই মাপকাঠি দিয়ে মেপে কোন কিছু fulfilment যদি হয়—এই হিসেবে বুঝে-শুনে চলাই ভাল। নতুবা মুশকিলের পর মুশকিল এসে মায় সব জাতটাকে-শুদ্ধ বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে সন্দেহ নাই!

ভিতরে দুর্ব্বলতা যে কতখানি, তখনই ভাল ক'রে টের পাওয়া যায়—যখনই কাউকে ব'য়ে নিতে হয়। দুর্ব্বল যারা তারা কখনই কাউকে বইতে পারে না। আর, এই বইতে হ'লেই ঘাড়ে-পিঠে করতেই হবে বা যে-কোন উপায়ে টানতেই হবে। ঐ টানায় বা বওয়ায় যার যেমনতর ও যতখানি surrender, তার ability-ও তেমনতর ও ততখানি। দুর্ব্বল যারা, তারা বইবার ভয়েই আগের থেকেই এই গাইতে শুরু করে,—"যারা দুর্ব্বল, যারা অশক্ত, যারা অপটু তারাই বোঝা বয়"—যদিও ঐ বোঝা-বওয়ার ভিতরেই আছে তাদের পেটের ভাত, জীবন-বৃদ্ধির উপকরণ।

তাদের সব আগুন-উৎসারণী কথার ভিতরই হামাগুড়ি দিয়ে চলে,—"তোমরা কাউকে বহন ক'রো না অর্থাৎ নির্ব্বিচারে কাউকে মেনে চ'ল না;—মেনে-চলাটা নিতান্তই দুর্ব্বলতা—কেবলমাত্র এই আমাকে ছাড়া।" আর এই গান থেকেই বুঝতে পারে, যারা একটু বুঝমান, যে ও গান তারাই গেয়ে থাকে—কাউকে বা কিছুকে বহন করা যাদের পক্ষে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। আর, এই বুঝমানদের কাছে ঐ orator বাহাদুরেরা সব সময়ই মেকী! তাদের expression কখনই corresponding action-কে আমন্ত্রণ করে না,—আর action যেখানে নাই, বাস্তবতা সেখানে কোথায়?

প্রশ্ন। প্রত্যেক মানুষেরই তো মানুষ-হিসাবে কতকগুলি অধিকার আছে? আর, এই অধিকারের দাবী তো আমাদের জন্মগত? প্রত্যেক প্রজারই রাষ্ট্রের নিকট এ অধিকার আছেই। কিন্তু পরিবারের মধ্যে তো মানুষ এমনধারা দাবী নিয়ে বাস করে না? এ-থেকেই তো বোঝা যায়, রাষ্ট্রের আদর্শ এক রকম, আর সমাজ ও পরিবারের আদর্শ আর-এক রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, অধিকার তো আছেই—তবে দেখতে হবে, সেটা কি ক'রে বা কেমন ক'রে?* 'প্রজা' কথায় আছে—to grow perfectly instinct with life। তাহ'লেই, perfectly grow করতে হ'লে যা' ক'রে তা' করতে হবে, তা' না ক'রে দাবী-দাওয়ার হাজার চেঁচামেচি করলেও কিছুতেই তা' হবে না।

আমাকে grow করতে হ'লে আমার environment-এর ভিতর-দিয়ে তার লওয়াজিমা সংগ্রহ করতে হবে; আর environment-এর ভিতর-থেকেই যদি সে লওয়াজিমা সংগ্রহ করতে হয়, তাহ'লে environment-এর প্রতি আমার তা'-ই করণীয়, যাতে আমার প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিক সেই লওয়াজিমায় অশেষভাবে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। তা'-হ'লেই, আমার মুখ্য স্বার্থই হ'চ্ছে,—আমার environment-কে তেমনতরভাবে দেওয়া, যা'তে তারা আমার perfectly grow করার লওয়াজিমা দিয়ে আমাকে পোষণ ক'রে তোলে,—আর, তা' দেওয়াটাই হবে তাদের বাঁচা-বাড়ার পরম স্বার্থ। সেবা, সহানুভূতি, সাহায্য ও সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে তাদের এমনতর রকমে manipulate করতে হবে;—তাই, রাজার প্রধান করণীয়ই হ'চ্ছে, তাঁর প্রজাদিগকে ঐ রকমে রঞ্জন ক'রে তোলা—তাদের progressive and profitable co-ordination করা।—আর তাই, আমরা যদি ঐ প্রজার বৈশিষ্ট্য হ'তে

---

* প্রজা কথাটি আসিয়াছে প্র-পূর্ব্বক জন্-ধাতু হইতে। প্র মানে perfectly, আর জন্-ধাতু মানে to grow. তাই বলা হইয়াছে "প্রজা কথায় আছে—to grow perfectly instinct with life."

deviate ক'রে, মানুষের দাবীর তক্‌মায় লাখ চেঁচামেচি ক'রে বিকট বিদ্রোহেরও সৃষ্টি করি, ভগবানের রাজাধিরাজ পরমবিধি-সম্রাট্ তা' কিছুতেই মঞ্জুর করবেন না, তাই, তাঁর প্রতীক সম্রাট বা রাজা লাখ চেষ্টায়ও সে-দাবীকে কিছুতেই পূরণ করতে পারবেন না, যদি না আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিককে এমনতরভাবে service দেই—যা'তে নাকি তারা আমাদের সেবার ভিতর-দিয়ে পাঁচ পয়সায় সহজে উন্নত ও সংবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। তাহ'লে, তাদের বাঁচা-বাড়ার তিন পয়সা রেখে অন্ততঃ দু'টো পয়সা আমাদের বাঁচা-বাড়ার জন্য ফেলে দেবেই,—ঐ দু'টো পয়সা আটকে তাদের নিজেদের বাঁচা-বাড়ার অন্তরায় হ'য়ে কিছুতেই দাঁড়াবে না, বাঁচা-বাড়া মানুষের এমনতরই আদিম আকুতি!

আর পরিবারের মধ্যে এই দাবী কমই দেখা যায়। তার মানেই হ'চ্ছে, পরিবারের মাতাপিতার স্বার্থই তাঁদের সন্তান-সন্ততিদিগকে grow করান। আর, এই grow করানর আকুতির ভিতর-দিয়ে তাঁরা যে সন্তান-সন্ততিদের service দিয়ে যাচ্ছেন, তা'তে তাঁদের life-energy যেমনতরভাবে dissipated হয়ে যাচ্ছে,—এই dissipation-টা যদি সন্তান-সন্ততিরা make-up না করে, তাহ'লে তাদের parent-দের service-এর nourishment থেকে তারা যে অচিরাৎই বঞ্চিত হবে, এ তো লাখ পরিবারে হরদমই দেখা যাচ্ছে!* আর, এর-থেকেই পারিবারিক disintegration কেমন হুড়্‌হুড়ে প্লাবনের মত ছুটে চলেছে—কারুর চোখের সামনে সে ছবি আর ধরতে হয় না!

তাহ'লেই এই দাঁড়াচ্ছে,—প্রজার যেমন জন্মগত দাবী to grow perfectly, তেমনি জন্মগত duty—to serve their environment perfectly, এই দু'টোর co-ordination-এই সত্তার, জীবের, মানুষের

---

* "Happy are the families where the Government of parents is the reign to affection, and obedience to the children the submission of love. If I might control the literature of the household., I would guarantee the well-being of the church and the state." —Bacon

বা প্রজার বাঁচা-বাড়া। এ না হ'লে বা এদের কোন একটায় খাঁকতি হ'লে বাঁচা-বাড়া যে affected হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। লাখ বিদ্রোহের চেঁচামেচি, রাজা বা সম্রাটের লাখ চেষ্টা কিছুতেই তার নিরাকরণ করতে পারবে না—এই হ'চ্ছে বিধাতা-বিধি-সম্রাটের নির্ঘাত কঠোর আইন। এ পরিবারেও যেমন, সমাজেও তেমনিই, রাষ্ট্রেও তেমনই! রক্ষাকে অপমান ক'রে রক্ষা বা বাঁচা-বাড়ার লাখ চীৎকার রক্ষাতে কাউকে সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না—এ কথা অতি নিশ্চয়, লাখ নিশ্চয়,—বিষ হারিয়ে ফোঁস্ করলে কেউ ডরায় না বাবা।

প্রশ্ন। রাজা ও প্রজার সম্পর্ক কী? বর্ত্তমানে প্রজাস্বত্ব আইনের যে আন্দোলন চলেছে তা'তে জমিদারকে তো অত্যন্ত হীনবল হ'তে হবে—জমিদার ও প্রজার কিরূপ সম্পর্ক হ'লে উভয়েরই স্থায়ী কল্যাণের অভ্যুদয় হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আচ্ছা, রাজা কথাটার উৎপত্তি হ'ল কি ক'রে?* শুনি রাজ্-ধাতু মানে হ'চ্ছে দীপ্তি, শোভা বা রন্জ্-ধাতু মানে রঞ্জন, অনুরাগ, আসক্তি, বর্ণান্তরোৎপাদন। এই যদি হয়, তাহ'লে আমার মনে হয়, যিনি বাস্তবিকই রাজা হন তাঁর temperament ও instinct-এর ভিতর ও-সবগুলিই আছে, আর থাকাই উচিত—তাই রাজা।

আর, প্রজা মানে যা' শুনেছি আপনাদের কাছ থেকে—প্র-পূর্ব্বক জন্-ধাতু থেকে প্রজা হয়েছে। প্র-মানেই হ'চ্ছে প্রকৃষ্টরূপে, perfectly, আর জন্-ধাতু মানে জনন, to grow, প্রাদুর্ভাব, to be in plenty।†

তাহ'লেই দেখুন, যারা প্রজা তাদিগকে রাজা এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন যার ফলে তারা জ'ন্মে বাঁচে, বাঁচার পথে চ'লে perfectly grow করতে পারে, বাড়তে পারে—আর তা'তেই তার অনুরাগ ও আসক্তি। আবার, through manipulation, through achievement

---

* রাজা = রাজ্ বা রন্জ-ধাতু + কর্ত্তরি অন্।

† প্রজা = প্র + জন্-ধাতু + কর্ত্তৃবাচ্য অ + আ (স্ত্রীং)।

প্রজারা যা'তে lower instinct থেকে higher instincts-এ acquisition -এর ভিতর দিয়ে যথাক্রমে উন্নীত হ'তে পারে, তাই তাঁর normal স্বার্থ, চাহিদা ও activity।

এর ভিতর-দিয়েই প্রজারা সর্ব্বতোভাবে perfectly grow ক'রে থাকে,—আর এমনি ক'রেই তারা plenty-তে পর্য্যবসিত হয় ও জীবনযাপন ক'রে বাড়তে থাকে—আর তাই প্রজাদের রাজার প্রতি অত অনুরাগ, তাই তারা অত রাজার আপ্রাণ মঙ্গলকামী ও কর্ম্মী।

আমি এ-কথাটা বলছি,—একটা কথার যে সৃষ্টি হয়, তা' মানুষের directly feeling ও sensation থেকে। তাই, কথাটার ভিতর বীজাকারে statement of fact-ও নিহিত থাকে—আর তাই দেখেই আমরা বুঝতে পারি, কী ব্যাপারের বিসৃষ্ট কী শব্দ বা কথা। কথাটা যেন বা শব্দটা যেন সাধারণতঃ কোন affair-এর বা বস্তুর direct impulse-এর formulated অভিব্যক্তি। তাই ঐ কথাগুলির অবতারণা করতে ইচ্ছা হ'ল।*

আচ্ছা, তবে জমিদাররা রাজাকে যথাযোগ্য সম্মানী ও রাজস্ব দিয়ে কি রাজার ভূমি ও কর্ত্তব্য গ্রহণ ক'রে থাকেন না? জমিদাররা যে রাজার কর দেন, তার মানেই—রাজার কর্ত্তব্য বা করা, যা' তাদের প্রতি তিনি ক্ষেপণ করেছেন তারই দক্ষিণা মতন নয় কি? কৃ-ধাতু মানে করা—আর কৄ-ধাতু মানে শুনেছি ক্ষেপণ করা।† তাহ'লেই জমিদারের কর্ত্তব্য তার প্রজাদের প্রতি ওই রাজারই অনুরূপ, আর প্রজারও কর্ত্তব্য ওই জমিদারের প্রতি অনেকটা ঐ রাজারই মাফিক—যা' হ'তে তিনি জমিদারী লাভ করেছেন।

---

* ধাতু মানেই হচ্ছে temperament। তাই একটা কথা বা শব্দের ধাত বুঝে, সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে গেলেই তার ধাতু-সম্বন্ধে আলোচনা করলে প্রায়শঃই শব্দের সম্যক অর্থবোধের সহায়তা হয়।

† কর = কৄ (ক্ষেপণ করা) বা কৃ-ধাতু (করা) + অ (কর্ম্মে বা করণে)।

তাহ'লেই দেখুন, রাজার স্বার্থও যেমন প্রজা মুখ্য ভাবে, প্রজার স্বার্থও তেমনই রাজা ও জমিদার মুখ্য ভাবে ; আর এই পরস্পর পরস্পরের মুখ্য স্বার্থ-সম্বন্ধ—যা'তে জমিদার ও প্রজারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝে তদনুরূপ অনুরাগ ও করায় নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে, সেই বিধিই কি শ্রেষ্ঠ বিধি নয়কো? তাহ'লেই প্রজার প্রতি রাজার যে ক্ষমতা আছে—তাদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য, তাদের উদ্বর্দ্ধনের জন্য,—যথোপযুক্তভাবে জমিদারেরও তদ্রূপ থাকাই কি উচিত নয়কো? আবার, প্রজাদেরও রাজাকে সম্বর্দ্ধিত করার জন্য যে-সমস্ত অধিকার থাকা উচিত, যথোপযুক্তভাবে রাজার nurture-এ পুষ্ট হ'য়ে—uplifting move-এ তাদেরও কি তাই থাকা উচিত নয়কো?

তাহ'লেই দেখুন, প্রজাদের ভিতর যাদের sphere of direct responsible service যত বিরাট ও বিস্তৃত, যাদের উন্নতি-অবনতি-দ্বারা যত বেশী প্রজা আহত বা উদ্বর্দ্ধিত হয়, যাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি যার direct স্বার্থ—এক কথায়, প্রত্যেক individual-এর উন্নতির জন্য যাদের যত বেশী auto-initiative responsibility, তারাই তো তাদের তত বড় প্রধান বা guardian। এমনতর প্রধান সম্মিলিত হ'য়ে ঐ প্রধান ও জমিদারের সাহচর্য্যে যদি জমিদারী পরিচালিত হয়, সেই কি সবচেয়ে ভাল হয় না?*

আমার মনে হয়, ঐ প্রজাদের অমনতর selected উপযুক্ত প্রধান-সম্মিলিত জমিদারী পরিচালনী পঞ্চায়েত-এতেই ঋণ-সালিসী বোর্ড ও আজকালকার ইউনিয়ন বোর্ডের অনেক ক্ষমতা, উন্নতিকল্পী অনেক বিধান, খাজনা-আদায়ী certificate-ক্ষমতা ইত্যাদি যদি থাকে—আর, উপরে

---

* নব্য জার্ম্মানীতেও আছে "Fuhrer Prinzip" অর্থাৎ the principle of leadership। এই রকমেরই বাস্তব প্রধানতন্ত্র বা নেতৃতন্ত্রই জমিদারী কেন, জাতি-নিয়ন্ত্রণেরও শ্রেষ্ঠ বিধান। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য। আর, এই প্রাধান্য হইবে বহুজনের বাস্তব সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত।

state-এর ক্ষমতা-প্রাপ্ত এমনতর কিছু থাকে যা' বা যারা ঐগুলি inspect করতে পারে না, মন্ত্রণা দিতে পারে বা খারাপ কিছুকে রোধ করতে পারে,—আরও, প্রজাবর্গের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে তারা উন্নতি লাভ করতে পারে—এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'লে কি ঐ জমিদারী-পরিচালনী-পঞ্চায়েতী সুবিধাজনক হবে না? এতে কি প্রজা ও জমিদার উভয়েই শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে না?

তারপর দেখুন, মানুষের জীবন-চলনাকে ভাগ করতে গেলে কতগুলি main category-তে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, মানুষের individual life-এ আছে—বাঁচা-বাড়ার পথে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিশিষ্ট চাহিদা, বিশিষ্ট temperament ও তদনুপাতিক উপভোগ, তার পরিবার, পারিপার্শ্বিক নিয়ে co-ordination-এ ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি।* আবার, এরই থেকে আসে মানুষের hygienic life, life of home and humour, life of acquisition and activity, social life, life in riches and rights. এ আবার একটা uphill, prosperous and profitable enjoyment-এর ভিতর-দিয়ে acquire ও enjoy করতে গেলেই কতগুলি individual as well as collective factors এসে

---

* মানুষের জীবনের সর্ব্ববিধ চাহিদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। প্রথমেই ব্যক্তিগত জীবনের চাহিদাগুলিকে বিবৃত করিতেছেন। আর, প্রতি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যানুযায়ী চাহিদা ও উপভোগ হইতে সমষ্টি-জীবনের জটিল সমস্যাগুলি কেমন করিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। একদিকে ব্যক্তি-জীবনের ধাত ও বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিয়া এবং অন্যদিকে জনগণের সেবা ও প্রয়োজনপূরণী বাস্তব শক্তিমান্‌কে উপেক্ষা করিয়া যে গণতান্ত্রিক বিধি ও গণ-সংস্থিতি রচিত হইতেছে, তাহা ক্ষণিক চাক্‌চিক্য ও বিক্ষোভ জন্মাইয়া অচিরেই মানবের বাস্তব-প্রয়োজনসম্পূরণী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে ও বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

দাঁড়ায়—যেমন time অর্থাৎ expediency, inventions and output, agriculture, industry and commerce, rent and rates.*

আবার, এই চলনায় চলতে গেলেই কতগুলি drawback-কে প্রায়শঃই face ক'রে, নিয়ন্ত্রণ ক'রে দাঁড়াতে হয়ই—যেমন unemployment, war, accidents and differences, designings and culprits. People-এর এইগুলিকে with auto-initiative responsibility যিনি যত সুন্দরভাবে manipulate ক'রে, তাদের being and becoming-কে accelerating zeal-এ push দিয়ে প্রশস্তির পথে চালাতে পারেন, তাঁর প্রতি মানুষ স্বতঃই অনুরাগ-মুগ্ধ হ'য়ে আবেগময়ী interest-এ interested হয়ে সম্মানে সমাসীন ক'রে সেই personality-কেই তাদের স্বার্থ ক'রে তু'লে থাকে, আর সেই মানুষই হ'চ্ছে তাদের প্রকৃত প্রধান, আর আমার মনে হয়, এই হ'চ্ছে তাদের প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি-প্রদত্ত auto-vote by natural election।†

তবেই বুঝুন, এমনতর পাঁচজন নিয়ে জমিদার যদি নিজে উক্ত প্রকারে actively engaged থেকে, তাঁর নিজের মুখ্য স্বার্থকে প্রজাদের ভিতর বাস্তবভাবে অবলোকন ক'রে তাঁর জমিদারীকে পরিচালনার প্রয়াস পান তাহ'লে সে-পরিচালনা কত সহজ ও কত সুন্দর এবং কত efficiently profitable হয় তা' কি সহজেই অনুমেয় নয়?

---

* সমষ্টিগত জীবন ব্যক্তিগত জীবনেরই পূর্ণ পরিণতি। আর তারই জন্য উদ্ভাবন, উৎপাদন, এবং সময়ের প্রয়োজন এসে হাজির হয়। আরো এসে হাজির হয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ভাড়া, হার প্রভৃতি। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত অর্জ্জন ও উপভোগ-বৃদ্ধি হ'তেই এই জিনিসগুলি এসে দেখা দেয়।

† Auto-vote by natural election অর্থাৎ প্রকৃতির স্বতঃনির্ব্বাচন ও স্বতঃ-মনোনয়ন। প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে বাস্তব সেবা ও প্রয়োজনপূরণে যিনি সমর্থ করিয়া তুলিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন সেই প্রকৃত প্রধানকে মানুষ স্বভাবতঃই ভোট দেয়। ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

তা' ছাড়া, জমিদার নিজে যদি তার প্রাপ্য অংশ হ'তে প্রজাদিগের অমনতর efficient uplift-এর জন্য certain percentage ব্যয় করেন, তবে কত সুন্দর হয় বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি?

আর, যে-প্রধানদের যে-জমিদারের জমিদারীতে এই uplifting efficiency-র ratio and percentage যত বেশী, তদনুপাতিকভাবে ঐ-রকম auto-voting and natural election-এর রকমে আরো higher administration-এ যদি তাদিগকে engage করা যায়, তবে কি real and normal practical men দ্বারাই আমাদের administration পরিচালিত হ'তে পারে না?*

এমনি ক'রেই through progress and development of administering capacity যিনি হয়তো prime minister-এর পদের উপযুক্ত হবেন, তিনি কেমনতর মানুষ হবেন তা' সহজেই অনুমেয়। শাসন-নিয়ন্ত্রণকে এই বিধি-অনুপাতিক ক'রে যেখানে যেমনতর প্রয়োজন, যতদূর সম্ভব নিখুঁত বিবেচনায় তা' খাড়া ক'রে, সেই বিধি-নিষেধ-মাফিক শাসন-সংস্কার করলে কি তা' আমাদের মঙ্গলপ্রদ হবে না? আর, এতে freedom and uplift কি প্রত্যেক individual-ই অনুভব ও enjoy করতে পারবে না?

তাহ'লেই দেখুন, এই যদি হয়,—প্রত্যেক individual-এর interest and freedom কতখানি palpably accelerated হ'তে পারে, তা' হয়তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। আর, এই নিয়ম—গভর্ণমেণ্ট নিজেই জমিদার হউন আর জমিদারদিগকে রেখেই বরাবর যা' চ'লে আসছে তারই বাস্তব পরিশুদ্ধির দ্বারাই প্রজা-সংরক্ষণ করুন, সব

---

* এই বাস্তব প্রধানগণ শুধু যে জমিদারী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা নহে, শাসনতন্ত্রের বাস্তব পরিচালনার জন্যও এই জাতীয় হাতে-কলমে অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। ক্ষণিক ক্ষমতা ও প্রভুত্ব মানুষ নানাভাবেই অর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু বাস্তব সেবায় জনগণকে প্রকৃতভাবে সমর্থ করিয়া তুলিয়া যাঁহারা বাস্তব প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ন তাঁহারাই শাসনতন্ত্র পরিচালনার প্রকৃত উপযোগী।

জায়গায়ই কি সম্যক্ সার্থকতা লাভ করবে না? তবে আমার মনে হয়—ভাঙ্গার চাইতে, যা' আছে তা'কে অবসন্ন ক'রে তোলে যা' তারই যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও নিরসন ক'রে অবস্থানকে উন্নত-চলৎশীল করাই মঙ্গলপ্রসূ। এতে প্রজা ও জমিদার উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে বুঝবে—উভয়ের সম্মিলনে কতখানি শক্তি, সুবিধা ও স্বার্থ উদ্বর্দ্ধনশীলতায় অভিনন্দিত হয়ে উঠবে। আবার দেখুন, এই system-এ চলতে-চলতে, ঐ প্রধানদের ভিতর-থেকেই হয়তো auto-evolution-এ premier-dictator হয়েও কি রাজা-প্রজার স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনাকে সুস্থ ও সবল করার শক্তিস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ান সম্ভব নয়? আমার বেকুব মাথায় যা' গজাল, যা' বুঝি—তার চুম্বক এই যা' বললাম। জমিদার ও প্রজা যতই এই মুখ্য উভ-স্বার্থী balance হারাবে, ততই, যেমনতর ক'রেই হোক্, অচিরেই নানা সর্ব্বনাশা রকমের সৃষ্টি ক'রে সর্ব্বহারা হ'তে থাকবে।* আমি যদি বজ্রের মত শব্দ করতে পারতাম, তাহ'লে তা' তেমনি ক'রেই বলতাম।

প্রশ্ন। আচ্ছা, পরিবারের বা গৃহের কোন্-কোন্ অভাবগুলি আজ আমাদের পূরণ করতে হবে যা'তে শান্তি আসবে, কল্যাণ আসবে—তবে তো আর সব? না, রাজনৈতিক আন্দোলনই সব-কিছু এনে দেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। রাজনীতি কখনই কৃতকার্য্য হ'তে পারে না, আদর্শ বা ইষ্টনীতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবমানিত হ'য়ে ম্লানমুখে করুণচক্ষুতে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। তাই, সমাধানই সেখানে, আদর্শ বা ইষ্টপ্রাণতা যেখানে উদ্দাম, মুখর ও মুক্ত—আর রাজনীতি সেখানেই বাস্তবিক রাজনীতি!

---

* ধনিক ও শ্রমিকের মত জমিদার ও প্রজা মনে করে, তাহাদের স্বার্থও বুঝি পরস্পরবিরোধী ; কিন্তু শ্রমিকের স্বার্থ বজায় না রাখিলে যেমন ধনিকের স্বার্থ বজায় থাকে না, আবার, ধনিকের স্বার্থ ও অস্তিত্ব বজায় না থাকিলে শ্রমিকগণ যেমন নিজেদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব হইতে বঞ্চিত হয়, তেমনই জমিদার ও প্রজার স্বার্থও পরস্পর ওতপ্রোতভাবেই জড়িত। একের স্বার্থের বিরোধী তো অপরের স্বার্থ নয়ই বরং পরস্পরের সহিত গভীরভাবে সম্বন্ধ—ইহাই "উভস্বার্থী balance।"

'কোন্-কোন্'-এর মধ্যে প্রথম ও প্রধানই হ'চ্ছে বৈশিষ্ট্যশীল হ'য়ে উদ্দাম আদর্শপ্রাণতা—আর তা'কে যখন পরিবার বা সমাজের স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষাবিধি, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ-বিধি, শ্রম-নিয়ন্ত্রণ-বিধি সাফল্য ও সার্থকতামণ্ডিত করবে, তখনই সব এক-নিমেষে ফর্সা।

প্রশ্ন। কিন্তু মুশকিল তো ঐখানেই—আপনি যে আদর্শপ্রাণতার কথা বলছেন তা'তে nerve-এর যেটুকু stamina-র দরকার সেইটুকুই তো পাওয়া ভার?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পাওয়া না-পাওয়ার কথা না-ভেবে, আদর্শপ্রাণতা আছে এইরূপ চিন্তায় রঞ্জিত হ'য়ে, কাজে তেমনতর করাই মানুষের স্নায়ুকে stamina-র সম্পদে সম্পদ্‌শালী ক'রে ক্রমোন্নতিতে নিরন্তর ক'রে তোলে।* এতে এতটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছু আছে ব'লে বোধ করি না।

---

* "There is no better known or more generally useful precept in one's personal self-discipline than that which hids us pay primary attention to what we do and not express and to care too much for what we feel. By regulating the action which is under the more direct control of the will, we can directly regulate the feeling which is not. To wrestle with a bad feeling only pins our attention on it, and keeps it still fastened in the mind; whereas, if we act as if from some better feeling, the old bad feeling soon folds its tent like an Arab and silently steals away. Thus the sovereign voluntary path to cheerfulness, if our spontaneous cheerfulness be lost, is to sit up cheerfully, to look round cheerfully, and to act and speak as if cheerfulness were already there. So to feel brave, act as if we were brave, use all our will to that end, and a courage fit will very likely replace the fit of fear."

—'The Gospel of Relaxation'—William James

৩

২৭শে আষাঢ়, ১৩৪২। স্থান—সৎসঙ্গের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। কাল—প্রভাত।
অদূরে বর্ষাস্ফীত পদ্মার গৈরিক জলধারা মাঠ ভাসাইয়া চলিয়াছে।
শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছোট্ট তাঁবুতে বসিয়া আছেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি তো সেদিন বললেন, আদর্শপ্রাণতা সহজেই হয়, কিন্তু দেশে তো দেখি sexually damaged আর eccentric-এর অভাব নেই? এই তো আপনার "তাঁর চিঠি" খুঁজে-খুঁজে কোথায় 'চুমু খাওয়া' কথাটা আছে, তাই নিয়ে তো কত লোক অস্থিরই হ'য়ে উঠেছে। এরা তো, মনে হয়, মেয়ে-বোনকে চুমু খেতেও sexually irritated হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাদের libido* normally uphill course নিয়েছে, যাদের বংশ-পরম্পরা higher instincts inherit ক'রে চলেছে—এক-কথায়, যারা bred from higher heredity, তারা যদি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে sexually wreck-ও হয়, তাদের conscience কি একটা অজানা স্মৃতি নিয়ে জেগে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতে থাকে একটা বিরাটের ক্ষুধায়—যদিও তা' জানে না,—তাই, wreck হ'লেও তাদের libido intact-ই থাকে ;—তাই তারা বড় বা ভাল-কিছু পেলেই তৃপ্তি-আকুল উদ্‌গ্রীবতায় আপ্রাণ আঁকড়ে ধরতে চায়—যেমন natural magnet!

---

* "Libido" কথাটি এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই আমাদের সমগ্র সত্তার একটা টান বা ঝোঁক এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর, আমাদের এই ঝোঁকটা কখনও নিম্নগামী, কখনও আবার ঊর্দ্ধগামী। এক ঝোঁক বা "libido" যখনই আমা-হ'তে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর পড়ে, তা'কেই "uphill libido" বলা হয়েছে বা "libido normally uphill course নিয়েছে" বলা হয়েছে।

কিন্তু যাদের libido distorted, কিংবা lower instinct নিয়ে একটা higher pose-এ যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করছে, তারা ভাল যা' সব-কিছু ঠেলে ফেলে তাদের instinct যা' চায় তাদের প্রকৃতি তাই আহরণ করতে উদ্‌ব্যস্ত, আর, সেইজন্যই অনবরত ভালকে distort ক'রে তাদের আহার্য্যে পরিণত করতে চায়—তাই তাদের দুর্দ্দশা অমনতর!

তারা হয়তো মেয়ের মুখে চুমু খেতে গেলেই sexually irritated হ'য়ে পড়ে, মায়ের বুকে শুতে গেলেই হয়তো কাম-কল্পনায় বিব্রত হ'য়ে ওঠে। যা-কিছু evil, বিশেষতঃ sexual—তাই নিয়ে deal করে, অথচ তারা যেমন-যেমন ক্ষেত্রে অমনতর filthy রকমে excited বা entangled হয়, অন্যের কোন normal affair-এও by a distorted channel of association তাদের ঐ filthy স্মৃতি excited হ'য়ে নিজেদের ভিতরকার ঐ filthiness-কে normally innocent-দের উপর project ক'রে, নিজেদের রঙ্গে তাদের রাঙ্গিয়ে, গা-ঢাকা-ভালমান্‌ষী so-called honest pose-এ কোন একটা ছুতো নিয়ে, চর্চ্চার ভিতর-দিয়ে, enjoy না-ক'রেই পারে না। আর এগুলি প্রায়ই তারা ক'রে থাকে একটা auto-initiative bravo-aggrandising-self-support-এর attitude-এ।

তারা জানে না, বোঝে না, এমন কি বুঝতেও নারাজ, যে কেবলমাত্র good activity নিয়ে engaged থাকলেই মনের evil যা'-কিছু inactive and uninterested হ'য়ে ওঠে, তেমনি evil activity নিয়ে থাকলে মনের good যা'-কিছু automatically deteriorate করে,—অপরের যা'-কিছু good, evil angle-এ determine করতে চেষ্টা করে। এই সব কেরদানীই হ'চ্ছে distorted libido-র কেরদানী।*

* Distorted libido হ'লে অর্থাৎ আমাদের সত্তার ঐ ঝোঁকটা যখন বিকৃত হ'য়ে পড়ে, সেই অবস্থায়ই আমরা এইরূপ বিকৃতভাবে চলি।

প্রশ্ন। Normal libido মানেই বা কী, আর distorted libido-ই বা আপনি কা'কে বলছেন? বুঝতে তো পারলাম না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেক being-এরই tendency of unification ব'লে একটা property আছে।* সে তার environment থেকে যা' তার অনুকূল, তাই নিয়ে বেঁচে becoming-এ চলতে চায়—আর ঐ রকমই তার বৈশিষ্ট্য। তাই, যে যা' নিয়ে বাঁচতে চায়, environment-এর ভিতর সেইদিকেই সে স্বভাবতঃই inclined ; আর এই inclination দেখে চিনতে পারা যায়, তার being-এর instinct lower কি higher।

আর, distorted হ'লে এর কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সে হয়তো চলে এক-রকম pose নিয়ে, ক্ষুধা বা তৃপ্তি তার ঠিক উল্টো রকমে। আবার, ক্ষুধা ও তৃপ্তি তার যা' দিয়ে চলা ঠিক তার উল্টো। ফলকথা, তার libido-র lines of tendrils-গুলি একটা কেমনতর বিদ্‌ঘুটে হ'য়ে যায়। এই দিয়েই বুঝতে পারা যায় distorted libido কি না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, মানুষের libido-টা কী, ভাল ক'রে তো বুঝলাম না? আবার, এই libido damaged-ই বা হয় কখন, আর distorted-ই বা হয় কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Libido-টা আর কিছুই নয়—প্রাণীর সত্তায় যে একটা স্বাভাবিক টান থাকে, যা'-দিয়ে সে environment-এর কিছুকে নিজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গৌরবে উপভোগ করে, সেই টানটা বা ঝোঁকটা।†

---

* ইহাকেই আমরা সমগ্র সত্তার একটা টান বা ঝোঁক বলে পূর্ব্বে বলেছি। প্রত্যেক জীবেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য, জীবের জীবত্বের মূলেই আছে এই টান বা ঝোঁক বা tendency of unification অর্থাৎ 'libido'।

† "We are to emphasise the original unity of all instincts, and the energy expressed in all of them is called LIBIDO." —Jung

যখন মানুষের forefront-এ Superior Beloved ব'লে কিছু থাকে না—অর্থাৎ তার instinct-গুলি বা complex-গুলি যাঁর সাহচর্য্যে attracted হ'য়ে elated and elevated হ'তে পারে এমনতর-কেউ থাকে না, অথচ বাধ্য হ'য়ে এমনতর instinct-ওয়ালা environment-এর সঙ্গে বাস করে যা'তে সে অনবরত inferiority-র thrash পেতে থাকে—এমনতরভাবে যখন কেউ inferiority-তে inclined হ'য়ে debauched life lead করতে থাকে, তা'কে damaged বলা যেতে পারে।

আর, distorted তখনই হয়—কেউ যখন কাহাতে নিজেকে satisfy করবার জন্য inclined হয়, আর যেখানে সে inclined হ'চ্ছে তা' হ'তে returns with an insulting refusal ; কিংবা এমন কোথাও inclined হয়েছে যেখানে তার approach করবার ক্ষমতাই হ'য়ে উঠ্‌ছে না,—অথচ তার libido-র magnetic tendrils of attraction এত strong নয় যা'তে সে তা'কে পেতে হ'লে যতখানি হওয়া উচিত তা' পারে, অথচ না-পেলেও নয়। এমনতর অবস্থায় সে যখন তার অমনতর ক্ষুধাকে অন্য যা' তার instinct like করে না তা-ই দিয়ে পরিপূরণ করতে বাধ্য হ'য়ে, তার normal চাহিদাকে একটা pose of refusal দিয়ে ignore করতে থাকে—এমনতর অবস্থায়ই libido distorted বা বিকৃত হ'তে আরম্ভ করে।*

---

* "It is folly to pretend that one ever wholly recovers from a disappointed passion. Such wounds always leave a scar. There are faces I can never look upon without emotion ; there are names I can never hear spoken without almost starting." —Longfellow

প্রশ্ন। এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যারা damaged বা wreck, তারা যখনই অমনতর Superior Beloved পায়,—in a moment তার যত বড় অধঃপতনই হোক্-না-কেন, gain ক'রে নিতে পারে।*

কিন্তু যারা distorted, তাদের বেলায়ই গণ্ডগোল একটু বেশী, কারণ তাদের tendrils of attachment-ই insincere, constantly watch ক'রে-ক'রে, তাদের প্রত্যেক complex-এর ভিতর-দিয়েই তাদের goad করতে হয়।† আবার, যিনি goad করবেন, তিনি যদি beloved-এ আপ্রাণ ও অটুট না থাকেন, তবে তাঁরও বিপদ আসতে কিছু আপত্তি নেই—তাই খুব সাবধানে চলতে হয়।‡

---

* "Transference of, or psychological attachment, to the psycho-analyst becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet...... All the symptoms of the patient lose their original meaning and adapt themselves to a new meaning by its relation to transference. Everything depends on the faith one is able to put on the instructor."
—Sigmund Freud

† "Observation shows that persons suffering from narcistic neuroses have no capacity for transference, or only insufficient remains of it. They reject the physician not with hostility but with indifference. That is why he cannot influence them. His words leave them cold, make no impression, and so the mechanism of the healing process which is able to set in motion else-where the renewal of the pathogenic conflict and the overcoming of the resistance to the suppression cannot be reproduced in them. They remain as they are."
—Freud

‡ "Misuse of psycho-analysis is possible in various ways ; above all, transference is a dangerous remedy in the hands of an unconscientious Physician. This excellent method is, of course, only practicable for one person, never for an entire class."
—Sigmund Freud

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার কথাগুলি অনেক লোকে যেমন পছন্দও করে, আবার repelled হ'য়ে গালাগালিও দেয়, তা' হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Distorted যারা,—যখনই তাদের প্রাণের সাথে কিছু সাড়া দেবে, ভেতরে পছন্দ হবে,—তার প্রতি এমন একটা repulsive pose নেয়—যার জন্য গালাগালি দিতে পারে, অত্যাচারও করতে পারে। আর, তারা যে পছন্দ করেছে তার sign-ই হ'চ্ছে, তারা তা'তে active, enthusiastic হ'য়ে উঠেছে।

সাধারণতঃ মানুষ যা' পছন্দ করে না, তা' ignore ক'রে—এমন কি, তা' নিয়ে মনের ভিতর একটা তোলপাড়ই হ'তে চায় না। নিজের daily lfie-এর প্রতি লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়।

কিন্তু কোন ব্যাপারে মানুষ যখনই কোন-না-কোন রকমে interested হয়, তখনই তা' নিয়ে সে automatically active হ'য়ে ওঠে।* তাই, তারা যে পছন্দ করেছে কিংবা তাদের মনে যে লেগেছে তারই sign হ'চ্ছে—তারা actively engaged হ'য়ে পড়ে। আর, এ-রকম হওয়ার কারণই তাদের ঐ libido-র বিকৃতি—distortion, তাদের ভাবার সাথে চলার কোনও মিল নাই। নিজেদের কাছে তারা always insincere—তাই, ঐ repulsion-টা, গালাগালটা exposed হওয়ার ভীতির থেকেই প্রায়শঃই ঘ'টে থাকে—তাদের নিজেদের কাছেও এবং পারিপার্শ্বিকের কাছেও।

* "What we attend to and what interests us are synonymous terms." —'The Will'—William James

৪

১০ই শ্রাবণ, ১৩৪২। স্থান—আশ্রম-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।
কাল—বর্ষণক্ষান্ত প্রভাত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছোট্ট তাঁবুটিতে বসিয়া
নানা-প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, সেদিন যে libido-র কথা বললেন, পরিবারে-পরিবারে শান্তি আনতে হ'লে এই damaged sex দিয়ে তা' কি ক'রে সম্ভব হবে? আর, বিবাহই বা তাহ'লে ঠিকমত সম্ভব হয় কি ক'রে—সমাজে পুরুষ ও নারী যদি এমনধারা damaged হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া যদি আমাদের কাম্যই হয়, damaged আর distorted ব'লে ব'সে থাকলে তো চলবে না। চাই—আমরা যেমনতর অবস্থায় কেন থাকি না,—তাই করতে শুরু করা, যা'তে নাকি আমাদের জীবনটা যতদূর সম্ভব নিরাবিলভাবে ব'য়ে বৃদ্ধির পথে চলতে পারে। তাই, এই অবস্থা আমাদের যতটুকু বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার নিয়মগুলিকে অনুসরণ করতে পারে—immediately তা'তে সবাইকে লাগিয়ে দিতে হবেই। আর, এই অনুসরণই ক্রমাগত আরো হ'তে আরোতর উপযুক্ততায় অধিরূঢ় করবে।*

---

* "Act faithfully and you really have faith, no matter how cold and dubious you may feel...... From our acts and from our attitudes ceaseless inpouring currents of sensation come, which help to determine from moment to moment what our inner states shall be; that is a fundamental law of psychology."

—'Selected Papers on Philosophy'—William James

তাই, আমাদের এই প্রাণে যতদূর আদর্শপ্রাণতা আসতে পারে তার discussion আর culture করতে হবে। পুরুষ যা'তে বিয়ে-পাগলা হ'য়ে কামপরায়ণতায় মেয়েদের দিকে অস্বাভাবিকভাবে inclined না হ'য়ে পড়ে দেখতে হবে।* যতদূর সম্ভব বর্ণ, বংশ, বিদ্যা ইত্যাদি হিসাবে higher worshipable heredity দেখে, শুনে, বুঝে, মেয়েরা যা'তে তাদের বর মনোনীত করতে পারে—পরিবারের ভিতর আলোচনার সহিত তা' সৎ-ভাবে শিক্ষা দিতে হবে।† এক-কথায়, এমনতরই সংস্কার গজিয়ে দিতে হবে—with a fanatic rigidity,—যা'তে মেয়েদের worshipable higher ছাড়া lower-এ—তা' যেমনতরই হোক্, একটা inclination-ই না হয়।‡ নারী ও পুরুষের ভিতরে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি ধ'রে এতদূর একটা honourable excitement চারিয়ে দিতে হবে, যা'তে তা' বিবেক-সন্দীপ্ত হ'য়ে অনবরত দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে কর্ম্মপ্রবণতায় tremendous হ'য়ে ওঠে।

---

* "Man should run after glory, woman after man."

—Nepoleon Bonaparte

"So great is the human soul that some of its beauty is hidden by nearness. It needs distance between it and the beholder to be perceived in its true perspective."

—'Married Love'—Marie Stopes

† "The various problems of marriage should be considered before actual marriage, viz. (1) the question of age (2) the question of health and heredity (3) the question of physical examination (4) the question of preparedness or preparation for marriage (5) the question of delayed procreation (6) the highly important question of compatibility—physical or psychic, on which so often the happiness of marriage rests."

—Havelock Ellis

‡ 'Sometimes a young woman will, for a time, contemplate marriage with an attractive man of lower social class. Such a union should be strongly discouraged ......for it is very unlikely to work out and the woman who has had such an idea seldom repents abandoning it. Lady Chatterlay can never be the happy wife of her peasant lover."

—Havelock Ellis

শিক্ষাগুলিকে এমনধারা একটা practical pose দিতে হবে—যা'তে further theoretical insight-গুলি শিক্ষার্থীদের normal common sense-এর ভিতর-দিয়ে আপনা-আপনিই একরকম গজিয়ে ওঠে ;* examination-এর test-ও ঐ-রকমেরই হওয়া উচিত—ইত্যাদি ভেবেচিন্তে হুড়মুড় ক'রে immediately লেগে যাওয়া। আর, ভাল করতে গিয়ে যদি কোনরকম কিছু মন্দও আসে, তা'তে ঘাব্‌ড়ে যেতে নেই,—বরং এই মন্দগুলি যেন চলার পথকে ভাল ক'রে দেখিয়ে দিতে পারে। আর, আমরা যদি এখনই এমনতর চলনে চলি, ইষ্ট-আলিঙ্গন পেতে আমাদের কতটুকু লাগে বলুন তো?†

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কেউ-কেউ তো ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে গার্হস্থ্যাশ্রমে না ঢুকেই ধর্ম্ম করতে ব'লে গেছেন, কিন্তু আপনি বিবাহের কথা বলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই। আগে বাঁচা ও উন্নতির আরোতর পথে অর্থাৎ বৃহতের পথে চলার নিয়মগুলিকে বেশ ক'রে এস্তামাল ক'রে, অভ্যাসে তার একটা চরিত্র ক'রে নিয়ে যদি সংসারে ঢোকা যায়,‡ তবে তো সেই চলায় মানুষ তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ক'রে,

---

* "The development of desirable traits and characteristics—that intangible something which we call personality—is the chief work of the school."
—Dr. Frank Cody

† বিবাহ-সংস্কারের ভিতর-দিয়ে পুরুষ ও নারীর মিলন যদি বাস্তব হয়, তবে একদিকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন নব-নব কর্ম্মপ্রেরণায় যেমন বৃদ্ধির দিকে অটুটভাবে চলতে থাকে, তেমনি আবার সুপ্রজননে সুসন্তানদানে মানব-দম্পতি সমাজকে উন্নত ক'রে তোলে। আবার, শিক্ষাও যদি বাস্তব হয়, তবেও জাতির বাস্তব উন্নতি সাধিত হয়। এমনতরভাবে জীবন্ত বাস্তব আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বিবাহ-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কারের ভিতর-দিয়ে জাতি দ্রুত কল্যাণ ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে।

‡ এমনিভাবেই প্রতি আর্য্যদ্বিজ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা-সমাপনান্তে সংসারে ঢুকিত। ব্রহ্ম কথাটি আসিয়াছে বৃংহ্-ধাতু হইতে। বৃংহ্-ধাতু মানে বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি

ignorance-এর বাঁধনগুলি কেটে-কুটে, একটা মুক্তির আবহাওয়ার ভিতরে সেবা ও সম্বর্দ্ধনার সহিত তৃপ্তিপ্রেমিক হৃদয়ে, জ্ঞানের উজ্জ্বলতায় পথ দেখতে-দেখতে, অনায়াসে eternal becoming-বিজড়িত স্বর্গসুষমায় মুগ্ধপ্রাণে প্রবুদ্ধ হ'য়ে চলতে পারে—নতুবা যে ঠোক্কর খেতে-খেতেই কর্ম্ম নিকেশ।

বিবাহ করাটা মানুষের একটা normal hankering ;*—মানুষের একটা inner instinct-ই, যেন সে বহু individual-এ পরিণত হ'তে চায়। আর, এই hankering-এর থেকেই হয়েছে স্ত্রী-পুরুষের মিলন-প্রবণতা।† তাই, এই মিলন-প্রবণতাকে এমনতরভাবে manage করতে হবে, যা'তে superior efficient embodiment-এর আবির্ভাবটা একরকম normal হ'য়ে ওঠে‡—তাই, বিবাহ-সংস্কার যদি বিধিমত না হয় তাহ'লে এ কিছুতেই হ'তে পারে না।

পাওয়া। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন করিয়া যাহাতে-যাহাতে বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় তেমনতর চলা, তেমনতর বলা, তেমনতর করা—এক-কথায়, তেমনতর আচরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হ'তে সমাবর্ত্তন লাভ ক'রে প্রত্যেক আর্য্য-সন্তান এই দ্বিজত্বের মধ্য-দিয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করত—ইহাই ছিল আর্য্যসমাজের সাধারণ বিধি।

"ছায়াং যথেচ্ছচ্ছরদাতপত্রঃ
পয়ঃ পিপাসুঃ ক্ষুদিতোঽলমন্নম্ ॥
বালো জনিত্রীং জননী চ বালম্
যোষিৎ পুমাংসং পুরুষশ্চ যোষাম্ ॥" —কাত্যায়ন সংহিতা

* শরতের রৌদ্রে লোক যেমন ছায়ার অধিকারী হয়, পিপাসু যেমন জল চায়, ক্ষুধিত যেমন অন্নলোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে এবং মাতা যেমন শিশুকে চায়, রমণী তেমনি পুরুষকে এবং পুরুষ রমণীকে চায়।

† এর থেকেই স্ত্রীর আর এক নাম দারা। দারা হয়েছে দৃ-ধাতু হতে। দৃ-ধাতু মানে বিদীর্ণ করা। আর, দারা তিনি যিনি স্বামীকে বিদীর্ণ ক'রে বহুতে পর্য্যবসিত করেন অর্থাৎ স্বামী হ'তে বহু সন্তান উৎপাদন করেন।

‡ "It is the first duty of a national state to raise marriage from a perpetual disgrace to the race and to consecrate it as an institution,

আবার, এই বিবাহ যদি উভয়ে উভয়ের cherishing and nourishing হ'য়ে উন্নতিকে excite না করে, তাহ'লে being-এর longevity affected হ'য়ে একটা ভীষণ deterioration-এ নিয়ে যায়। তবেই, বিবাহ করতে হ'লেই, বিধিমত তা'কে apply করতেই হবে—যদি বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের normal কাম্যই হয়—তা' নয় কি?

তবে যাদের এমনধারা অবস্থা হয়েছে—বিয়ে না ক'রেই তাদের উন্নতি অবাধ হ'তে পারে, কিংবা বিয়ে করলে যাদের অধোগতি অনিবার্য্য, তাদের বিবাহ-ব্যাপার হ'তে দূরে থাকাই যুক্তিযুক্ত।*

---

which is called to reproduce the Lord's image, and not monstrous beings, half man, half monkey." —Adolf Hitler

"স্ত্রীষু প্রীতির্বিশেষেণ স্ত্রীষ্বপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥" —চরক সংহিতা

* "Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion, with all the embittering consciousness that escape is practically impossible."

—'Principles of Social Reconstruction'—Bertrand Russel

"They may believe they are in love with each other, whereas their temperament demands a partner of a fundamentally different type."

"We advise against marriage unless the two sexual constitutions complement each other, unless each, so far as can be ascertained from our imperfect knowledge, can give happiness to the other."

—Dr. Magnus Hirshfeld
(Chief of the Sex Institute, Berlin)

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাশ্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থৈরেব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥
স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষরমিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতাত্যন্তং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥" —মনু সংহিতা

অর্থাৎ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিবাহিত হ'য়ে এই গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারে না।

আবার, মহাপুরুষেরা এমন কথা বলেননি যে, বিয়ে ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢুকলে ধর্ম্ম করা অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া হবে না—বরং গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢুকে যা'তে মানুষ এই ধর্ম্মকে অটুট রেখে অনায়াসে চলতে পারে তার কথাই বেশী বলেছেন ; তাদের সম্মানও বেশী দিয়েছেন—আর বাস্তবিক হয়ও তা-ই।* এমন খুব কম ঋষির কথাই বোধ হয় জানেন, যাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রমী নন, বরং অনেকেরই বহু পুত্র-কলত্রাদি ছিল†—তাহ'লে তাঁরা অমন কথা কি ক'রে বলেন?

---

* "গৃহস্থ এবাযজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে ॥" —বশিষ্ঠ সংহিতা

"পিতৃদেবৈর্ম্মনুষ্যৈশ্চ তির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে।
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাৎ তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহী ॥"
—দক্ষ সংহিতা

"যস্মাশ্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থৈরেব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥" —মনুসংহিতা

মনু আবার বলেছেন, "স ত্রীন্‌ এতান্‌ বিভর্ত্তি হি।" অর্থাৎ, পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ ও কীটপতঙ্গাদি গৃহস্থের সেবাদ্বারা প্রতিদিন জীবনধারণ করে। গৃহস্থ জ্ঞান ও অন্নাদিদ্বারা মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিন আশ্রমীকেই ভরণ করে বলিয়া গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ।

"In Manu's opinion, those who are of weak character and have no control over their passions—they are not worthy of Grihasthasram (the householder's high estate)."

—"The Indian Ideal of Marriage"—Rabindranath Tagore

† মহর্ষি বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, অঙ্গিরা, মরীচি প্রমুখ ঋষি ও আচার্য্যশ্রেষ্ঠগণ সকলেরই পুত্র-কলত্রাদি ছিল এবং অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ও পুত্রাদি ছিল। ইঁহারাই ভারতে গোত্রকারক ঋষি নামে পরিচিত। আর্য্য-সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রতি আর্য্য-সন্তান গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিত। তখনও ভারতের আর্য্য-সমাজে চতুরাশ্রম বিকৃত হইয়া ওঠে নাই। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটিল,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম শুধু সন্ন্যাসাশ্রমেই পরিণতি লাভ করিল, আর্য্য-সমাজ চতুরাশ্রমভ্রষ্ট হইয়া পঙ্গু হইতে আরম্ভ করিল।

প্রশ্ন। বিবাহ করাটা বললেন যে মানুষের একটা normal hankering—এই hankering-টাকে জয় করাই তো ধর্ম্ম ব'লে চ'লে আসছে চিরদিন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই। জয় করা যে ধর্ম্ম, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু জয় করা মানে extinct করা কি?* জয় করা মানেই হ'চ্ছে,—যা'কে আমি জয় করি সে আমার property হ'য়ে থাকে,—আমার ইচ্ছামত আমি তা'কে যা' ইচ্ছা করতে পারি। যা'কে আমি জয় করেছি সে আমাকে তার মত চালাতে বা entice করতে পারে না—তাই, এই কামকে যে জয় করতে পারেনি তার তো সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।† Environment তা'কে তো শকুনের মত ছিঁড়ে-ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে সর্ব্বনাশে নিঃশেষ ক'রে দেবে সত্বরই।

তাই, কাম যা'কে কামুক করতে পারে না, সে যে স্বভাবতঃই মুক্ত,—তাই ধর্ম্ম তা'কে সহজেই ধ'রে রাখতে পারে। তাই, যে-পুরুষ কামুকতায় inclined হ'য়ে বিবাহ করতে চায়, সে বিবাহ-ব্যাপারে একদমই অনুপযুক্ত,—আর, যতদিন তার অমনতর সম্বেগ থাকে, ততদিন তার বিবাহ করাও উচিত নয়!

শাস্ত্রে আছে,—মেয়েরা পুত্রার্থী হ'য়ে সদ্ভাবে সিক্ত ও সমুন্নত হ'য়ে স্বামীকে আরাধনা করত। আর, সেই ভাবদ্বারা স্বামী যদি inclined হতেন তবেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তানের জনক-জননী হতেন!‡ তাই, সিদ্ধ ব্রহ্মচারীই

---

* অর্থাৎ জয় করা মানে মুলোচ্ছেদ করা নয়। ইন্দ্রিয়ের দাস না হ'য়ে ইন্দ্রিয় যখন মানুষের দাস হয় তাহাকেই বলে ইন্দ্রিয়-জয়।

"A victory is twice itself when it brings home full numbers."
—Shakespeare

† "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবো।
মহাশনো মহাপাপ্‌মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌॥
ধুমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতং গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌॥" —শ্রীমদ্ভগবদগীতা

‡ "অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥" —মনুসংহিতা, ৯।২৮

বিবাহের উপযুক্ত পাত্র হতেন। কাম তাঁদের বিবাহকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলত না—তাই আর্য্য-বিবাহ কামজ ছিল না, আর তা' হওয়া উচিতও না! বিবাহের ঘটক ছিল নারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি!*

প্রশ্ন। এ যদি বলেন, তবে তো বোধ হয়, দেশে বিবাহ একটাও ঠিকমত হ'চ্ছে কিনা সন্দেহ—আর, তা'তে যে সন্তান হ'চ্ছে, তা'তে তো imbecile-এর সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে।

অপত্য অর্থাৎ সন্তান, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃগণের ও নিজের স্বর্গ এই সমস্তই দারাধীন অর্থাৎ স্ত্রীর উপরই নির্ভর করে।

"স্ত্রীষু প্রীতির্বিশেষেণ স্ত্রীষ্বপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"

—চরক সংহিতা

স্ত্রীতেই প্রীতি, স্ত্রীতেই বিশেষভাবে অপত্য প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে আনত করবে, সন্তান তা-ই হবে। স্বামীর স্ত্রীর ভাব-উদ্বোধনানিরপেক্ষ হ'য়ে আপনা হ'তে সুসন্তান জননের সামর্থ্য নাই। তপস্যা-নিরত-মহাদেবের আরাধনা ক'রে পার্ব্বতীর কুমারের সম্ভাবনা হ'ল। ইনিই কার্ত্তিকেয়—দেব-সেনাপতি। স্ত্রী সদ্ভাবে সমুন্নত হ'য়ে স্বামীকে আরাধনায় আনত করলে সৎপুত্রের উদ্ভব হয় ; আর, স্বামী যদি আপনা হ'তেই স্ত্রীতে আনত হ'য়ে উপগত হয় তবে সুসন্তান হয় না, হয় কুসন্তান—আর এরূপ সন্তান প্রায়ই কন্যা হয়, পুত্র ক্বচিৎ হয়। আবার, পুরুষের এই স্বেচ্ছানতি তাহাকে স্বল্পায়ুও করে।

* "Marriage is not a concession to the weakness and sins of the flesh, but a means of attaining the highest spiritual development."

—Keyserling

* "By many such injunctions and in divers other ways are the Indian people kept reminded that the DHARMA of the householder consists in fulfilling the various claims of Humanity. And further, in Manu's opinion, those who are of weak character and have no control over their passions—they are not worthy of GRIHASTHASRAM (the householder's high estate)."

—'The Indian Ideal of Marriage'—Rabindranath

"Just as in nature it is the female who determines whom she will permit to approach her as mate, so in civilized communities also it is the woman with whom the final decision rests."

—'The Correct Statement of the Marriage Problem'
—Count Hermann Keyserling

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রায় তো তাই-ই। এই বিবাহ-ব্যাপারটা যত শীঘ্র rectified হবে, দেশের atmosphere-ও শীঘ্র পরিষ্কৃত হ'তে থাকবে—'becile' personality-ও ততই grow করতে থাকবে!* আর তা'-দিয়ে তখন আদেশ, দশ ও দেশ সবগুলিই উন্নত হবে।†

প্রশ্ন। কিন্তু আপনি যে বলছেন, নারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি, সেও তো অনেক দূরের কথা। এই বিবাহের সংস্কারের জন্য এখনই আমরা কী করতে পারি?

"No doubt the requisite faculty is inborn with woman. As a type, she has to bear with life. Consequently she is more realistic than man, and her whole psychology is so adjusted as not to sweep aside difficulties but to master them. Neither is her starting-point in marriage ever altogether unfavourable, as she chooses the man and not vice versa ; but in modern life this hardly comes into consideration."

—'The Book of Marriage'

* "ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমরা পুরাকালের বিবাহ-প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়াছি। বাস্তবিক বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথাই এই জাতির ধ্বংসসাধন করিয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে বলিতে সক্ষম তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন, যদি এই জাতিকে রক্ষা করিতে হয় তবে তাহাদের বিবাহ-প্রথার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।"

—Modern Review. 1911 P. 219—Sir Ashutosh Mukherjee

"An uncertain Marriage Law is a national calamity."

—J. P. Senn

"অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

—মনুসংহিতা, ৩/৪২

'Imbecile'-এর 'im' বাদ দিয়ে 'becile' শব্দটি কথাপ্রসঙ্গে শক্তিমান এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

† অর্থাৎ সেইরূপ শক্তিমান ব্যক্তিকে আদর্শ ক'রে তাঁর আদেশে দশ অর্থাৎ জনসাধারণ এবং দেশ ও জাতি সবই উন্নত হবে।

"In all three of his works the Raghu-Vamsa, the Kumar-Sambhava and Sakuntala, India's poet has looked upon marriage as a state of discipline not intended for giving individual happiness, but

শ্রীশ্রীঠাকুর। এখনই আমরা—বয়ঃস্থা হ'লে, মেয়েদের consent নিয়ে তাদের সম্বন্ধ সংঘটন করতে পারি। আর, মেয়েরা যদি তাদের বর অমনতর consent দিয়ে accept ক'রে, তবে তাদের conscience-ই whip করবে তাদের স্বামীকে বহন করতে with a cherishing and nourishing attitude। তা'হলে নারীর 'বধূ'* আখ্যা অনেকটা fulfilled হবে ব'লে মনে হয়।

আর, স্বামীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা যা'তে নিবদ্ধ থাকে, এমনতর difference of age and intellect যা'তে হয়, তা-ও আমাদের করতে হবে।† মহামতি সুশ্রুত বলেছেন, মেয়ে ও ছেলের ভিতর অন্ততঃ দশ হ'তে বারো বছর age difference না হ'লে সন্তান সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল

---

of which the method is the control of desire, and the object to bring about the Slayer of Evil, the superman who will make possible the achievement of heaven on earth. The agony of the poet which we glimpse in each of these springs from his consciousness of the degeneracy which was overtaking society through the flagrant disregard by the Kshatria Kings of the Aryan ideal of marriage, and the poet sends out his call to bring away the union of man and woman from the realm of Kandarpa (Eros) into the hermitage of Shiva, the God. This Indian ideal of marriage can be much more vividly understood from the works of the poet than from any Dharma Shastra." —'The Indian Ideal of Marriage'—Rabindranath Tagore

* বধূ কথাটি আসিয়াছে বহ্-ধাতু হইতে। বহ্-ধাতু (বহন করা) + কর্ত্তরি উ = যে বহন করে।

† "ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

—মনুসংহিতা, ৯।৯৪

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক ব্যক্তি অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে। অর্থাৎ, তিনগুণে অধিক বয়স্ক পুরুষ একগুণ কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহার ন্যূনে বিবাহ করিলে ধর্ম্ম অবসাদগ্রস্ত হয়।

নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।* আমারও মনে হয় তাই। আরও মনে হয়—পনের হ'তে কুড়ি† বছরের difference হ'লেও সুবিধে ছাড়া অসুবিধে হবে না। এগুলি immediately আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—এখনই এগুলির নিয়ন্ত্রণ আমাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বিবাহে যে আপনি মেয়েদের consent নেবার কথা বলছেন, জাপানে, আমেরিকায়ও তো মেয়েরা পতি নির্ব্বাচন করে। কিন্তু

---

* "অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি। ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।" —সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থানম্

পঞ্চবিংশতিবর্ষের কম বয়স্ক পুরুষ কর্ত্তৃক পঞ্চদশবর্ষীয়া নারীর গর্ভ হইলে সেই গর্ভ কুক্ষিতে থাকিয়াই নষ্ট হয় ; আর যদ্যপি সেই গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে সেই শিশু ২।৪ দিনের মধ্যেই মরিয়া যায় ;—আর যদি সেই সন্তান জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহার সকল ইন্দ্রিয়ই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। অতএব অত্যন্ত বালিকাবস্থায় যোল বৎসর কম বয়স্কা স্ত্রীতে ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কর্ত্তৃক গর্ভাধান হওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

"সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥" —আয়ুর্ব্বেদ

"Women should marry when they are about eighteen years of age, and men at seven and thirty ; then they are in the prime of life and the decline in the powers of both will coincide."

"In men the bodily frame is stunted if they marry while they are growing. Since the time of generation is commonly limited within the age of seventy years in the case of man, and of fifty in the case of a woman, the commencement of union should conform to these periods."

"Further, the children, if their birth takes place at the time that may reasonably be expected, will succeed in their prime when the fathers are already in the decline of life, and have nearly reached their term of three score years and ten."

—Aristotle—Translated by Jowth

বিবাহ-বিচ্ছেদও তো সেই-সব দেশে সবচেয়ে বেশী। শুনেছি, জাপানে আজকাল প্রতিদিনই নাকি গড়ে ১৪০টি বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা হয়। আর, আমেরিকা নাকি জাপানকেও হার মানিয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আগেই বলেছি, মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে যা'তে তারা পুরুষে sexually inclined না হ'য়ে* admiration and regard-এ inclined হ'য়ে ওঠে। আর, এটা এমনতরভাবে মেয়েদের মাথায় impress করতে হবে, যা'তে তাদের এ-বিষয়ে একটা fanatic সংস্কারের মত হ'য়ে থাকে। তারা শ্রেষ্ঠ-ছাড়া, regard and admiration-এর উদ্দীপ্তি-ছাড়া, বর হ'তে পারে এ-কথা ভাবতেও যেন ইচ্ছা না করে। অবিশ্যি, এগুলি অর্থাৎ এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধু টাকাকড়ি, ধনজন ইত্যাদির দিক্ দিয়ে নয়।

তারপর পিতা, মাতা বা তত্তুল্য গুরুজনদের কর্ত্তব্য, তাঁরা যেন মেয়েদের গোচরে অর্থাৎ consideration-এ এমনতর qualified quality-র ছেলেকে আনেন, যা'তে তাদের consent দেওয়ার মূলে admiration and regard দ্বারা inclination সম্ভব হয় ; তাহ'লেই এইরকম অবস্থায় যদি তারা consent দেয় তো অনেক সুবিধা হ'তে পারে।

আর একটা বড় কথা হ'চ্ছে এই—মেয়েরা যদি নিজেরা consent দিয়ে বর নির্ব্বাচন করতে পারে, তাহ'লে without any hesitation, বিনা আপত্তিতে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বরকে বহন করার will বা প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে ; তদ্দরুন বিরোধ-বুদ্ধিও কম আসবে—ফলে বাড়ীটা অনেকটা শান্তি এবং উদ্দীপনার ক্ষেত্র হ'য়ে উঠবে। আর, জাপান, আমেরিকায় যে-সব ক্ষেত্রে ঐ-রকম divorce হয়, আমার মনে হয়, তারা

---

* "Manu gives the name GANDHARVA to marriage born of desire. The way to marriage which is shown by the torch light of passion has not for its goal the welfare of society, but the satisfaction of desire." —'The Book of Marriage'—Rabindranath

এ'-রকমভাবে engaged হয় না। যে-রকমভাবে হয়, তা'তে regard and admiration-এ inclined না হ'য়ে sexually inclined-ই হ'য়ে ওঠে বোধ হয়।* তার ফলে এ-রকম হওয়াই স্বাভাবিক।

এদেশের মেয়েদের "স্বামী" আর ও-দেশের "husband"† ঠিক এক কথা ব'লে মনে হয় না। এদেশের মেয়েরা যাঁকে স্বামী ভাবত তাঁর জন্য স্বেচ্ছায় এক চিতায় ম'রে ধন্য হ'ত। তবেই মনে করুন, কতখানি তফাৎ। স্বামীকে তারা existence and embodiment of self-ই মনে করত। তাই তাঁর না-থাকায় এদের একরকম না-থাকাই হ'য়ে উঠত।

আবার দেখুন, মেয়েদের consent নিয়ে বিয়ে দেওয়ার ফল জাপান, আমেরিকায় এত মন্দ হ'লেও আবার এত ভালও আছে, যা'তে অনেক জায়গায়ই naturally regard and admiration-এর পড়তায় প'ড়ে গিয়ে সুখের ঘর-সংসারও সৃষ্টি করেছে। আর, সন্তান-সন্ততিও এমনতর হ'চ্ছে যা'তে এদেশের জীবন হ'তেও ও-দেশের জীবন long-standing, qualified ও better quality-র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—যার ফলে এত hero-র অভ্যুত্থান হয়েছে। এটাকে আরও একটু regulate করলে কি হ'ত তা' তো বলাই যায় না।

---

* "Unfortunately the path of human passion and the path of marriage is strewn with too much wreckage to justify man's faith in the intuition of love. In fact, if our affection is real, we should refuse to embark upon the sea of matrimony, steered solely by Cupid, without clearing papers from science." —Dr. Magnus Hirschfeld

† "A request has come to me from Europe to say something about the Indian idea of marriage. This puts me in mind of the difference between the European and the Indian idea—a differnece which is not merely of outer method, but of inner purpose."
—Rabindranath

স্বামী মানে self, স্ব + আমিন্ = স্বামিন্। আর husband মানে a married man.

প্রশ্ন। মেয়েদের বেশী বয়সে বিয়ে দিলে তো তাদের মন বহুপুরুষে আনত হ'তেই পারে—আর, তাইতো মনু প্রমুখ সংহিতাকারগণ ব্রাহ্ম-বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে গেছেন। এ বিবাহে তো নাবালিকা কন্যাকে পিতা সম্প্রদান করে—তবে আপনি মেয়েদের consent নেবার কথাই শুধু বলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Consent নেওয়া তাদের দিক্ দিয়ে যাদের puberty set up করেছে। আর, ব্রাহ্ম-বিবাহ ভগবান্ মনু সেইখানেই ব্যবস্থা করেছেন, ঋষি বা তত্তুল্য বর যেখানে।*

আবার, মেয়েদের যদি শিক্ষায়, চিন্তা ও চলনে অমনতরভাবে উন্নীত না করা যায়, তবে তো বহুপুরুষে inclination স্বাভাবিকই। তাই, প্রথমে স্বাস্থ্য, তার সঙ্গে-সঙ্গেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে—আর, তা' না করলে ফল কি শুধু-শুধুই সব জায়গায় ভাল হ'তে পারে?†

কিন্তু শিক্ষা ও চলন-চরিত্রের ব্যবস্থা না ক'রে শুধু যদি কেবল আট-দশ বছরে বিবাহ দিয়ে এই বহুপুরুষে inclination-এর হাত থেকে

---

* "আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

—মনুসংহিতা, ৩।২৭

সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যা-বরের আচ্ছাদন ও পূজন-পুরঃসর বিদ্যাসদাচারসম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে যে কন্যাদান তাদৃশ দান-সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলে।

† " All such knowledge should be given her as may enable her to understand and even to aid the work of men. I believe then that a girl's education should be nearly in its course and material to study, the same as the boy's, but quite differently directed. A woman in any rank of life ought to know whatever her husband is likely to know, but to know it in a different way. His command of it should be fundamental and progressive ; hers, general and accomplished for daily helpful use." —John Ruskin

রেহাই পেতে চাওয়া যায় তাহ'লে ঐ ব্রাহ্ম-বিবাহে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর temperamental difference হওয়ার দরুন সাধারণতঃ এতকাল যা' হয়েছে, তা' কি ক'রে রোধ করা যাবে?*

তাই, ভগবান্ মনু কোন বে-হিসাবী কথা বলেননি। ঋষি বা তত্তুল্য বরকে কন্যাদান করলে, তাঁদের সবরকম জানা থাকায়, তাঁরা মেয়েকে educated ও উপযুক্ত ক'রে নিতে পারেন,—temperament বুঝে guide করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের ছাড়া সব জায়গায়ই তো তা' আশা করা যায় না? আর, সংহিতাকারগণ ওদিক্ দিয়ে ও-কথা যেমন বলেছেন,—তেমনি puberty set করেছে এমনতর মেয়ে, পিতামাতা উপযুক্ত বরে যথাসময়ে না দিতে পারলে, অপেক্ষা ক'রে স্বেচ্ছায় বর নির্ব্বাচন করবে, এ কথাও বলেছেন—তা' না?† তাঁদের বলায় কি গলদ আছে?

---

* আট দশ বছরে তথাকথিত ব্রাহ্ম-বিবাহ দিলে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরের মিলও প্রায়শঃই হয় না। কারণ, তা'তে বহু-পুরুষ আনতি হ'তে রেহাই পেতে গিয়ে পরস্পরের মনের ধাতুগত পার্থক্য থাকার দরুন বয়স্কা হ'লেই তা' প্রকট হয়। ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

† "ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ং বরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীত তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥"

—বিষ্ণু সংহিতা ২৪।৪০

যে-সমস্ত কন্যার যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবং ঋতুত্রয় অতিবাহিত হইলে বিবাহ হয় তাহাদের স্বয়ম্বরই বিধি। ঋতুত্রয় অতিক্রম করিলে কন্যার নিজের এই সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য জন্মে বলিয়া এই অবস্থায় ব্রাহ্ম বিবাহ-মতে কন্যা-সম্প্রদান শাস্ত্র-বিগর্হিত। অথচ বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে রজঃস্বলা বয়স্থা কন্যাকে স্বাতন্ত্র্য তো দান করিই না পরন্তু তাহাকে অশাস্ত্রীয়ভাবে ব্রাহ্ম-বিবাহানুক্রমে অবিধিপূর্ব্বক দান করিয়া থাকি। ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
উদ্ধ্বন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥"

—মনুসংহিতা, ৯।৯০-৯১

প্রশ্ন। ধরলাম, মেয়েরা তাদেরই পছন্দমত বিয়ে করল। কিন্তু তা'তেই বা হবে কি? পছন্দেরও তো কত ভুল হয়? একে তো আমাদের মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষাই পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উপযুক্ত শিক্ষা যে পায় না, তার ফলও আমরাই ভোগ করি। আর, পছন্দ ক'রে যে ভুল হয়, তার একটা পার আছে—কারণ, সে বুঝতে পারে, তার স্বেচ্ছাকৃত এই ভুল। ঐ ভুলকে সংশোধন ক'রে নিতে হবে তার-ই অথবা বইতে হবে তা'কেই—বিনা বিরক্তিতে। তাই, সাধারণতঃ চেষ্টাও আসে তেমনতর।

আর, এখন যতখানি ভুল হ'চ্ছে, Consent নিয়ে করলে তার চাইতে কম ভুল হওয়াই স্বাভাবিক—তাই, গড়ে সমাজও পাবে সুস্থের সংখ্যাই বেশী। আমার তো এই মনে হয়—আপনি কী বলেন?

প্রশ্ন। আমিও তো তা-ই বুঝি। কিন্তু আপনি যে বলেন, বিয়ে ঠিক-ঠিক মত চললে, দেখতে-দেখতে আমাদের জাতির সব রকমের সংস্কার কয়েক বছরের ভিতরই হ'য়ে যাবে—তা' কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ পুরুষ মেয়েদের নিকট admired হ'তে চায়, উদ্দীপ্ত হ'তে চায়, honourably উদ্দীপ্ত দেখতে চায়—মেয়েদের নিকট গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকা পুরুষের যেন একটা তৃপ্তি।* ছেলেদের

পিত্রাদিরা যদি গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, পরে স্বয়ম্বরা হইবে। পিত্রাদি কর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি স্বয়ং ভর্ত্তাকে বরণ করে তাহাতে কন্যার এবং উক্ত ভর্ত্তার—কাহারও কোনই দোষ হয় না। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে প্রায় কন্যাই ঋতুমতী হইয়া বিবাহিতা হয়; কিন্তু অভিভাবকগণ বয়ঃস্থা ঋতুমতী কন্যাকে অবিধিপূর্ব্বক বিদ্যা ও আচারহীন বরকে অশাস্ত্রীয়ভাবে এক বিকৃত ব্রাহ্মবিবাহানুক্রমে বিবাহে সম্প্রদান করেন। এই বিকৃত বিবাহ-প্রথাই আজ পারিবারিক শান্তি ও সুপ্রজননের অতীব বিরোধী।

* "It is the type of an eternal truth that the soul's armour is never well set to the heart unless a woman's hand has braced it; and it is only when she braces it loosely that the honour of manhood fails." —'Sesame and Lilies'—John Ruskin

একটু বয়স হ'লেই যৌবন স্পর্শ করলেই দেখতে পাওয়া যায়—তাদের পরণ-পরিচ্ছদ, চাল-চলন সব বদলে যাচ্ছে—অবশ্য মেয়েদেরও তেমনি। তার মূলে আছে, উভয়ে উভয়ের নিকট unconsciously admired হতে চায়, interested হ'তে চায়।

তাহ'লেই, মেয়েদের চাহিদা যদি অমনতর উন্নত হয়, তাদের চেয়ে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ যারা তাদেরই কাছে তারা আদৃত হ'তে চায়, সেবায় সার্থক হ'তে চায়, তবে পুরুষদেরও একটা normal inclination-ই হবে তা' fulfil করা। এতেই যে একটা কী pushing thrash দেবে towards upheaval অর্থাৎ উন্নতির দিকে—তা' আর বলা যায় না।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, শুধু পছন্দের উপর দাঁড়াতে গেলে তো দেখা যায়, বামুনের মেয়ে কায়েতের বা অন্য নিম্নবর্ণের ছেলেকেও পছন্দ করতে পারে? তাহ'লে তো প্রতিলোম সংমিশ্রণ হ'ল, তা' কি ভাল? কতই তো দেখা যায়, বামুনের ছেলে কায়েতের বা বৈশ্যের ছেলের সঙ্গে পড়াশুনায়ও পারে না, অর্থোপার্জ্জনেও পারে না!

"স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাস্ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে॥"

—মনুসংহিতা, ৩।৬২

"There is nothing by which I have through life more profited than by the just observations, the good opinions, and sincere and gentle encouragement of sincere and amiable woman."

—Sir S. Romilly

"The more human an individual is, the more profound remains his yearning for his other half."

—'Marriage as an Analytical Situating'—Hans von Hattinberg

* "As the woman becomes a female only through the man, so also the man proves himself as a male through the woman."

—The Book of Marriage

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের ভিতর যে instincts থাকে, সেগুলি তার quality-র বীজস্বরূপ, আর, মানুষের temperament হ'চ্ছে,—সেই বীজগুলি থাকতে পারে এমনতর আধার এবং insulation, তাই inherent instinct-গুলিকে* qualification-এ উদ্দীপ্ত, মূর্ত্ত করতে হ'লে temperament-মাফিক nourishment-এর দরকার। তা' না দিলে,—ব্রাহ্মণই হোক, ক্ষত্রিয়ই হোক, আর বৈশ্যই হোক,—instinct-গুলি germinate করে না, আর, germinate করলেও তাদের educated growth হয় না।† তাই, যে temperament-এ যেমনতর nourishement দরকার, তারই উপর তার উপযুক্ত growth নির্ভর করে —আর, তা' করলেই, আপনিই দেখতে পাওয়া যায় কেমনতর কী হয়।

---

* "The inborn reflexes are characteristic of the central nervous system of any whole class of animals. They are transmitted by heredity. Some of them do not appear until a definite age is reached, some disappear in senility, but in each case always to appear in the next generation...... Some of these reflexes may be extremely complex and involve a series of successive reflexes, or be of an elaborate integrative nature forming chairs of reflexes following one another and presenting different groupings. What is generally known under the rather ill-defined name of INSTINCTS is probably nothing but a very complex integration of these inborn or unconditioned reflexes." —Physiology—Starling

† "Heredity or nature provides whatever potentialities we possess, environment or nature determines whether or not, they shall be realized in actuality."

—'Educational Psychology'—Peter Sandiford

"The descendants of the founders of American civilization may still possess the ancestral qualities. These qualities are generally hidden under the cloak of degeneration. But this degeneration is often superficial. The sons of very rich men, like those of criminals, should be removed, while still infants, from their natural surroundings. Thus separated from their family they could manifest their hereditary strength."

—'Man the Unknown'—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

শুধু superficial dealing আর acquisition-ই তো মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। তা' তো inferior instinct থাকলেও মুখস্থ ক'রেও হ'তে পারে, কিন্তু habits and behaviour-এর ভিতর-দিয়ে ব্যক্তিত্বে ব্যক্ত হ'য়ে যে ওঠে না—তা' একটু দেখলেই ভাল ক'রেই বোঝা যায়।* দেখতে হবে, তার instinct-গুলি কেমন—যা' নাকি মানুষের habits and behaviour-এর ভিতর-দিয়ে বুঝতে পারা যায়,—আর, তার acquisition-গুলি—তা' লেখাপড়াই হোক আর অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতাই হোক—normal higher instincts-এর উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, কোন আদর্শকে fulfil করতে তা তার অস্থিমজ্জায় পরিণত হ'য়ে গেছে কিনা? নইলে superficial dealing, টাকাকড়ি আর পুঁথিপড়া acquisition-এর উপর শ্রদ্ধা ও পছন্দ শুধু lower inferior instinct-এরই পরিচয় দেয়।† পছন্দ জিনিসটার মূলে থাকে

---

* "মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্যদ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করে।"

—'বিবাহ-রহস্য'—শ্রীরাধানাথ দত্তচৌধুরী

"সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃ-প্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥"

—বিষ্ণু সংহিতা, ১৬/১৭

"ইহারা অপ্রকাশ্যভাবেই থাকুক বা প্রকাশ্যভাবেই থাকুক, ইহাদের স্বকর্ম্ম (habits and behaviour) দেখিয়াই চিনিয়া লইবে যে ইহারা বর্ণসঙ্কর।"

"মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচার-নিরত হইলেও তাহার জাতি-স্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।"

—"ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি"
—মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৮ অধ্যায় "বিবাহ-রহস্য" হইতে উদ্ধৃত

† "বেদাস্ত্যগশ্চ যজ্ঞশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥"

—মনুসংহিতা, ২/৯৭

বিশেষভাবে দুষ্টভাবাপন্নদিগের বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না।

মানুষের instincts—আর instinct-মাফিক temperamental normal acquisition দেখেই তা' স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে আত্মসমর্পণ করতে চায়। যেখানেই এর ব্যত্যয় ঘটে বা ঘটেছে, সেখানেই কোন-না-কোন anomaly বা distortion crop up করছে—এ অতি নিশ্চয়।

আবার, কোন-কিছুর আবাদ কম হয়েছে এমনতর জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়, সেই soil-এর উপযোগী বীজগুলির এমনতর একটা virile growth হয়, কোন আবাদ বেশী হয়েছে এমনতর জায়গায় উত্তম পরিপোষণেও তা' হয় না। সেইজন্য আবাদ কম হয়েছে এমনতর জায়গায় যদি সাধারণতঃ আবাদ হয়, এমনতর জায়গায় উত্তম বীজ উপ্ত করা যায়, তার ফসল যে খুব ভাল হয়, তা'তে কারও সন্দেহ নেই। তেমনই উচ্চবর্ণের ছেলে যদি গ্রহণোপযুক্ত নিম্নবর্ণের মেয়ের সহিত মিলিত হয়—সাধারণতঃ ফল ঐরকম উত্তমই হ'য়ে থাকে।* কারণ, নিম্নবর্ণের

---

* "As a matter of fact, in the crosses between unequal human races the fathers in the vast majority of instances belongs to the superior race."

—Edward Westermarck, Ph. D., Hon L. L. D.,
Professor of Sociology in the University of London

"অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ" —যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১/৯৫

অর্থাৎ, প্রতিলোম বিবাহে জাত (অর্থাৎ উচ্চবর্ণের কন্যাতে নিম্নবর্ণের পুরুষ-সংসর্গে জাত) সন্ততি অসৎ ও অনুলোমজ (অর্থাৎ নিম্নবর্ণের কন্যাতে উচ্চবর্ণের পুরুষের) সন্ততি সৎ।

"There are often discussions as to the causes which brought about the decay of the Roman Empire. There are doubtless more than one at work but foremost I place this—

That the aristocracy, the plutocracy rather including wealthy plebeians as well as patricians were unable to enrich their impoverished blood by intermarriage with the scions of a sturdy unenervated lower class. There was no such class beneath them...... The mass of the people were slaves, between whom and the free citizens there was no inter-marriage."

—'Darwinism and Modern Socialism'—F. W. Headley, F. Z. S.

নারী যারা তাদের ভিতর higher instincts-এর আবাদ কম হওয়ার দরুন—তাদের একটা normal hankering of perfect fulfilment থাকার দরুন, উচ্চবর্ণের পুরুষদের ভিতরে যত রকমে যতখানি in all respects fulfilling instinct-গুলি সহজ perfection-মুখর উত্তম বীজের মত হ'য়ে আছে ব'লে, তারা সশ্রদ্ধ আনতিতে উচ্চবর্ণের পুরুষের দিকেই স্বতঃই inclined হ'য়ে থাকে।* আর, ঊর্দ্ধে এই normal inclination-এর দরুনই তাদের libido একটা uphill enthusiasm-এর ভিতর-দিয়ে active service-এর আকুতিতে acquisition-কে সহজ উৎসারণায় দক্ষ ক'রে instinct-এর সম্পদ্শালী হ'তে থাকে।† এই হ'ল মানুষের normal uphill tendency ; কিন্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে, special instincts-এর hereditary chain-এর ভিতর কোন anomaly এসে পড়েছে, সেখানে আমরা doubt করতে পারি, হয়তো এটা superficial dealing of acquisition যা' instinct-এর মত ধাতস্থও হ'য়ে ওঠেনি, আর, self-এ automatic হ'য়েও ব্যক্তিত্ব লাভ করেনি—তা' অল্পবিস্তর nurturing-এই normal বৈশিষ্ট্যে ফিরেই আসে,—আর, নয়তো anomalous প্রতিলোম interpolation—যার

"There are signs now that the softening process is extending downwards. If it ever reaches the base of our society. So that the whole mass of the nation live in comfort and luxury, then we shall be in the position of an exclusive aristocracy between which and the commoners there is no inter-marriage. Such an aristocracy, before many generation have passed, sink into decrepitude."

—F. W. Headley, F. Z. S.

* "Woman refuses to lower herself." —M. de Quatrefages

"Lady Chatterlay can never be the happy wife of her peasant lover." —Havelock Ellis

"A woman cannot love a man she feels to be her inferior."

—Madame Dudevant

cultural atmosphere-এর সঙ্গে environmental pressure দিয়ে eugenic upliftment-এর পথে ছাড়া উন্নতি ও resolution দুরূহ।*

তাই, social upliftment-এর দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে গেলেই interpolated exception-গুলি দিয়ে সবটা consider করলে তো চলবে না। তবেই principle of evolution-এর দিকে নজর রেখে তারই যথাবিধি অনুলোম-ক্রমিক adjustment ও nurture infuse করতে হবে। তাই আমি বলি, যথাযথভাবে মেয়েদিগকে nurturing atmosphere-এ রেখে, তাদের ভিতর ঐ fact-গুলি infuse করলেই সংস্কার-মাফিক পছন্দগুলিও এমনতর মাথাতোলা দেবে যা'তে তারা মৃত্যুকেও সহজ মনে করতে পারবে, কিন্তু ন্যূনতাকে কিছুতেই আলিঙ্গন করবে না—অবশ্য interpolated case-গুলির অন্য কথা—আর এ'

---

* "যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্॥
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্ত্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ॥"

—মনুসংহিতা, ৯/২২-২৩-২৪

"ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যনাং সিদ্ধিকারণম্॥"

—বিষ্ণু সংহিতা, ১৬/১৮

ব্রাহ্মণের জন্য, গাভীর জন্য, নারী ও বালকের উদ্ধারার্থ প্রাণদান বাহ্যগণের অর্থাৎ প্রতিলোমসম্ভূতদিগের সিদ্ধির প্রতি কারণ।

"গো, ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ—এইগুলিই প্রতিলোমজদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।"

—'ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি।'

কি-মেয়ে, কি-পুরুষ সবারই, যার যেমন খাটে। অনুলোম যে ধর্ম্মদ—তাই শাস্ত্রানুমোদিত, আর, প্রতিলোম যে ঠিক তার উল্টো—তাই নিন্দনীয়*—এ' কথা পুরুষ-নারী-নির্ব্বিশেষে একটা সহজ-সংস্কারের মত ক'রে সমাজে সবারই ভিতর চারিয়ে দিতে হবে।

---

* "প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ"

—বিষ্ণু সংহিতা, ১৫/৩৬

অর্থাৎ, প্রতিলোমা স্ত্রীতে জাত সন্তান অভাগী।

আবার বলেছেন,—"প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ"—অর্থাৎ, প্রতিলোমা নারীতে আর্য্যবিগর্হিত সন্ততি জন্মে।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥"

—মনুসংহিতা, ১০/৪১

অনুলোমক্রমে জাত যারা তারা দ্বিজধর্ম্মী; প্রতিলোম যারা তারা শূদ্রধর্ম্মী—

৫

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪২। স্থান—আশ্রম-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।
বর্ষার জলধারা মাঠ ছাপাইয়া আশ্রমের সামনের বাঁধে আসিয়া ঠেকিয়াছে।
পদ্মার জল মাঠ ভরিয়া থই-থই করিতেছে।
শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছোট্ট তাঁবুতে বসিয়া
নানা-প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বর্ণাশ্রম বর্ত্তমানে তো নেই বললেই হয়—আছে শুধু পরস্পরে দলাদলি আর ঘৃণা। বর্ত্তমানে জাতিভেদ যা' উপকার করে, অপকার কি তার চেয়ে বেশী করছে না? কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে তো দেখি হিট্‌লার, মুসোলিনী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নাকি বর্ত্তমান সভ্যজগতেও আবার ঐ-রকম কি সব মানতে আরম্ভ করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বর্ণ জাতি নয়কো।* বর্ণভেদ মানেই different classes of culture—যা' নাকি একটা বা কতগুলি family-র ভিতর পুরুষ-পরম্পরায় চলছে। An undeteriorative, characteristically individualised grouping of instincts that are inherited through heredity in various phases and varieties with an admiring urge and inclination for eternal furtherance হ'চ্ছে বর্ণ in the true sense of the term. আর, সেই-সেই family-তে সেই culture-এর instinct-গুলিও প্রত্যেক individual-এর ভিতর

---

* বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সহজসংস্কারমূলক মানবের এই চতুঃশ্রেণী-বিভাগকে বর্ণাশ্রম বলে, আর প্রতি বিভাগকে বর্ণ কহে। আবার আর্য্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো—ইহাদের জাতি বা race বলিয়া থাকে।

more lively—তাই, এই রকমে অনেক বর্ণ স্বাভাবিকই। সেইগুলিকে চারিটি grand division-এর ভাগ করা হয়েছে—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আর এ' সব দেশে আছেই—আর, থাকতেই হবে।

যে-বর্ণ বা যে-বর্ণগুলি nourish এবং elate করে ও fulfil করে through love and sevice, সেই বর্ণ বা সেই সেই বর্ণ—যাদিগকে fulfil করছে তাদের কাছে normally regard and admiration পেয়েই থাকে। কারণ, তারা বর্ণের interest-কে elate ও elevate করছে with love, nourishment and service। সেই রকমে ব্রাহ্মণ যাঁরা তাঁরা অন্যান্য সকল বর্ণকে fulfil করেন ব'লে, তারাই বলছে, 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।' ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতিও যেখানে, যেমনতর, যতটুকু—সেই জায়গায় ঠিক তেমনতর, ততটুকুই admiration and regard পেয়ে এসেছে।

তাহ'লেই, বর্ণভেদ জাতিভেদ নয়কো। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরায় এদের ভিতর কোনই difference নেইকো, শুধু honourable treatment ছাড়া।* তাই, যে বর্ণ যত অধিককে service দিয়ে fulfil করতে পেরেছে with auto-initiative responsibility, regard বা admiration-এর

---

* "এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্ ॥"

—মনুসংহিতা, ৪/২৪৭

কাষ্ঠ, জল, ফল, মূল, অযাচিত অন্ন—এ সকল শূদ্রাদি পর্য্যন্ত সকল লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়।

"কুলটাষণ্ড-পতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ" —যাজ্ঞবল্ক্যবচন

বেশ্যা, ক্লীব, পতিত ও শত্রু ব্যতীত সকলের নিকট হইতে অন্নগ্রহণ করিতে পার।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইহারা সকলে পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারে।" —মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব। ১৩৫—১/৪

আসনও সেখানে ততখানি যে পায় বা পেয়ে এসেছে, তা'তে আর বলবার কী আছে? কারণ, এ রকমটা করাই সমাজ ও জাতির দিক্ দিয়ে স্বস্থতার ও উন্নতির লক্ষণ।*

এই বর্ণগুলি তো জাতি-হিসাবে একই, কিন্তু বর্ণ তো জাতি (race) নয়। কেননা, জাতি তা-ই যা' নাকি কোন একই stock থেকে descend করে,—যার ভিতর কোন সমাজ বা individual-এর difference থাকে না। আমরা সবাই Aryan stock-এর মানুষ—তাই জাতি-হিসাবে কোন difference নাই। আর, মানুষের জীবনের ও যাপনের প্রয়োজনীয় যা-কিছু তার এক-একটা দিক্ এক-একটা family যদি সাধারণতঃ culture করে এবং সবাইকে fulfil করে service দিয়ে, তাহ'লে যাদের তারা fulfil করছে, যাদের interest-কে elated ও active ক'রে তুলছে,—তাদের সাথে difference হওয়াটাই যে ঘোর অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই, সত্যিকার বর্ণাশ্রম কোথাও কোনরকম অবনতি তো আনতেই পারে না, বরং এই বর্ণাশ্রমের অভাবই সমূহ ক্ষতি এনে দিয়ে থাকে, হয়েছেও তা-ই। দিক দেখি বর্ণাশ্রম মাথাতোলা তার সমস্ত responsible autoinitiative serving zeal নিয়ে,—দু'দিনের ভিতর

---

* "To-day, the week should not be artificially maintained in wealth and power. It is imperative that social classes should be synonymous with biological classes. Modern nations will save themselves by developing the strong—not by protecting the weak."
—'The Remaking of Man'—Alexis Carrel

"......অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ্-যজুঃ-সাম-সংস্কৃতম্।
ব্যবহারানুরূপেণ ধর্ম্মেণচ্ছলবর্জ্জিতম্।
ক্ষত্রিয়স্য পয়স্তেন ভূতানাং যচ্চ পালনম্॥
স্বকর্ম্মাণা চ বৃষভৈরনুসৃত্যাদ্যশক্তিতঃ।
খলযজ্ঞাতিথিত্বেন বৈশ্যান্নং তেন সংস্কৃতম্॥"
—আপস্তম্ব সংহিতা

কী দাঁড়ায় দুনিয়াটা অবাক্ হয়ে দেখে নেবে!* আর, আর্য্য-বর্ণাশ্রম কতখানি যে scientific, কতখানি reasonable, আর, কতখানি efficient, তা' দেখে স্তম্ভিত হ'তে হবে না এমনতর কেউ থাকবে ব'লে মনে হয় না।† হিটলার, মুসোলিনী কেন, যাঁরাই বুদ্ধিমান, সমঝদার, যথার্থ মঙ্গলকামী—তাঁদেরই কাম্য হবে এই,—এটা নেহাৎই সত্যি।

---

* "The establishment of a hereditary biological aristocracy through voluntary eugenics would be an important step toward the solution of our present problems."

—Alexis Carrel, Nobel Laureate

† "I think that in the future we may find, in another guise, the caste system which has held away for so many centuries in India."

"The original idea was, of course, this breeding of men particularly suited to our task. Lacking our scientific knowledge early philosophers were yet wise enough to see that if a group of families engaged, for example, in gardening did not mingle freely as regards marriage with other families who were moneylenders, the children to come would probably be better and better gardeners. In essence these philosophers were right."

—J. S. Crowther, the renowned Physicist

"In fact, the separation of the population of a free country into different classes is not due to chance or to social conventions. It rests on a solid biological basis, the physiological and mental peculiarities of the individuals. In democratic countries, such as the United States and France, for example, any man had the possibility during the last century of rising to the position his capacities enabled him to hold."

—'Man the Unkonwn'—Dr. Alexis Carrel

"The fundamental principle of our social system is inequality, and on that its health depends. It is made up of a number of strata, the conditions of life being on the whole less hard in any stratum than in the one below it...... They have to be constantly replenished from below."

—'Darwinism and Modern Socialism'

"To disregard all these inequalities is very dangerous. Individual inequalities must be respected. In modern society the great, the small,

প্রশ্ন। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান needs-অনুসারে নতুন-নতুন নিয়মই তো প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন? অনেকে আবার বলেন, আর্য্যনীতি সনাতন ও অপরিবর্ত্তনীয়—তার মানে? ওদিকে আবার একদল মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র ঘটা ক'রে পুড়িয়েই ফেল্‌ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' মানুষের অস্তি-বৃদ্ধির prime law, তার নিয়ন্ত্রণ সকল সময়েই সমান—যেমন, সেকালেও মানুষের রক্ত লালই ছিল, এখনও আছে—তা' সব দেশেই। তবে পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অভ্যস্ত রকমাদির তারতম্যানুসারে যা-কিছু। ঐ বিজ্ঞানবিদ্ ঋষি-ব্রাহ্মণ মনু—তিনিও তাঁর আইনের ভিতর এমনতর নিয়ন্ত্রণের কথাও নিজেই ব'লে গেছেন।* জীবন থাকলেই তার কতকগুলি চলা ঐ থাকার

---

the average, and the midiocre and needed. But we should not attempt to develop the higher types by the same procedures as the lower. The standardization of men by the democratic ideal has already determined the predominance of the weak."

—'Man the Unknown'—Dr. Alexix Carrel

"The only way to obviate the disastrous predominance of the weak is to develop the strong. By making the strong still stronger we could effectively help the weak. Instead of levelling organic and mental inequalities we should amplify them and construct greater men." —'The Remaking of Man'—Alexis Carrel

* "উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥"

—মনুসংহিতা, ২/১৫

এছাড়া নানাবিধ আপদ্ধর্ম্ম আপৎকালে পালন করিবার বিধিও ভগবান্ মনুই দিয়াছেন।

"The ball has gone on rolling ever since, and each succeeding legislator—from the great anchorite of Kalyana to the philosophic lawyer of Triveni—has been adding impetus by the force of his genious to its never-ceasing motion."

—'Foreward to the Principles of the Hindu Law of inheritance.'
(Tagore Law Lectures, 1880
Ashutosh Mukherji, Judge, High Court)

নিয়মকে পরিপূরণ ক'রেই থাকে,—জীবন রাখতে হ'লে, ঐ রাখার নিয়মকে তেমনি ক'রেই পালন করতেই হয়—আর এটা চিরন্তন। আপনাদের সেই অতীতের বৈজ্ঞানিক Faraday, Lavoisier প্রমুখ মনীষীরাও তাঁদের আবিষ্কারের যে সমস্ত principal laws দিয়ে গেছেন, তা' কি এখনও তেমনিভাবেই নেই?—তবে, তাদের fulfilment-এর ভিতর-দিয়ে আরও উন্নত স্তরে পর্য্যবসিত হ'চ্ছে—আর, তা' চিরকালই হ'তে থাকবে। তাই ব'লে prime যা' তা' কখনও নষ্ট হয়নি, হবেও না।

মনুসংহিতা পোড়াতে পারে, কারণ, তা' কালির অক্ষরে সাদা কাগজে লেখা ; কিন্তু মনুর যে বস্তু-বিজ্ঞান—মানুষ থাকতে, কি বস্তু থাকতে—তা'কে ছাই করা যাবে কিনা এটা একটা চিন্তার বিষয় নিশ্চয়। মনুর কদর্থ করলেই তো মনুর কথা বলা হ'ল না।* একটা মানুষকে যদি কতগুলি ভাল্লুক একবাক্যে বলে, "সবাই যা'কে মানুষ বলে, সে কিন্তু মানুষ নয়, ভাল্লুক"—কথাটা ভাল্‌কে হ'তে পারে, তাই ব'লে মানুষ আর ভাল্লুক হবে না নিশ্চয় বোধ হয়?

প্রাচীনকে যারা উৎকর্ষপ্রাণ ক'রে তুলতে পারে না, প্রাচীন কী বলে—কল্পনার চোখ দিয়ে প্রাচীনে উপস্থিত হ'য়ে তা'কে করতে-করতে অর্থাৎ with every solution in steps এসে present-এ উপনীত

---

* মনুসংহিতার নানাবিধ কুভাষ্য, টীকা বা কদর্থ হইলেও তা' মনুসংহিতার দোষ হইতে পারে না—ঐ কদর্থেরই দোষ। সঙ্কীর্ণমনা নানাবিধ টীকাকারের দোষে ভগবান্ মনুর নামে সমাজের প্রয়োজন ও বৃদ্ধির প্রতিকূল কত কী চলিয়া যাইতেছে; তাই বলিয়া তাহার জন্য মনুসংহিতা দোষী হইতে পারে না। মানবসমাজের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির অনুকূল মূলনীতি-সমূহই এই পরমকল্যাণকর সংহিতায় রহিয়াছে। ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

"That India has been falling despite the possession of Manu's system is due to the neglect of the principles of that system through degeneration of character and vice versa ; that she is still alive is due to the remnants of observance of those principles."

—'Ancient vs Modern Socialism'

হ'তে পারে না—তার সব সার্থকতা নিয়ে, তাদের নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে হাত দেওয়াই তো একটা বাতুলতা ব'লে মনে হয়।* তাদের সব নিয়ন্ত্রণই যে একটা ব্যর্থতায় উপনীত হ'য়ে সর্ব্বনাশে গা ঢেলে দেবে, সে-সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে? তাদের ঢেলে সাজা ছাড়া আর উপায় নেই। ঢালার ফলে আপনা-আপনি প্রকৃতি যেমন ক'রে সেজে দেয় তেমনি সাজাই চ'লে থাকে। তারা কিন্তু ঢালতেই পারে, সাজতে পারে না। আর, যারা সাজতে পারে তাদের আর ঢেলে সাজতে হয় না। তাই যারা ঢালে কিন্তু সাজতে জানে না, তাদের ঢালার পর সাজায় প্রকৃতি নিজে। কোকেন খেলে নাকি চূণ বড়ই মিষ্টি লাগে,—বোধ হয় চূণের তোড়ে মুখের এক-আধটু সাড়া-টাড়া আসে।

---

* প্রাচীন সমাজের প্রয়োজনানুসারে কি কি নিয়ম কোন্-কোন্ সময়ে কেন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা সম্যক্ অনুধাবন করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনানুসারে নিয়ম ও বিধিকে মানুষ কিছুতেই সঠিক প্রয়োগ করিতে পারে না। প্রাচীনকে বাতিল করা যেমন নির্বুদ্ধিতা, প্রাচীনকে আবার বর্ত্তমানে হুবহু-প্রয়োগ করাও বাতুলতা। প্রাচীনের সমগ্র অভিজ্ঞতা মন্থন করিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়াইয়া জীবনবৃদ্ধির নীতিকে সমাজের বর্ত্তমান অভাব ও প্রয়োজনপূরণার্থ সময়োপযোগী সঠিক প্রয়োগই সমাজ-সংস্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা—ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

"Our individuality, as we know, comes into being when the spermatozoon enters the egg. But before this moment the elements of the self are already in existence, scattered in the tissues of our parents, of our parents' parents, and of our most remote ancestors. We are made of the cellular substances of our father and our mother. We depend on the past in an organic and indissoluble manner. We bear within ourselves countless fragments of our ancestors' bodies. Our qualities and defects proceed from theirs. History cannot be set aside. We must, on the contrary, make use of the past to foresee the future and to prepare our destiny."

—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

প্রশ্ন। আচ্ছা, Hitler যে purity of Aryan blood-এর জন্য এত কী ক'চ্ছে—আপনি তো তা' বলেন না? আপনি তো অনুলোম racial intermixture of blood-এর পক্ষপাতী—তা'তে কি Aryan blood-এর purity নষ্ট হবে না বা হয়নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের বাঁচতে হ'লেই যেমন আহারের প্রয়োজন, আবার রোজ একই আহারে উপযুক্ত পরিপোষণ যেমন হয় না,—আহার্য্যগুলি যেমনতর সব-সময়েই শরীর-বিধানের পরিপোষণী হওয়াই চাই—আহার্য্যগুলি যেমন শরীর নয়কো—তার পুষ্টি ও পোষণ, তেমনি জাতির রক্তকে রক্ষা করতে হ'লেও,—অমনতরই, তার পোষণ দিতে পারে এমনতর পোষণীয় রক্তের প্রয়োজন।

এই পোষণীয় রক্ত—যা' আর্য্য নয়—তা' দ্বিজ-বৈশ্যদের ভিতর-দিয়ে উপযুক্ত রকমে পরিশ্রুত ক'রে আর্য্যদ্বিজদের রক্তকে পোষণে সতেজ করার প্রথা ঋষিরা নির্দ্ধারণ করেছিলেন।* জাতির রক্তকে সঞ্জীবিত, সঞ্চেতিত, সংবুদ্ধ ক'রে পোষণ-পুষ্ট ক'রে রাখার ঋষি-প্রবর্ত্তিত

---

* "When artificial limitation takes place a naturally strong and fertile stock produces very probably no more scions than a feeble and infertile one. Hence in the upper classes where such limitation is commonly practised, degeneracy is constantly tending to show itself, and happily, is constantly checked by the infiltration of new blood from below."

—'Darwinism and Modern Socialism'—F. Headly, F. Z. S.

"স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥"

—মনুসংহিতা, ২/২৪০

স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্প সকলের নিকট হইতে সংগ্রহীতব্য।

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাচ্চাপি" —শান্তিপর্ব্ব, ১৬৫—৩১।৩২

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি॥ তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য॥ দ্বে বৈশ্যস্য॥"

নিয়মগুলি দ্বারা আর্য্য ব্যক্তিগণ যত-কাল, যত বেশী নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন, আর্য্য ব্যক্তি, আর্য্য পুষ্টি ও পোষণে পরিপুষ্টি লাভ ক'রে, অজেয় উদ্বর্দ্ধনশীল কৃষ্টিমুকুটে পরিশোভিত হ'য়ে,—অমৃতগৌরববাহিনী বেদবিজ্ঞতায় পৃথিবীর প্রতি-জাতিকেই সঞ্জীবিত করার জীবনীয় প্লাবনের অঢেল চলনায় বহুযুগ ধ'রে উন্নত ও পুণ্য চলৎশীল হ'য়ে চলেছিল।* আবার, যখনই অনার্য্যবৃত্তি-মুখর, কুটিল, রঙ্গিল, কামলোলুপ, ভঙ্গীবিলোল স্মরশাসনে মুগ্ধ হ'য়ে সেই অমৃতকৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণের সম্বেগ হ'তে আত্মহারা ভ্রান্তির মোহ-বিভোরতায় গা ঢেলে দিল—রুদ্ধ ক'রে তাদের আত্মচেতনাকে,—সঞ্জীবিত ক'রে রাখতে পারলে না, আর্য্যাবর্ত্ত তখন হারাল—এমন হারান হারাল, এখনও তারা আর ফিরে পাবার পথে দাঁড়িয়েও সে-পথের পন্থীও হ'তে পারলে না।

বৈশ্যই প্রথম শুচীকৃত অনার্য্য অর্থাৎ শূদ্রা কন্যা বিবাহ করিবে। তার সন্তান অর্থাৎ বৈশ্য কন্যাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য গ্রহণ করিত। ইহাই আর্য্য চিরন্তন বিধি।

"Whereas continuous and close in-breeding among the higher animals may lead to general deterioration and sterility, there consequences may be obviated and the relatively infertile re-juvenated by access to a new environment."

—'Introduction to Sexual Physiology'—Marshall, F. R. S.

"ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাহ দিতে থাকিলে জাতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়। পক্ষান্তরে প্রশস্ততর ক্ষেত্রের স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হ'লে জাতি নতুন রক্ত ও নব বল পায়। আমরাও দেখিতেছি সকল স্থলেই পিতা অপেক্ষা পুত্র ক্ষীণকায় হ্রস্বদেহ ও দুর্ব্বল হইতেছে।" —মহাভারত মঞ্জরী

* "আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে বহু অনার্য্যজাতি এই হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে। বহু অনার্য্যকন্যা শ্রেষ্ঠ হিন্দুরা বিবাহ করিয়াছেন। দেখাইয়াছি যে আমাদেরই পূর্ব্ব-পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তবে আর এখন, হে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুগণ, অনুদার হইয়া, অদূরদর্শী হইয়া হিন্দুজাতিকে ধ্বংস করিয়া লাভ কি?"

—মহাভারত মঞ্জরী, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

ভারতবর্ষ তার আর্য্যাবর্ত্ত নিয়ে একদিন এমনতর মর্য্যাদায় দাঁড়িয়েছিল ভর-দুনিয়ার সম্মুখে,* তা'কে ভক্তি-আনত অন্তরে নতজানু হ'য়ে বিনীত অভিবাদনে প্রত্যেক জাতি জীবন ও বৃদ্ধির সঞ্জীবনী শক্তিতে সার্থক হয়ে উঠত।† কেউ ছিল না এমনতর—তাকে পরাজয় করবে, শাসনে নিয়ন্ত্রণ

---

* "We are in our Eastern Empire not brought into contact with a savage tribe who melt away before the superior force and intelligence of Europeans. Rather we are placed in the midst of the great and ancient people who attained a high degree of civilization when our forefathers were barbarians, and had a polished language, a cultivated literature and abstruse system of philosophy centuries before the English existed even in name."

—Sir Monier Williams

"Report of the Royal Asiatic Society says that Egypt must have been in remote ages colonized by the Indian Aryans."

—Sir William Jones

"If Egypt gave civilization to Greece and the latter bequeathed it to Rome, Egypt herself received her laws and sciences from India."

—Louis Jacolloit

"The Hindus were teachers not learners."

"Transaction of the Royal Asiatic Society Vol. I"

—Mr. Colerbrooks

"মিশ্রদেশোদ্ভবাঃ ম্লেচ্ছাঃ কাশ্যপেন সুশাসিতাঃ।
সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণেন ব্রহ্মবর্ণমুপাগতাঃ।
শিখাসূত্রং সমাধায় পঠিত্বা দেবমুত্তমম্॥"

—ভবিষ্যপুরাণম্ প্রতিসর্গ পূর্ব্বখণ্ড (৪/২১)

"সরস্বত্যাজ্ঞয়া কণ্বো মিশ্রদেশমুপাযযৌ।
ম্লেচ্ছান্ সংস্কৃতমাভাষ্য তদা দশসহস্রকান্।
বশীকৃত্য স্বয়ংপ্রাপ্তো ব্রহ্মাবর্ত্তে মহোত্তমে॥" —ভবিষ্যপুরাণ

† "অধ্যাপক হিরণ লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষই আদিস্থান, যেখান হইতে শুধু অবশিষ্ট এশিয়া নহে, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশই জ্ঞান ও ধর্ম্ম আহরণ করিয়াছে।"

—'মহাভারত মঞ্জরী'

(Historical Researches II P. 45)

করবে এমনতর ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যকেও পোষণ করে,*—কারণ, তা' ছিল তাদের প্রতি প্রত্যেকেরই সঞ্জীবনী শক্তি-প্রস্রবণের—যা' দিয়ে তারা সঞ্জীবিত থাকে সেই বাঁচা-বাড়ার মহান্ স্বার্থেরই ঘূর্ণী-ঘাতকী অন্তরায় ;—তা' তারা বুঝত, জানত, উপভোগ করত।

তাই, ঐ মর্য্যাদায় অমনতর সম্পদে সম্পদ্‌শালী হ'তে হ'লেই,—জাতীয় বিধানকে উন্নত পরিপোষণে পুষ্টি দিয়ে সংবৃদ্ধ করতে হ'লেই, চাই পরিশ্রুত পোষণীয় নূতন রক্ত, আর, তা' জাতির species-এর পোষণীয় নৈকট্য-মাফিক এমনতরভাবে, যা'তে easily filtration-এর ভিতর-দিয়ে জাতীয় বিধানের এমনতর ন্যায্য পুষ্টি দিতে পারে†—যা'তে আর্য্যসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে পুষ্টিপোষণে জীবনীয় ক্রম-সম্বর্দ্ধনে উন্নত করতে থাকে।

আর, সেইজন্যই দ্বিজদের, বিশেষতঃ দ্বিজ-বৈশ্য পুরুষদের, ঐ-রকম অনার্য্য যৌন-সংস্রবের বিধান ঋষিরা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। আর, তার

Scandinavia-র সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাউণ্ট বোর্ণ ষ্টার্ণ লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর আর কোন জাতিই হিন্দুগণের সহিত তাহাদের ধর্ম্মের প্রাচীনতা সম্বন্ধে স্পর্দ্ধা করিতে পারে না।"

* "পারস্য, জুডিয়া (প্যালেষ্টাইন), মিশর, গ্রীস্ ও রোম তাহাদের দর্শন, নীতি, ধর্ম্ম ও ইতিহাস ভারতের আদি উৎস হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা পরিস্কাররূপে প্রমাণ করিয়াছি যে প্রাচীন ভারতের প্রভাব প্রাচীন কালের সমুদয় জাতির উপরই বিস্তৃত হইয়াছিল।" —Louis Jacolloit, 'Bible in India'

"ভারতভূমিই সকল ধর্ম্মের জননী।"

—Annie Besant, Lecture at Calcutta on 15-1-1906

† "When artificial limitation takes place, a naturally strong and fertile stock produces very probably no more scions than a feeble and infertile one. Hence in the upper classes, where such limitation is commonly practised, degeneracy is constantly tending to show itself, and happily, is constantly being checked by the infiltration of new blood from below."

বাস্তবতাকেও আর্য্যজাতি ও আর্য্যব্যক্তিত্ব বহুকালই উপভোগ ক'রে এসেছেন। আর, এমন দুর্দ্দিনে, আজ, এখনও সেই রেশই জাতটাকে এখনও প্রাণদান ক'রে রেখেছে। আর, এই-সব ব্যবস্থা আর্য্য জাতীয়-রক্তকে তাজা ও সংবর্দ্ধনশীল রাখবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। তা'তে আর্য্যজাতির রক্ত পুষ্টিই পেত, সংবর্দ্ধিতই হ'ত, বিপর্য্যয় বা নষ্টের আবহাওয়াও তাঁদের গায়ে কখনই লাগত না। আবার, এই সংবর্দ্ধন কাউকে ক্ষুণ্ণ ক'রে তারা পেত না, বরং সর্ব্বতোভাবে সংবর্দ্ধিত ক'রেই তাঁদের পাওয়াটা সার্থক হ'ত*—আর, এই সার্থকতাই ছিল তাঁদের ঐ বাঁচা, বাড়া ও ব্যক্তিত্বকে অটুট ও উন্নত ক'রে রাখবার সার্থকতা।

---

* "পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পারস্য দেশের ও ইউরোপের প্রাচীন বহু ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার তুলনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষ ও এইসকল ভাষা-ব্যবহারকারী জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীনকালে একই স্থানে বাস করিতেন ও তাঁহারা সকলে এক জাতি ছিলেন।" —'Rajasthan' P. 204

আর্য্যগণ যে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার আরও প্রমাণ—"আর্য্যাবর্ত্তে যে শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহা নহে, তথাতেই হিন্দুগণের সমুন্নত সভ্যতারও জন্ম হইয়াছিল। তাহাই ক্রমে-ক্রমে পশ্চিমদিকে ইথিওপিয়া, মিশর ও ফিনিসিয়া দেশে, উত্তরে পারস্য ও কলচ্চি দেশে ও তথা হইতে গ্রীস, রোম ও পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর প্রদেশ, পূর্ব্বদিকে শ্যাম, চীন ও জাপানে এবং দক্ষিণদিকে লঙ্কা, যব ও সুমাত্রা দ্বীপে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।"

—'Theogony of the Hindus' P. 168.—Count Bjomstem

"জার্ম্মাণ ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। তাহা বাদে 'জর্ম্মণ' শব্দ সম্ভবতঃ 'শর্ম্মণ' শব্দের অপভ্রংশ। Muir বলেন, হিন্দুদিগের আদিপুরুষ যেমন 'মনু', প্রাচীন জার্ম্মাণদের আদিপুরুষ তেমনই 'মনুষ'। Tacitus লিখিয়াছেন যে প্রাচীন জার্ম্মাণদের এই রীতি ছিল যে তাহারা প্রাতে উঠিয়াই স্নান করিত। Colonel Todd বিবেচনা করেন যে এই রীতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে গৃহীত হইয়াছিল। উহা নিশ্চয়ই শীতপ্রধান দেশ জার্ম্মাণীর রীতি নহে। প্রাচীন জার্মাণরা ঢিলা পোষাক পরিত, মাথার উপর দীর্ঘ জটা জড়াইয়া রাখিত। এই সকল কারণে অনেকে অনুমান করেন যে ভারতবাসীই জার্ম্মাণীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

Sperm-এর impulse-ই ova-কে fertilize ক'রে তদনুপাতিক রকমে মূর্ত্ত ক'রে তোলে।* এই যদি মনীষীদের ভূয়োদর্শন (experience) হয়, তবে দেখুন—যে sperm-এর impulse তাকে যেমনতর ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, ovum তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'য়েই মূর্ত্ত হ'য়ে থাকে। তবে তার ভিতর বিশেষত্ব থাকে ঐ ova-র characteristics যা'-কিছু।

তাহা ব্যতীত যে-সকল আদিম জাতি মিলিত হইয়া বর্ত্তমান জাতি গঠন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে 'একটি' জাতি ছিল। এই জাতি ভারতের সৌরাষ্ট্র প্রদেশে বাস করিত।"
—'Rajasthan' I, P. 70, 63 (footnote)

সম্বর্দ্ধিত যে হয়েছিল তার নিদর্শন—

"Scandinavian অর্থে ক্ষত্রিয় জাতি বুঝায়। সেই দেশের অধিবাসী কাউন্ট্ বোর্ণ-ষ্টার্ণ বলেন যে হিন্দুদিগের 'বেদ' শব্দ হইতেই তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'এড্ডার' নামকরণ হইয়াছে। হিন্দুরা যে-কারণে ও যে-ভাবে সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণ করিয়াছে, সেই দেশের লোকেরাও ঠিক সেই কারণে ও ঠিক সেইভাবে সপ্তাহের দিনগুলির নাম রাখিয়াছিল। সে-দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম-বিষয়ক গল্পগুলি হিন্দুগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল।" —'Theogony of the Hindus' P. 169

ভারতীয় আর্য্যগণ যে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন যে আজ কত রহিয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

* "With regard to the propagation of the race the importance of the two sexes is unequal. Testicle cells unceasingly produce, during the entire course of life, animalcules endowed with very active movements, the spermatozoa. The spermatozoa swim in the mucus covering of the vagina and uterus and meet the ovum at the surface of the uterine mucosa.

The ovum results from the slow ripening of the germinal cells of the ovary. In the ovary of a young woman there are about 300,000 ova. About 400 of them reach maturity. At the time of menstruation the cyst containing the ovum bursts. Then, the ovum is projected upon the membrane of the fallopain tube and is transported by the vibrating cilia of this membrane into the uterus. Its nucleus has

তাহ'লেই, এই sperm-ই হ'চ্ছে সত্তাকে ঐ sperm-এর species-এ তজ্জাতীয় ক'রে মূর্ত্ত করার একটা প্রধান উপাদান,—যার ফলে, ova-র সমস্ত characteristics নিয়েও তারই নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে তদনুপাতিক তজ্জাতীয়তায় মূর্ত্ত হ'য়ে থাকে,—যে নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে ঐ sperm-এর জাতীয়তা।*

তাহ'লেই বুঝুন, ovum বা স্ত্রী যে-জাতীয়,—যে species-এরই হোক না কেন, যে জাতীয় sperm তা'কে তদনুপাতিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিজ জাতি-মাফিক সত্তার উৎসৃজন করতে পারে, তেমনতর হ'লেই সেই sperm হ'তে জাত সত্তা সেই sperm-জাতীয়ই হ'য়ে থাকে† তবেই, এই racial purity অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লেই চাই—পুরুষের অক্ষুণ্ণ

---

undergone an important change. It has ejected half of its substance—i.e., half of each chromosome. A spermatozoon then penetrates its surface, and its chromosomes which have also lost half of their substance, unite with those of the ovum. A human being is born. He is composed of a single cell. Indeed, parental characteristics are transmitted to the offspring by the nucleus. But the remaining part of the cell has some influence." —'Man the Unknown'

—Body and Physiological Activities,

—Alexis Carrel, Nobel Laureate

* "যস্মাদ্বীজপ্রভাবেন তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে ॥"

—মনুসংহিতা, ১০/৭২

যেহেতু বীজপ্রভাবে তির্য্যগ্‌জাতগণ ঋষি হইয়া পূজিত ও প্রশস্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য বীজেরই অর্থাৎ sperm-এরই প্রাধান্য।

† "অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাত্তু শ্রেয়স্তং ক্বেতি চেদ্ভবেৎ ॥
জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥"

—মনুসংহিতা, ১০/৬৬-৬৭

বংশানুক্রমিকতা আর স্ত্রী-সত্তার তদনুপাতিক enchanted, nourishing গ্রহণমুখরতা,*—তাহ'লেই, তাদের প্রজনন সেই পুরুষের বংশ ও জাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রজননে পুরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করতে পারে।

প্রশ্ন। আপনি বলেন, ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; আবার ওদিকে Hitler-প্রমুখ জার্ম্মানগণ বলছেন, জার্ম্মান আর্য্যজাতিই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—জাতিতে-জাতিতে এই জাতীয় আভিজাত্যের পরস্পর সংঘাতের সামঞ্জস্য ও মীমাংসা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যব্যক্তিত্ব বংশানুক্রমিকভাবে তাদের instinct-সহ আর্য্যরক্ত যে চিরদিনই অক্ষুণ্ণভাবে বহন ক'রে আসছে, সে-কথা তো অযুত সত্যে সমাসীন হ'য়ে আজ পর্য্যন্ত চ'লে আসছে।† কিন্তু আর্য্য-বংশধরেরা যেখানে গিয়েছিলেন, তাদের বংশানুক্রমিকতা নানা বাধাবিপত্তির

অনার্য্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে সমুৎপন্ন এবং ব্রাহ্মণীতে অনার্য্য হইতে সমুৎপন্ন ইহাদের মধ্যে উত্তম কে এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান মনু বলিতেছেন, অনার্য্য নারীতে আর্য্য হইতে জাত সন্তান গুণে আর্য্যই হয়, আবার আর্য্যা নারীতে অনার্য্য হইতে উৎপন্ন সন্তান যে নিশ্চয়ই অনার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে বীজানুরূপই যে সন্তান হয় তাহাই বলিতেছেন এবং অর্থাৎ sperm-এর প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিলোমজ সন্তান যে আর্য্যবিগর্হিত হয় তাহাতেও উত্তমা নারীসত্ত্বেও নিম্নজাতীয় বীজেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। তাই, আর্য্য অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ বর্ণনায় এবং আর্য্য-অনার্য্য মিলন-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্রই বীজ অর্থাৎ sperm-এর প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

* "যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে॥"

—মনুসংহিতা, ৩/৬১

নারী যদি পুরুষের রুচিকর ও প্রমোদজনক না হয়, অর্থাৎ প্রীতি জন্মাইতে না পারে তবে প্রমোদ না জন্মাইবার জন্য পুরুষের সন্তানোৎপাদন সম্ভব হয় না।

† "If we divide the human race into the three categories—founder, maintainer and destroyer of culture—the Aryan stock can alone be considered as representing the first category."

—'My Struggle'—Adolf Hitler

ভিতর-দিয়েও যদিও বেশীর ভাগই রক্ষা ক'রে আসছেন, তথাপি এমন কোন দেশে তারা অধিবাস করেননি যে-দেশের নাম তার অধিবাসীর আধিক্যে আর্য্য-উপসর্গে স্বতঃই অভিহিত হ'য়েছিল।

কিন্তু ভারতীয় আর্য্য অধিবাসীরা যেখানে বাস করতেন—এত বড় একটা বিরাট ভূখণ্ড, সেখানে আর্য্য-আধিক্য এত ছিল, যার ফলে প্রকৃতির স্বতঃ-প্রেরণাতেই জগৎ তা'কে আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত করত।* আর, সেখানে আর্য্যবংশীয় সংস্কার এমনতর কাঁটায়-কাঁটায় অনুসৃত হ'ত, আর, সেই সমৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণে এমনতর সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরা, এমন-কি, একটু সহজ-জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ লোকের কাছেও এখনও তা' অবিদিত নেই। আর, সে অনুসরণ, নিয়ন্ত্রণ আর্য্যাবর্ত্তের প্রতি ব্যক্তিকে এমনতর instinct-এ জীবন-বৃদ্ধিদ, বলীয়ান্, তেজীয়ান্, গরীয়ান্ শৌর্য্যবীর্য্যরঞ্জনে রঞ্জিত, উদ্বুদ্ধ ও উন্নত যাজনজৈত্র ক'রে রেখেছিল—তা'

"In this part of the World, human culture and civilization are inextricably bound up with the presence of the Aryan element. If it died out or went under, the black veil of a cultureless period would once again descend upon the globe." —Adolf Hitler

* "The Aryans in India are the oldest representatives of the Indo-Germanic race." —Professor Langdon

পৃথিবীতে ভারতের আর্য্যাবর্ত্তই একমাত্র স্থান যার নাম ঐ আর্য্য অধিবাসিগণের নামেই হয়েছে।

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

—মনুসংহিতা, ২/২২

আর্য্যা অত্র আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ উদ্ভবন্তীতি আর্য্যাবর্ত্তঃ।

পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত—ইহার মধ্য স্থানকে পণ্ডিতগণ আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। আর্য্যগণ যেখানে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন সেই প্রদেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত।

বোধহয় আর্য্যকৃষ্টি-সংগৃহীত প্রতি পুস্তকের প্রত্যেক পাতা এখনও তারস্বরে ঘোষণা করে।*

তবেই বুঝুন, যেখানে এতবড় বিরাট আর্য্য-জনগণের আবাসস্থান, —যেখানে আর্য্যবংশধরেরা বংশ-গরিমায় উন্নত ও বিনীত হ'য়ে, তর্পণে নিয়ত পূর্ব্বপুরুষের পূজাভিদীপ্ত শ্রদ্ধাকৃতাঞ্জলি-আনত হ'য়ে, গরিমাগর্জ্জিত আলিঙ্গনাকুল আকণ্ঠাপ্লুত তৃপ্তি ও সন্দীপনায় জাতি ও জগৎকে আলিঙ্গন করেছে,—গোত্র-গরিমা, কৃষ্টির বর্ণ-বৈশিষ্ট্য যেখানে এখনও আর্য্যবংশ-গরিমাকে কৃষ্টিধর ও বংশধরগণের ভিতর গর্ব্ববিনয়ে দৃপ্ত ও স্মরণ-সংবুদ্ধ ক'রে তুলেছে, স্বভাব যাহাকে আর্য্যাবর্ত্ত ব'লে অভিহিত করেছে,—সেখানেই মিশ্রিতরক্ত জাতি-সঙ্করতার দিশেহারা সন্দিহান

---

* "The Indians are the only division of the Indo-European family which has created a great national religion Brahminism......while all the rest, far from displaying originality in this sphere, have long since adopted a foreign faith...... Naturally isolated by its gigantic mountain barrier in the North, the Indian Peninsula has ever since the Aryan invasion formed a world apart, over which a unique form of Aryan civilization rapidly spread and has ever since prevailed. When the Greeks, towards the end of the 4th century B. C. invaded the North-West, the Indians had already fully worked out a national culture of their own, unaffected by foreign influence."

—A. Macdonald

"হিন্দুগণের সভ্যতাই সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ।" —Todd's 'Rajasthan' I., P. 131

"সভ্যতায় আর কোন জাতিই হিন্দুগণকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।"

—'Edinburgh Review', October, 1872

"পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই বিংশ শতাব্দীর অতি উন্নতযুগেও কি পৃথিবীর আর কোন দেশ এইরূপ মহোচ্চ আদর্শ দেখাইতে পারে? এখন জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীন হিন্দুজাতির সহিত পাশ্চাত্য জাতির এত যে বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য তাহার কারণ কি আকস্মিক?"

—'মহাভারত মঞ্জরী', শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

প্রেতচ্ছায়ার সৃষ্টি ক'রে আর্য্যবংশে কলুষ-কলঙ্ক-হীনতাভিলিপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রজনন করেছে,—না, যেখানে মুষ্টিমেয় আর্য্য গিয়ে আদিম অধিবাসীদের সাথে নিয়ত লড়াই ক'রে, নিজেদের বংশ ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষাপ্রয়াসী হ'য়ে চলেছে—সেখানেই তার সম্ভাব্যতা বেশী?*

আর্য্যাবর্ত্ত চিরদিনই গরীয়ান্ আর্য্যকৃষ্টির স্যমন্তক-কিরীট-গর্ব্বিত তর্পণ-তপস্যাভিলিপ্ত রক্তমর্য্যাদার পূজারী—এইতো আমি জানি।† আমার থেকে-থেকে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—বুকের ছাতিটাকে আগ্রহাকুল কম্পিত ক'রে, পূজাসংবেদন-মত্তমদির হ'য়ে, "নমস্তে আর্য্যপিতৃ-পুরুষেভ্যঃ, বন্দে আর্য্যপিতৃপুরুষান্!"

আর্য্যবংশধরেরা—যারা যেখানে যেমনতরভাবেই বসবাস করুক্ না কেন,—পূর্ব্বপুরুষের এবং ঋষি-মহাপুরুষদের অমৃত-উৎসৃজনী আর্য্যকৃষ্টি-স্যমন্তকবাহী হ'য়ে তাঁদের কৃষ্টিগৌরবে দাঁড়িয়ে সেই নীতি, বিধি ও

---

* "No other branch of the Indo-European stock has experienced an isolated evolution like the Indo-Aryans." —A. Macdonald

ভারতীয় আর্য্যগণের বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে তাঁদের ন্যায় গোত্র ও বর্ণ-গরিমা আর কাহারও নাই—আর তাঁহাদের এই গৌরব তাঁরা অত সুদূর অতীত কাল হ'তে পারিপার্শ্বিক ম্লেচ্ছ ও অসুরদিগকে নিয়ন্ত্রিত ও পরাভূত ক'রে আর্য্যাবর্ত্ত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অন্যান্য দেশে আর্য্যগণ নিজেদের এতখানি প্রতিষ্ঠাও করতে পারেননি, আর নিজেদের কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলিকেও এমন অপূর্ব্বভাবে বিকশিত ক'রে তুলতে পারেননি। তাহ'লেই বর্ণসঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় বেশী? বর্ণাশ্রম তো অন্য প্রদেশীয় আর্য্যগণ মানেই না, তাই অবিমিশ্র আর্য্যরক্ত যদি কোথাও থাকে তবে আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণের মধ্যেই তা' আছে, অন্য কোথাও নাই—ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

† আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যরক্তকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য, বংশানুক্রমিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিধি অনুসৃত হইয়াছে, এমন আর জগতের কোথাও হয় নাই। অনুলোম ও প্রতিলোম মিশ্রণের যে অপূর্ব্ব বিজ্ঞান আধুনিক Science of Heredity এবং Science of Eugenics-কে যেরূপ চমক লাগাইয়া দিতেছে তাহা পাশ্চাত্ত্যগণের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকে এখনও ছাপাইয়া রহিয়াছে। তাই ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় রক্তমর্য্যাদার পূজারী জগতে আর কোন্ জাতি আছে?

চলনাগুলিকে যথাযোগ্যভাবে মেনেই যদি চলে,—তাঁদের দশবিধসংস্কার, বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম, অনুলোম-বিবাহ ও সদাচারী চলনা ইত্যাদিকে বিদ্রূপাত্মক উদাসীন অবহেলায় অপকর্ষ না-ক'রে উৎকর্ষপ্রয়াসী প্রাণে গৌরব-গরীয়ান্ তর্পণ-নন্দনায় নিজেদের নন্দিত ক'রে প্রতি-আর্য্যসন্তান যদি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে,—তবে আজ এই মুহূর্ত্তে কী যে হ'তে পারে, তা' ভাবতেও যেন স্নায়ুগুলি অমৃত-উত্তেজনায় কেমনতর হ'য়ে ওঠে! রেশারেশি বা সংঘাতের প্রশ্নই তো সেখানে স্থান পাওয়া একটা অমূলক ব্যাপার?*

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে আর্য্যসভ্যতার এত প্রাধান্য দেন, অন্যান্য race-এর উন্নতিও তো আপনার কাম্য? তারা কেমন ক'রে, কোন্ পন্থায় আর্য্যদের সঙ্গে অবিরোধ উন্নতি লাভ করবে?

---

* ভারতীয় আর্য্যগণের বৈশিষ্ট্যগুলিকে শ্রীশ্রীঠাকুর এই উক্তিতে সুনির্দিষ্ট রূপদান করেছেন। তাঁদের দশবিধসংস্কার, বর্ণধর্ম্ম, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, তাঁদের আচারবৈশিষ্ট্য যদি জগতের প্রত্যেক আর্য্যসন্তান গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে গ্রহণ করে অনার্য্যম্লেচ্ছ সংসর্গ ও আচারকে পরিত্যাগ করে, তবে জগতের বর্ত্তমান বিরোধবিপ্লবের মধ্যে মানবের জীবন-বৃদ্ধির যে অভিনব জাগরণ হয় তাহা পৃথিবীর সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই এনে দেয়।

"The ancient Indian scheme of social organisation endeavours to effect just the desiderated compromise between unlimited competition and enforced cooperation, egoism and altruism, individualism and socialism, all-liberty and no-liberty, only private enterprise and only state management, too little government and too much government. King Log and King Stork. It does this by means of the definition and the partition of the rights and duties of each individual as an individual in the successive stage of life (Ashrama-dharma) and as an adult member of Society, a 'social' during the stage of the family life as householder (Varna-dharma). These rights and duties, work and enjoyment are so partitioned that genuine equitability is chieved."

—'Ancient Solution of Modern Problems'

—Bhagawan Das, D. Litt.

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যরা তো চিরদিনই তাদের কৃষ্টিকে অনার্য্য যারা তাদের ভিতর চারিয়ে দিয়ে, তদনুপাতিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে জীবন-যশ-বৃদ্ধির অমৃতোৎসারণী যোগ্য প্রতিষ্ঠায় পারিপার্শ্বিক প্রতিপ্রত্যেক অনার্য্যকে গ্রহণ করেছে,—অনুরাগ-অভিষিক্ত ক'রে, উদ্বুদ্ধ ক'রে, উন্নত ক'রে তুলেছে!*

ইষ্টপ্রাণ সেবাপটু যাজন ছিল তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন-চলনার আগ্রহোদ্দীপ্ত, উন্মাদক, উদ্বুদ্ধ-প্রসারণী জীবনীয় সুর। সে-সুরের ঝঙ্কারে চেতনায় জেগে ওঠেনি, সে-অমৃতপরশে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেনি, জীবনের পথে প্রাণবান্ হ'য়ে ওঠেনি—তাঁদের জ্যোতির ঝলকে আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল যারা তাদের ভিতরে এমনতর কেউ ছিল বা আছে, ইতিহাস কখনও কি এমনতর কোন কিছুর সাক্ষ্য দিয়েছে?†

তাঁরা তাঁদের এই কৃষ্টিমন্ত্রে শুচি ক'রে তুলতেন সবাইকেই—যারাই তাঁদের আলিঙ্গনের আকুল সম্বেগে তাঁদের কৃষ্টিতে বিনীত হ'য়ে

---

* "আমরা পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়াছি যে প্রাচীন ভারতের প্রভাব প্রাচীনকালের সমুদয় জাতির উপরই বিস্তৃত হইয়াছিল। পারস্য, জুডিয়া (প্যালেষ্টাইন), মিশর, গ্রীস ও রোম তাহাদের দর্শন, নীতি, ধর্ম ও ইতিহাস ভারতের আদি উৎস হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল।" —Louish Jacolloit, Bible in India

"Indo-Aryans are the oldest representatives of the Indo-Germanic races."

—'Hindu Civilization'—Radha Kumud Mukherji, M. A., P. R. S., Ph. D.

† "ভারতবর্ষই আদিস্থান, যেখান হইতে শুধু অবশিষ্ট এশিয়া নহে, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশও জ্ঞান ও ধর্ম্ম আহরণ করিয়াছে।"

—'Historical Researches'—অধ্যাপক হিরণ

"India is the original home of the human race."

—Col. Todd's Rajasthan I, P. 320

"All the languages of Europe,—literature, art and Philosophy are in many ways related to India." —Vincent Smith

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উঠেছিল।* এই জীবন-চলনায় উন্নত হওয়ার নিয়ন্ত্রণ-বিধিই ছিল বাস্তব করণের, বাস্তব অনুরাগজৃম্ভিত প্রবুদ্ধ কর্ম্ম-চলনার ভিতর-দিয়ে—আর একেই তাঁরা বলতেন সেবাযজ্ঞ। আর, যারাই ঐ মন্ত্রে শুচি হ'য়ে, ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, কৃষ্টিকে সেবায় অনুসরণ ক'রে চলেছিলেন, —চলতি কথায় তাঁদিগকে শূদ্র ব'লে অভিহিত করা হ'ত। তাঁরা ঐ সেবাযজ্ঞের ভিতর-দিয়েই কৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে আদর্শকে অনুসরণ ক'রে নিজেদের Aryanized—আর্য্যীকৃত ক'রে তুলতেন—ঐ শুচি থেকেই হয়তো তাঁদের নাম শূদ্র হয়েছে। তাহ'লেই দেখুন, আর্য্যরা কেমন ক'রে অনার্য্যদিগকে নিজেদের কৃষ্টিতে উদ্দীপিত ক'রে জীবন, যশ ও সমৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে তুলতেন—তা' তখনও যেমন, এখনও তেমনই।†

প্রশ্ন। আর্য্যরক্তের সহিত অনার্য্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি রক্তের এতই সংমিশ্রণ ঘটেছে যে বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত ও বর্ণের কি আজও ভারতে কোন অস্তিত্ব আছে? অনেকে তো বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে ভারতে বর্ণভেদ ভেঙে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিল?

---

* "পক্ষপাতশূন্য মনে ও সাবধানে পরীক্ষা করিলে এ-কথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে হিন্দুরাই পৃথিবীর সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জনক। এখন Maxmuller, Louis Jacolloit, Sir William Jones প্রভৃতি মনীষিগণ হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহার ফলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ বাহির হইয়াছে যে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতেই পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের অনেক—প্রায় সমুদয়—ধর্ম্মমতই গ্রহণ করিয়াছেন।"

—'Hindu Superiority'—P. 408 W. de Brardon

† আনার্য্যগণ যখন শুচীকৃত হ'য়ে আর্য্যচাতুর্ব্বর্ণ্য গ্রহণ করতেন, তাঁদের তখনই শূদ্র বলা হ'ত। শূদ্র কথাটিই এসেছে শুচ্-ধাতু থেকে—শুচ্-ধাতু মানেই শুচি করা, পবিত্র করা। তাই যারা আর্য্যকৃষ্টিবিধানে শুচীকৃত, পবিত্রীকৃত তারাই শূদ্র নামে অভিহিত হইত। আর্য্যকৃষ্টি-অনুমোদিত এই পদ্ধতি অনুসারে তখনও যেমন অনার্য্যগণ সার্থক সমৃদ্ধির পথে শুচীকৃত হ'য়ে উঠত এখনও সেই শাশ্বত বিধি অনুসারে এই শুচীকরণ-বিধান প্রযুক্ত হইতে পারে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেখানেই প্রতিলোম-সংমিশ্রণ হয়নি, সেখানেই যে নির্ব্বিবাদে এটা ঠিক আছে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহই নেইকো।* গোত্র যেখানে ঠিক আছে, সেখানেই আমরা ধ'রে নিতে পারি—যতদূর সম্ভব বংশানুক্রমিকতা—তার ধারাবাহিকতা শীর্ণ হ'লেও—উচ্ছল চলনেই চ'লে যাচ্ছে।

---

* "প্রতিলোমাস্বার্য্যাবিগর্হিতাঃ।" —বিষ্ণু সংহিতা

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতা ॥"

—মনুসংহিতা, ১০/৪১

প্রতিলোমজাতগণ আর্য্যবিগর্হিতভাবাপন্ন। অনুলোম সবর্ণ ও অসবর্ণোৎপন্ন ষট্‌সুত (অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা হইতে জাত, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাজাত এবং বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যাজাত) দ্বিজধর্ম্মী ; কিন্তু প্রতিলোমজগণ শূদ্রধর্ম্মী ও অপধ্বংসজ। এই অনুলোম আর্য্যদ্বিজ সংমিশ্রণে আর্য্যরক্ত অক্ষুণ্ণই থাকিত কিন্তু বর্ণদূষক প্রতিলোমজাতগণ আর্য্যরক্ত দূষিত করিত। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,

"যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যাচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে ॥
প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈবতু ॥—১০।৩০-৩১
যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥"—১০।৬১

শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত যেমন বাহ্যজন্তুবৎ, তেমন ঐ চণ্ডালাদি বাহ্যজাতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণস্ত্রীতে চণ্ডালাদি হইতে আরও অপকৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন করে। এমনই করিয়া আরও হীনগণের উদ্ভব হয়। যে রাজ্যে বর্ণদূষক প্রতিলোমজ এই সকল বর্ণসঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, রাজ্যবাসী সকল উৎকৃষ্ট প্রজার সহিত ঐ রাজ্য বিনষ্ট হয়।

অতএব এই প্রতিলোম-সংমিশ্রণেই আর্য্যরক্ত কলুষিত হয়, আর, এ যেখানে হয়নি সেখানেই আর্য্যরক্ত নির্ব্বিবাদে ঠিক আছে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য। উচ্চবর্ণীয়া নারীর নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত সংসর্গে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা আর্য্যসমাজে অত্যন্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত ; কারণ, তাহারা আর্য্যকৃষ্টি-বিরোধী সহজাত সংস্কার লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। তাই তারা প্রায়শঃই অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন হয়।

বৌদ্ধপ্লাবন আর্য্যকৃষ্টি ধ্বংস তো কখনই করেনি, ব্রাহ্মণত্বকে অবলোপ-সঙ্কুল সংঘাতে বিধ্বস্ত তো কখনই করেনি, বরং উস্কিয়ে উন্নত ক'রেই তুলেছিল। বর্ণাশ্রম—যা' বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্তির ভিতর-দিয়ে অনার্য্য আবহাওয়ায় বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল, অন্য নামাকরণে তাদিগকে স্ব-রঞ্জনে রঞ্জিত করারই প্রয়াসে তা' বরাবরই প্রয়াসশীলই ছিল। বরং যারা নানা রকমারির ভিতর হাবুডুবু খেয়ে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, কৃষ্টিমাফিক একটা উন্নত নিয়ন্ত্রণে তাদিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে উন্নত-চলৎশীল করার ঘোষণাই ঐ রকম প্রতিপ্রত্যেককে আকৃষ্ট ক'রে চলেছিল।* না দেখে, না শুনে, না বুঝে একটা সৃষ্টি-ছাড়া বৌদ্ধপ্লাবনের ধুয়ো দিয়ে যা'-তা' বললেই তো জীবনস্বার্থ অব্যাহত উন্নত-চলৎশীল হ'তে পারে না। বরং ধর্ম্মাশোকের ধর্ম্মরাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে, আমার মতে, efficient flowers of the country-দিগকে বিবাহ-নিষেধী প্রব্রজ্যায় প্রোথিত করার ফলে যে সর্ব্বনাশ ঘটেছিল, তাই আমরা এখনও উপভোগ কচ্ছি।†

উন্নত বংশের উন্নত-সংস্কারোদ্দীপ্ত কত মেয়েরা ঐ প্রব্রজ্যা-প্রোথিত পুরুষদিগকে বিবাহ করতে না পেরে, বাধ্য হ'য়ে অনুন্নতবংশীয় অনুন্নত instinct-এর পুরুষদিগকে গ্রহণ করার ফলে প্রতিলোমজ-প্রজননে যা'

---

* "অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—তাঁহারা নিজে কখনও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বলেন নাই। তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত পরবর্ত্তী অনেক নেতা উহার বিরুদ্ধে ছিলেন বটে।"

—"নারী"

—পাশ্চাত্য সমাজ ও হিন্দু সমাজে শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

—জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সহ-সভাপতি

† "The empire of Asoka could not be held together after the removal of Asoka's controlling hand."

—'History of India'—Vincent. A. Smith

"Lack of regulated personal incentive caused the economic failure, premature celibacy and retirement from the world caused the moral failure."

—Ancient vs Modern Socialism

সৃষ্টি করেছিল তা' আর ধর্ম্মাশোককে ধ'রেও রাখতে পারলে না। অশোকের ধর্ম্মরাজ্য অশোকের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই ক্রমশঃ যে কোথায় উবে গেল, তার পরিকল্পনা করতেও ধমনীর রক্তবেগ শিথিল ও অসাড় হ'য়ে ওঠে!* আর, তখন থেকেই ভারতের সর্ব্বহারা সর্ব্বনাশ নগ্ন-উত্থানে কঙ্কালকুটিল নিষ্প্রভ বিদ্যুৎ-হাসিতে এখনও কেমন ক'রে হাসছে—তা' ভাবতেও ইচ্ছা করে না—পাছে মনে পড়ে,—অমর্য্যাদা-অপলেপী, কুৎসিতকুটিল, ভ্রান্তিনিবিষ্ট, অভিশপ্ত, উন্নতিবিরোধী, দুঃশীল, পঙ্কিল সেই অন্তঃশায়ী কারণটাকে।

তার ভিতর আশার ক্ষীণালোক এখনও যা' বয়ে আসছে—তা' আর্য্যদের বংশ ও কৃষ্টি-আঁকড়ান গোঁড়ামী†—যে গোঁড়ামী কত নির্য্যাতন সহ্য ক'রেও, কত গালাগালি খেয়েও নিজেদের রক্ত ও সংস্কারকে—অতিশীর্ণ অবস্থায়ও—তদনুপাতিক তা-ইকে রক্ষা ক'রে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখনও যদি তাদের অনুকূল nourishment পায়, তবে এখনও হয়তো এই গহনবনে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হ'তে পারে—তা' কি কেউ করবে?

---

* "These association failed economically and morally because they were not governed by any such technique of socio-individual life as was provided by Manu, who seems to be rather against rigidly organized church and cenobitic communities, monasteries and nunneries etc." —'Political Science'—Leacock

† "Not only sea-voyages but also residence in foreign countires with antagonistic social ideals, was prohibited and penalized. In the West, We find now-a-days all kinds of forcible attempts being made to prevent the instrusion of Bolshevic ideas...... Both in its biological and sociological phases, these opposing forms of conservation and experiment are characteristic of Life." —Rabindranath Tagore

৬

২০শে শ্রাবণ, ১৩৪২। স্থান—আশ্রম-সম্মুখস্থ পদ্মাতীর। কাল—সন্ধ্যা।
ভরাপদ্মা সূর্য্যাস্তের লালিমায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে,
আকাশে মেঘে-মেঘে নানারকমের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।
শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাতীরে বসিয়া নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা এই equality, fraternity-র যুগে আপনি সেকেলে বর্ণাশ্রমের যে পক্ষপাতী, এটা-একটা কেমন contradiction ব'লে মনে হয়। বর্ণাশ্রম আমাদের দেশে মানুষে-মানুষে যে hatred সৃষ্টি করেছে, তা' কি সমাজের ঘোর অকল্যাণ করেনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বর্ণাশ্রমে hatred আছে, তা' কোথায় দেখেছেন? বরং আছে admiration, আছে honour, আছে respect and respectful inclination—কারণ, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে fulfil করে।*

---

* "There is no doubt that caste (বর্ণাশ্রম) is the main cause of the fundamental stability and contentment by which Indian society has been braced up for centuries against the shocks of politics and the cataclysms of nature. It provides every man with his place, his career, his occupation, his circle of friends. It makes him, at the outset, a member of a corporate body ; it protects him through life from the canker of social jealousy and unfulfilled aspirations ; it ensures him companionship and a sense of community with others in like case with himself. The caste is to the Hindu his club, his trade union, his benifit society, his philanthropic society. An Indian without caste as things stand at present, is not quite easy to imagine."

—Vision of India, 1906, Ch. XV, P. 263—Sidney Low

বর্ণাশ্রমের উদ্ভট মানে ক'রে তার মধ্যে যদি আপনারা hatred ঢুকিয়ে দেন, সে কি পূর্ব্বতনদিগের কথিত বর্ণাশ্রম—না, আপনাদের তৈরী বর্ণাশ্রম ?*

আপনারা অহং-আকুতির জ্বালায় অস্থির হ'য়ে hatredful বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তৈরী করতে পারেন কিন্তু তাই ব'লে তো তাঁরাও যাকে বর্ণাশ্রম

"In spite, or perhaps in some measure, in consequence of the distinctions of caste, there is a considerable amount of sympathy between the rich and poor in India and a mutual understanding of their respective trials and difficulties, I have said that this sympathy may in some measure be a consequence of case, and through the statement seems paradoxical, it contains a truth ; for it is plain that the very fact of the fixity of caste, the knowledge that a difference of caste can never be effected, and that the Sudra can never marry the daughter of the Brahmin or sit down at meal with him, must extinguish jealously and make the high caste man feel perfectly safe in being kind to those below him. The highcaste man in India has none of those fears which are said to haunt some of the great in this country ; the fear namely, lest the distinctions of rank and station become obliterated, and all persons be reduced to one common level. Moreover, there is no necessary connection between high caste and riches and it often happens that a man of high caste is poor, while the low caste Sudra is rich. Apart from all these causes there is also the fact that a feeling of sympathy and compassion for poverty and old age has always been a characteristic of the oriental mind."

—'History of Backergange'—H. Beveridge, I. C. S.

* "যদি বংশানুক্রমিক জাতি-বিভাগ সত্য-সত্য নিম্নজাতিদিগের প্রতি উচ্চজাতিদিগের অত্যাচার হইত তাহা হইলে জাতি-বিহীন বৌদ্ধেরা আবার হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের এই অত্যাচার মানিয়া লইত না। জাতি না থাকায় দোষ স্পষ্ট ভুগিয়াছিল বলিয়াই আবার জাতিগত বৃত্তি ও বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। এইরূপ ভুল মত-প্রচারের ফলেই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ সৃজিত হইয়াছে—দেশের প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা উদ্দীপিত করা হইতেছে—তজ্জন্য গৃহে অশান্তি ও সর্ব্বত্রই অন্তর্দ্রোহ সৃজন হইতেছে।"

—'নারী—পাশ্চাত্যসমাজে ও হিন্দুসমাজে, হিন্দুসমাজ গঠনতত্ত্ব', পৃঃ ২৭৮

বলেছেন তা'তে আর তা' হবে না?* পূর্ব্বতনদের ভাব, ভাষা, নিদেশগুলিকে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখতে পারেন—আপনাদের হয়তো তাঁদের প্রতি এমনতর অনুগ্রহ করবারই অবসর নেইকো! তাই ব'লে বিধান-বেষ্টিত দুর্ভেদ্য-বর্ম্মাবৃত সেই মহান্ পুরাতনরা কখনও খিন্ন হবেন না। যতই আপনাদের চক্ষু যত বেশী ও finer আলোক-সহনশীল হ'য়ে উঠবে, সে আলোকে তাঁদিগকে দেখতেই হবে, দেখবেনও,—আর ভক্তি-অবনত হ'য়ে এখন অশরীরী সেই তাঁদের পায়ে মাথাটা কৃতার্থ হ'য়ে লুটে' পড়বেই পড়বে—আমি তো দেখতে পাই। এই হ'চ্ছে তাঁদের বিরাট বৈশিষ্ট্য!†

---

* "আজকাল মহাত্মা গান্ধী সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর উন্নতিবিধানে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন,—হিন্দুসমাজ তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে তাহা প্রচারিত হইতেছে। তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাদিগকে একই বিদ্যালয়ে অন্য জাতিদিগের সহিত শিক্ষা দেওয়া অনেকে বাঞ্ছনীয় বলেন। সকল মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে চাহেন। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে তাহারা সচরাচর অতিশয় অপরিষ্কার ; পরিচ্ছন্ন থাকার শক্তি ও সুবিধা তাহাদের নাই—ইচ্ছাও নাই এবং তাহাদের বুদ্ধিও অতীব অল্প। সুতরাং অন্য জাতীয় বালকেরা অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে—অন্য জাতিদের দেখাদেখি সাধ্যাতিরিক্ত মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিবার ও অন্যান্য ভোগেচ্ছা উদ্দীপিত হইবে, জাতীয় ব্যবসা করিতে লজ্জা বোধ হইবে—অথচ যে বিদ্যা তাহারা অর্জ্জন করিবে তাহাতে অন্য উপায়ে অধিক অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধাই হয় না—হইবেও না। ইহাতে তাহাদের দুর্গতি বৃদ্ধি করা হইবে, জীবনের শান্তি ও সন্তোষ নষ্ট করা হইবে—অন্যজাতীয় বালকদিকের অবজ্ঞা পাওয়ায় উচ্চশ্রেণী-মাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধ উদ্দীপিত করা হইবে মাত্র। এখনই 'জাতিভেদপ্রথা নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচার' এই কথা শিক্ষিত নব্যতন্ত্রী সম্প্রদায় প্রকাশ করায় উচ্চ জাতিদিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রধুমিত হইতেছে। নিম্নজাতিদিগের স্বার্থ এবং উচ্চ জাতিদিগের স্বার্থ বিভিন্ন, ইহা আমরা নিজেরাই শক্তি ও অর্থক্ষয় করিয়া প্রকাশ করিতেছি—এইরূপ করিয়াই হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি।"

—"নারী"—হিন্দুসমাজ গঠনতত্ত্ব, পৃঃ ২৩৫-২৩৬

† The world-renowned Jurist Sir James Fitz James Stephen said while promulgating Act III of 1872—

Equality-র যুগই আসুক, fraternity-র যুগই আসুক, বর্ণ থাকবেই—সে লোক হ'তে লোকান্তরে ঘুরবেই, মানুষের বাঁচা-বাড়াকে সার্থক ক'রে তুলবেই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা বাঁচা-বাড়ায় সার্থক হ'তে চায়! তবে, এই বর্ণাশ্রম যত acquisition-এর ভিতর-দিয়ে instincts হ'তে-হ'তে heredity-কে develop করতে-করতে চলে, এর ন্যাক্ ও fineness ততই বাড়তে-বাড়তে জাতি, জন ও সমাজকে ততই আরোতর উন্নতিতে অধিষ্ঠিত ক'রে চালাতে থাকে। আর, যেখানে তা' হয় না, সেখানে প্রত্যেককেই—যে-যে বর্ণের করণীয় যা' তার প্রথম ভাগ থেকেই শুরু করতে হয় ;—আর, এর ভিতর-দিয়ে জনগণের উন্নতির ভালমন্দ, তারতম্য ইত্যাদি ঘ'টে থাকে। আর, cultural heredity বা বর্ণধর্ম্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঐখানেই।*

"I think it will be impossible for any candid person to deny that Hindu institutions have favoured the growth of many virtues, have practically solved many problems, the problem, for instance, of pauperism, which we English are far enough from solving."

"সমাজের আবশ্যকীয় সকল কর্ম্মের উপযোগী শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন লোক তজ্জন্যই চিরকাল ভারতে জন্মিয়াছিল, এমন কি একালেও জন্মায়—তাহাদিগের গুণ ও শক্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতেও পাইয়াছিল এবং তজ্জন্যই বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত সভ্যতার সকল বিষয়েই......শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল—যাহা অন্য কোন দেশ এ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। এরূপ দূরদর্শিতার সহিত নিয়ম করা কেবল মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণাদি জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণেরই দ্বারা সম্ভব।"

—"জাতিভেদ"—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

(সহকারী-সভাপতি, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ)

* "Heredity is mainly responsible."

"You can't make a silk purse out of a sow's ear, neither gather grapes out of thorns of figs out of thistles. To improve human stock permanently it must first be bread and then educated. Education cannot permanently improve the race." —Peter Sandiford

"Manu has given us such a technique in his permanent plan of the individual life and the social life in combination, for the whole

ঋষিরা বলেন, সবাইকেই ব্রাহ্মণ হ'তে হবে*—ঐ বর্ণাশ্রমের ভিতর-দিয়েই,—প্রাণপাত আলিঙ্গনে কৃষ্টিকে বা আর্য্যকৃষ্টিকে অবলম্বন ক'রে।

---

of the human race—the only systematic and complete plan acted on for millennia in India."

—'The Science of Social Organization'
—Bhagawan Das, D. Lit, L. L. D.

"Heredity is an acquired fact, an experimental truth."

—Maurice Mæterlinck

"The laws of heredity can be relied on with complete confidence."

—Leonard Darwine

"The social inheritance (environmental achievement) unlike the biological inheritance which is passed from parent to child through the germ-plasm, must be acquired anew by each generation. No environmental achievement however good can replace a sound biological inheritance." —'Educational Psychology'

* "বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, 'আর্য্য অনার্য্য এমন কি ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত ঋষি হইতে পারে।" —'ভারতে বিবেকানন্দ', পৃঃ ১৯৯

"অষ্টবিধা হ্যেষা ভক্তি-যস্মিন্ ম্লেচ্ছহপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥"

—'গড়ুর পুরাণ'

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—প্রত্যেক দ্বিজকেই ঐ আদর্শ ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইতে হইবে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

আর্য্য culture বা কৃষ্টির মহান্ আদর্শ ওই ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ—আর তারই অধিগমনের জন্য আর্য্যসমাজে বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা—প্রত্যেকেই যাহাতে আচার্য্যপ্রাণ জন্মগত সহজসংস্কার ও তন্নিদেশী কর্ম্মসহায়ে ঐ আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই যথাবিধি উৎকর্ষ লাভ করিয়া ঐ আদর্শে উপনীত হইতে পারিত।

আর ব্রাহ্মণ হইয়াছেন বলিতে গিয়ে আমরা শুধু বিশ্বামিত্রের নামই উল্লেখ করি—ইহা আমাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়।

"সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি, রাজর্ষি জনক, বিশ্বামিত্র, বীতহব্য ও গৃৎসমদ ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মিয়াও পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।"

—শতপথ ব্রাহ্মণ, অনুশাসন পৰ্ব্ব, ৩০ অধ্যায়

—রামায়ণ আদিকাণ্ড ১০-৫৫, মহাভারত শল্য পবর্ব ৪০—১।২।১০

"মেধাতিথি পুরুরবা ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।"

—'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' পৃঃ ২৯'

"গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৯—২১।১৯

আবার, শুধু ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে নাই। বৈশ্যশূদ্রও পূরাকালে ব্রাহ্মণত্ব ও ঋষিত্ব লাভ করিতেন।

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ ॥"

—হরিবংশ, ১১।৯

"ভলন্দশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে চ মন্দকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরঃ সদা ॥"

—মৎস্য পুরাণ, ১৩২

তা' ছাড়া কক্ষীবান্ দাসীপুত্র হইয়াও ঋষি হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ শূদ্রাণীর গর্ভজাত হইয়াও পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। দীর্ঘতমা মমতার গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়া মহারাজ ভরতের পৌরাহিত্য করিয়াছিলেন।

তুরী শূদ্রাণী জননীর গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়া মহারাজ পরীক্ষিতের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। নারদ ছিলেন দাসীপুত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিলেন স্বর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশীর পুত্র।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুকদেব, কণাদ, ঋশ্যশৃঙ্গ, মন্দপাল, মাণ্ডব্য প্রভৃতিও অনার্য্যা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া মহর্ষি হইয়া গিয়াছেন—

"জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্তাৎ শ্বপাকাচ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলক্যাঃ সুতোঽভবৎ ॥
মৃগীচ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে ॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকী-গর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনয়ঃ ॥"

—ভবিষ্য পুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব, ৪২ অধ্যায়।

দ্রোণপর্ব্ব, ৫—২৭।২৮

আর, ব্রাহ্মণ মানেই হ'চ্ছে, নখদর্পণে তার যা'-কিছু জাতির বাঁচা-বাড়ার উন্নতি-চলনার নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ ও লওয়াজিমা!*

প্রশ্ন। মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—যাঁরা আপনাকে accept করেছেন, যাদের মধ্যে বর্ণভেদ ভারতের আর্য্যগণের মত heredity-র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তারা কি আপনার ঐ বর্ণভেদ মানবে? মানলে তা' কেমন ক'রে মানতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বর্ণভেদের গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে culture—যা'-দিয়ে জীবনকে বৃদ্ধির পথে উন্নত করতে হবে। যা'-যা' জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে, দৈনন্দিনই হোক আর যেমনই হোক, নিত্যপ্রয়োজনীয়—তারই এক-একটা division নিয়ে বা এক-একটা aspect নিয়ে যে বা যারা work ক'রে, তার আবার উন্নত নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষের necessities fulfil ক'রে, তাদের being and becoming-কে service দিয়ে তা'দিগকে উন্নত সম্বেগশালী ক'রে তুলছে, সে বা তা'রাই হয় বর্ণ (colour) of culture for that aspect। আর, যে-দেশে যারাই জীবন ও বৃদ্ধির উন্নতিপন্থী, তাদের দেশেই, যেমনভাবেই হোক, এ থাকতেই হবে।† কারণ, ওগুলি হ'চ্ছে মানুষের বেঁচে থাকা, উন্নত স্তরে চলার

---

* মনু বলিয়াছেন, "যিনি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, যিনি জনসমাজের উপদেষ্টা ও শাসনকর্ত্তা, যিনি ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা, সর্ব্বভূতেই যাঁর মিত্রভাব, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। গুণের বলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, গুণের অভাবে ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। বেদ অধ্যয়ন না করিলে দ্বিজগণ শূদ্রের সমান হয়।"

—মনুসংহিতা, ১১—৩৫। ১০—৬৬। ১০—২,১৭২

† "The division in the Zend Avesta of the followers of Ahur Mazda into Atharvas, Ratheasvas, and Vastrya was precisely equivalent to the three superior Indian castes."

—"Tract on the origin of Brahminism"—Hang

"With regard to Persia the Zend Avesta speaks of a fourfold division of the ancient inhabitants of Iran into priests, warriors, agriculturists and artificers."

—'Encyclopaedia Britannica, 11th Edition'

লওয়াজিমা ছাড়া আর কিছুই নয়কো। আর, এ-প্রয়োজনের সবগুলিকেই —প্রত্যেকেরই যদি সব aspect নিয়ে deal ক'রে, নিজের জীবনকে ওগুলি supply ক'রে উন্নততরে চালাতে হয়, তা' একরকম অভাবনীয়, অসম্ভব! আর যদি করেও তাহ'লে জীবন-চলনা এমনতর মন্থর হ'য়ে উঠবে, যার ফলে তাকে অচল বললেও অন্যায় বলা হবে না।

"There is legend in the Dabistan of a great conqueror Mahabad who divided the Abyssinians into the usual four castes."

Strabo mentions—

"A similar classification of the Iberians into kings, priests, soldiers, husbandmen and menials."

"In Egypt there were at least two great castes, priests and warriors, the functions of which were transmitted from father to son, the minor professions grouped under the great castes being also subject to hereditary transmission."

—"Revnes desdeux Mondes"—Otfried Muller, 15th Sept. 1848

"In Egypt priests, soldiers, husbandmen, artisans, hunters and shepherds—threre was a total seperation of these six classes."

—Timaeus Plato

"সেকেন্দার সাহর সহচরগণ মিশরে জাতিভেদ দর্শন করিয়াছিল।"

—'মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ'

—Translated by রজনীকান্ত গুহ, এম্. এ.

"The colleges of operatives which inscriptions prove to have existed in Britain during the Roman period, were practically castes, because by the Theodosian Code the son was compelled to follow the father's employment."

"History of Rise and Progress of English Constitution"

—Palgrave

"In Mexico no one could carry on trade except by right of inheritance."

—Zurita

—Rapport sur les differentes classes de chefs dans la non velle Espagne (1840), P. 223

তাহ'লেই, ঐ division বা aspect-গুলিকে work out ক'রে জীবনের needs-গুলি fulfil করতে হ'লেই, কাকেও বা কাদেরও ওর এক-আধটা নিয়ে work out করতে হবে—তা' বংশানুক্রমিকভাবেই হোক আর personally জীবনের profession-স্বরূপ ধ'রেই হোক—কিন্তু করতেই হবে তা'। করতে হবে না, এ-কথা কি আমরা কখনও কল্পনা করতে পারি?

আর, ঐটে যখন সন্তান-সন্ততিক্রমে, বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে, তখনই ঐ skill to work out the thing or affair ক্রমশঃই সন্তান-সন্ততিদের ভিতর instinct-এ পরিণত হ'য়ে উঠতে থাকে। আবার তার ফলে, সেগুলিকে finely and superiorly easily output করার capacity with an inventive genius মাথাতোলা দিয়ে ক্রমপরিপুষ্টিতে চলতে থাকে।* আরও তার ফলে, মানুষ ঐ অমনতর elevative চলনার লওয়াজিমাও as a service of being and becoming পেতে থাকে। আবার, তারই ফলে সমাজ ও দেশ প্রত্যেক individual-হিসাবে একটা

---

* "Nothing is more natural than that a father should teach his son his handicraft, it gives the father help at a chief rate, it is the easiest introduction to life for the son, and the custom or reputation of the father as a craftsman is often the most important legacy he has to leave. The value of transmitted skill in the simple crafts was very great ; and what was once universal in communities still survives in outlying portions of communities which have not been brought within the general market of exchange."

—'Encyclopaedia Britannica'
—Eleventh Edition, Vol. 5, P. 464

"মুর্শিদাবাদ জেলার রেশমশিল্প শিক্ষালয়ে রেশম-ব্যবসায়ীদিগের সন্তান ব্যতীত অন্য কাহাকেও শিক্ষা দেওয়ায় কোন ফললাভ হয় না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও প্রকাশ আছে শুনিয়াছি।" —শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ; এটর্ণী

উন্নতদীপক-সম্বেগী হ'য়ে, নির্ব্বাধভাবে চলতে-চলতে চলে—এই হ'চ্ছে heredity-র, বংশানুক্রমিক বর্ণের গূঢ় তাৎপর্য্য!*

এই যে এই বংশানুক্রমিক বর্ণ—cultural hereditary occupation-এর গোড়ার ব্যাপারই কিন্তু ঐ আর্য্য culture† অর্থাৎ বাড়ার culture। ঐ আর্য্য culture-কে, with service, as a division of labour, work out ক'রে প্রত্যেক being-কে accelerate করা ;—আর, এতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে fulfil করছে ব'লে প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেকে,

---

* "The rights and duties are so partitioned that genuine equitability is achieved (or even equality or SAMATA, but more in a spiritual and psychological sense than in the economic sense of the communist)."

—'Ancient Solutions of Modern problems'
—Bhagawan Das, D. Lit., L. L. D.

† এই আর্য্য culture-এর বৈশিষ্ট্যই ছিল—আচার্য্যানুরাগে বিধৃত বিভিন্ন বর্ণের প্রত্যেকটি মানবের সহজাতসংস্কার ও অভ্যাসসমূহকে বিধিমাফিক দশবিধসংস্কার এবং বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ক'রে সমাজ বা সমষ্টির অধিকতম কল্যাণপ্রসূ হ'য়ে ব্রহ্মত্ব লাভ ক'রে দেবমানবত্বের দিকে একটা বিরাট socio-individualistic অভিযান। আর, বিভিন্ন বর্ণের বংশানুক্রম-বৈশিষ্ট্যগুলির পরস্পরের সার্থক পরিপূরণে ঐ আদর্শকেই সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য এই বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম দূরদর্শী ঋষিগণকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই আচার্য্যনুরাগানুপ্রাণিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত গণসংস্থিতিবিধান আধুনিকতম বংশানুক্রমিকতা ও সু-প্রজনন-বিজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রবিধানেরই ইহা অপূর্ব্ব সমন্বয়। তাই ভারতীয় আর্য্যগণের এই মহা-কৃষ্টিসমুদ্ভূত "Socio-individualistic Idealism"—সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত আদর্শবাদ—জগতের বর্ত্তমান সকল সমস্যার অভূতপূর্ব্ব অভিনব সমাধান আনয়ন করিবে—ইহাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সিদ্ধান্ত। ইহার তুলনায় National Socialism, Fascism, Socialism, Communism, Syndicalism, Anarchism, Imperialism, Democracy, Republicanism, Constitutional monarchy, Imperialism সবই একদেশদর্শী—আর সবারই ধ্বংস নয়, সার্থক পরিপূরণ এই সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত আদর্শবাদে—ভারতীয় এই আর্য্যগণসংস্থিতিবিধানে—যাহাতে ইষ্ট বা আচার্য্যানুরাগে

প্রত্যেকের মতন important and admired! কাউকে কারও ignore করা অসম্ভব—আর তা' যত সম্ভব হ'য়ে থাকে, বিধ্বস্তি-প্রাণ সর্ব্বনাশও ততদূর এবং ততখানি সম্ভব হ'য়ে ওঠে,—এই হ'চ্ছে এর যা' defect।*

সংবুদ্ধ হইয়া প্রত্যেকটি মানবকে স্বেচ্ছায়, তন্নিয়মানুবর্ত্তী হইতেই হইত; (Love makes obedience lighter than liberty—R. W. Alger) আর চারিটি আশ্রমধর্ম্মের দ্বারা প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যানুমোদিত বিধিবদ্ধ সংস্কারানুরাগ সহজাত স্বতঃপ্রবুদ্ধ কর্ম্মে সমাজের বাস্তব কল্যাণ সাধন করিত। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় মতবাদসমূহ সাময়িক ঘটনাসংঘাত-বিক্ষুব্ধ অনিয়ন্ত্রিত মনের অদূরদর্শী ক্ষণিক সমাধান আর আর্য্যবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত ঋষির সর্ব্বদর্শী মনের ভূয়োদর্শনজাত শাশ্বত গণবিধান। তাই Bhagawan Das, D. Lit., L. L. D. তাঁর "Ancient vs Modern Socialism"-এ বলিতেছেন, "এই ভারতীয় বর্ণাশ্রমবিধৃত রাষ্ট্রবাদই বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ববিধ রাষ্ট্র-সমস্যার সমন্বয় ও সমাধান আনিয়া দিবে।"

কিন্তু ইহাই যদি হইল তবে ভারত আজ পরাধীন কেন? এই বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ও উহার বিকৃতি আনিয়াই ভারত আজ পরপদানত। এই বর্ণ ও জাতিভেদের উচ্ছেদ করিলেই যাঁহারা বলেন ভারতের স্বাধীনতা আসিবে, তাঁহাদের অদূরদর্শিতা আনিবে বিপ্লবাত্মক পাশ্চাত্য রাজনীতির কোলাহলপূর্ণ ব্যর্থতা।

* "The Indian caste system failed because it has not been sufficiently ruthless or fixible. I think that in future, we may find, in another guise, the caste system which has held away for so many centuries in India. In essence these (Indian) philosophers were right. On the one hand, the weaklings have not been weeded out, and on the other no allowance has been made for changing standards. Our children will immediately banish from their particular class any one who fails to show the desired characteristics. The expelled person may be made a member of some other caste to which he seems more suited or relegated to the outcasts."

—'The Family of the Future'—J. S. Crowther

কিন্তু পাতিত্যবিধানের দ্বারা এবং ঋষিত্বে প্রতি বর্ণ হইতে উন্নীত করিয়া—মহাবৈজ্ঞানিক Crowther যাহা বলিতেছেন তাহারও সমাধান আর্য্যসমাজ বিধাতৃগণই করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে ভগবান্ মনু-প্রবর্ত্তিত বিধানকে অবজ্ঞা করিয়া বৈশ্যগণ ঐশ্বর্য্যমোহে অন্যান্য বর্ণকে উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় আর্য্যসমাজের এই অধঃপতন আনয়ন করিয়াছিল। স্বয়ং মনুই বলিতেছেন,

তাই, যখনই বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বর্ণ-বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ instinctive expression-গুলিকে যথাযোগ্য venerable nurture-এ evolve করার দিক দিয়ে elate and active ক'রে না তুলে' egotic obstinate inferiority-র কষ্টিপাথরে passionate rationality-র pressure-এ ক'সে ক'সে chaotic discordance-এ এনে ঐ egotic inferiority-র পরিপুষ্টি দিতে-দিতে চলে—তখনই ধীরে-ধীরে একটা বিরাট বৈষম্য এসে এই আর্য্যকৃষ্টিটাকে রাহুর মত গ্রাস করতে থাকে ;—তার ফলে আসে দেশব্যাপী পারিবারিক অশান্তির সহিত ঘোর দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, হিংসা, চৌর্য্য, অপমান, অল্পায়ুতা ইত্যাদি যা'-কিছু—আর এটার আরম্ভ হয় সেখান থেকেই ততবেশী যারা যত রকমে ঐ বর্ণ-বৈশিষ্ট্যকে ungrateful, active, ignoring, vindictive thrust-এ insult ক'রে passionate প্ররোচনায় লোকদিগকে আকৃষ্ট ক'রে, হামবড়াইয়ের চলনায় power and purse-এর সহিত foolish enjoyment নিয়ে জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করতে করতে জাহান্নমের পথে চলতে থাকে।

তাই, আমার এই idea যারা being and becoming-এর পক্ষে elating and reasonable মনে করে, তারাই করতে পারে। ঐ অসুবিধাটুকুকে এড়াতে পারলেই এর সুবিধা যে এন্তার,—যে-দেশই হোক না কেন, কিছু দিন এ চালালে, আমার মনে হয়, তাদের এ ঠিক পেতেই হবে। অবশ্য, সাধারণতঃ দেশকালপাত্র-ভেদেই এটাকে অবস্থামাফিক

"বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ ॥"

রাজা প্রযত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব বিধানোক্ত কর্ম্ম করাইবেন, কারণ, ঐ উভয়ে স্বকর্ম্মচ্যুত হইয়া (অশাস্ত্রীয় উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া, দানধর্ম্ম পালন না করিয়া এবং আর্য্যকৃষ্টি অনুযায়ী না চলিয়া ঐশ্বর্য্যমদমত্ততায় বিপ্র, ক্ষত্রিয়কে উপেক্ষা করিয়া) তাহার অহঙ্কারে জগৎকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে।

নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তাই, যেখানে যেমন আকারে এটা সম্ভব—more profitable, সেখানে তেমনি ক'রেই এটাকে apply করতে হবে—এই হ'চ্ছে আমার কথা।*

প্রশ্ন। বর্ত্তমান ইউরোপ যদি তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় এই আর্য্যবর্ণ-বিভেদও মান্‌ত, তবে কি তারা আরও উন্নত হ'ত, না, অবনতই হ'য়ে পড়ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ও-কথার উত্তর তো আমি বলেছিই! Heredity-র ভিতর-দিয়ে গেলে সন্তান-সন্ততিরা সেই-সেই সমস্ত বিষয়ের fine instincts-এ সহজে উন্নীত হ'য়ে—superior fulfilment দিয়ে জাতিকে service দিতে পারে। তার ফলে, জাতিও অমনতর superior সম্বেগশালী হ'য়ে জীবন ও বৃদ্ধির চলনায় আরও superiorly চলতে পারে,†—অবশ্য

---

* "I think that in future we may find in another guise, the easte system which has held away for so many centuries in India...... The men and women of the future will have before them a much clearer idea of the reason of life than we have to day, so that the improvement of the race will be more sanely considered. The life of an individual or even his happiness will be considered only in relation to his race."
—'The Family of the Future'—J. S. Crowther

"It is imperative that social classes should be synonymous with biological classes. Each individual must rise or sink to the level for which he is fitted by the quality of his tissues and of his soul. The social ascension of those who possess the best organs and the best minds should be aided. Each one must have his natural place."
—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

"As long as the hereditary qualities of the race remain present, the strength and the audacity of his forefathers can be resurrected in modern man by his own will. But is he still capable of such an effort?" —"Man the Unknown'—Alexis Carrel

† "জাতিভেদ-প্রথা না থাকিলে যাহারা একবার দরিদ্র হইয়া যায় তাহারা প্রায় সকলেই বংশগতভাবে দরিদ্র কায়শ্রমিক হইয়া যাইবে, অন্য কোন উচ্চ কর্ম্ম করিবার

ওর defect-গুলিকে বিশেষভাবে cautiously এড়িয়ে উৎকর্ষ চলনায় নিয়োগ করা চাই।

প্রশ্ন। আপনার ঐ বহু-বিবাহও কি বর্ত্তমান ইউরোপের পক্ষেও সমাজের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে জাতিই হোক না কেন, যদি মেয়েরা admiration-এ মুগ্ধ হ'য়ে, পুরুষের সব বৃত্তিকে with nourishing attachment relish ক'রে, তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত হ'য়ে কোন superior hereditary instinct-ওয়ালা normally superior and serviceable পুরুষকে offer দিয়ে, তাকে সর্ব্বতোভাবে বহন করবার inclination নিয়ে বিয়ে করে,—তবে তাদের issue যে সর্ব্বতোভাবেই superiorly excell করে সে-বিষয়ে আমার তো সন্দেহই নেই!*

উপযোগী হইতে হইলে যে অর্থ ও সময় আবশ্যক তাহার অভাবে তাহারা উহা পাইতে পারিবে না।" —'নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দুসমাজে' (হিন্দুসমাজ গঠনতত্ত্ব) পৃঃ ২৫২

"The progress of the strong depends on the conditions of their development and the possibility, left to parents, of transmitting to their offspring the qualities which they have acquired in the course of their existence. Modern society must, therefore, allow to all a certain stability of life, a home, a garden, some friends...... There is need to-day of men of larger mental and moral size, capable of accomplishing such a task. The establishment of a hereditary biological aristocracy through voluntary eugenics would be an important step toward the solution of our present problems."

—'The Remaking of Man'—Dr. Alexis Carrel

* "Dr. Le Bon thinks that the laws of western civilization will sooner or later legalise polygamy."

—Edward Wester Marck, Ph. D., L. L. D.
(Professor of Sociology, University of London)

"The adoption of polygamy is necessary for the preservation of the Aryan race." —Prof. Von Ehrenfels

তাই, যে-দেশেই, যেখানেই হোক না কেন, এ যে সর্ব্বতোভাবে ভাল, আমি তো তা' বলবই। তবেই, ঐ normally superior পুরুষের বহু স্ত্রী হ'লে যে ঐ স্ত্রীদের superior admiring impulse-এ superior child হবে—আর তা' থেকে যে সমস্ত দেশটা superior move-এ চলবে, সেদিক দিয়ে আমি নেহাৎই optimist!*

---

* "A further cause of Polygymy is man's taste for variety. The sexual instinct is dulled by long familiarity and stimulated by novelty. ...... Moreover, polygymy contributes to a man's material comfort or increases his wealth through the labour of his wives."
—'Polygamy and Marriage'—Edward Wester Marck

"Man's reputed polygamous proclivities are an innate part of him." —'Humanity Uprooted'—Maurice Hindus

"Polygamy when tried under modern democratic conditions is wrecked by the revolt of the mass of inferior men who are condemned to celibacy by it, for the material instinct lead a woman to prefer a tenth share in a first-rate man to the exclusive possession of a third-rate one." —George Bernard Shaw

"Polygymy has been practised, though only to a small extent, among most Indo-European peoples...... Polygymy occured in Slavonic and Teutonic countries, at least among chiefs and nobles. There is no direct evidence of it among the Anglo-Saxons, but it cannot have been entirely unknown to them."

"Among the ancient Irish we sometimes find a king or chief with two wives."

"Although the New Testament assumes monogamy as the normal form marriage, it does not expressly prohibit polygamy except in the case of a bishop and a deacon."

"No council of the church in the earliest centuries opposed polygymy and no obstacle was put in the way of its practice by Kings in countries where it had occured in the times of paganism."

"In the middle of the 6th century Diarmait, king of Ireland, had two wives and polygymy was frequently indulged in by the Merovingian Kings."

In later times, Philip of Hesse and Frederick William II of Prussia contracted bigamous marriage with the sanction of the Lutheran clergy ; May in 1650, soon after the peace of Westphalia when the population had been greatly reduced by the 30 years' war, the Frankish Kreistag at Nuremberg passed the resolution that henceforth every man should be allowed to marry two women.

"Certain Christian sects have advocated Polygymy with much fervour. In 1531, the Anabaptists openly preached at Munster that he who wants to be a true Christian must have several wives. And the Mormons, all the world knows, regard Polygymy as a divine institution." —Edward Wester Marck, Ph. D., Hon. L. L. D.
(Professor of Sociology of the University of London)

"Professor Wieth Knudsen has rightly pointed out that the Germanic tribal streams of former centuries would never have come into existence had it not been for polygamy, and this is as much as to say that all the preconditions Western culture would have been lacking." —Alfred Rosenberg
(Philosophical Director of the Nazi Party)

"Men are oversexed, they are by nature polygamous, while woman is monogamous. No matter what our moralists......may say, the fact remains that man is a strongly polygamous or varietist animal...... It is quite a common thing with men. It is quite a rare thing with women. The rule is that in her sex and love-life, woman is much more single-affectioned than is her lord and master-man".

"Is she on account of it better than, superior to man? It is futile to talk of better or worse, of superior or inferior. This the way they are. It is the way man and woman have been made by nature. The differences lie in biological roots."
—'Woman, her Sex Love-life'—Dr. William J. Robinson

"It is nature's will that the normal male should feel a continuous and powerful sexual attraction towards a considerable number of women...... In male the stimuli capable of arousing sexual excitement (this term is not to be understood here in the grossly physical sense) are so extraordinarily manifold, so widely differentiated that it is quite impossible for one single woman to pass them all."
—Prof. Robert Michels

প্রশ্ন। তবে inferior পুরুষদের কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Inferior পুরুষদিগকে যে মেয়েরা চাইবে—তারা আবার ঐ পুরুষদের চেয়ে in all respects inferior-ই হবে। With a superior admiration তারাই আবার offer দিয়ে ঐ পুরুষদের দ্বারা accepted হবে, তারাই তা'দিগকে বিয়ে করবে—আর তার ফলে ঐ মেয়েদের issue-গুলিও সাধারণতঃ যা' হ'য়ে থাকে, সব বিষয়ে তার চাইতে ঢের উন্নতই হবে। আবার, পুরুষদেরও মেয়েদের প্রতি একটা normal inclination থাকার দরুন, বড় হ'লে তাদের কাছে admired হওয়ার প্রলোভনে এমনতর একটা ঝোঁক আসবে, যার ফলে superior acquisition-এ তারা সহজভাবেই inclined হবে। সেটার ফলও কি মন্দ?

প্রশ্ন। আপনি বলেছেন, নিম্নবর্ণ হ'তেও সদ্বংশজাত enchanted with admiration, nourishing and receptive কন্যা গ্রহণ করাই প্রশস্ত—কিন্তু এই সদ্বংশ আপনি কা'কে বলেন? সদ্বংশজদের চিনবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সদ্বংশজাতদিগের চরিত্রগত লক্ষণই হ'চ্ছে এই আমি যা' বুঝি—তাদের থাকে শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠদের প্রতি একটা সহজ অনুরাগ-মাখান শ্রদ্ধাপূর্ণ আনতি, আর তদ্দরুন তাদের থাকে অন্তরের একটা ভাল-লাগার উৎসারণে সহজ অনুসন্ধিৎসা-মাখান কর্ম্মোদীপ্ত সশ্রদ্ধ সেবাপটুত্ব। তারা শ্রেষ্ঠদের কাজ, কর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, কাহিনী ইত্যাদি শুনতে পেলে বা দেখতে পেলেই পেট-নাদুড়ে পেট-সর্ব্বস্ব ছেলের মতন যেন গিলতে

"If it were a moral precept that a man should never have intercourse more than once in his life with any particular woman, this would correspond far better with the nature of the normal male and would cost him far less will power than is needed by him in order to live up to the conventional demands of monogamy."

—Prof. Von Ehrenfels

থাকে,—আর অনুসন্ধিৎসা-মাখা সশ্রদ্ধ-আনতিপূর্ণ কর্ম্মপন্থী সেবার চলনায় বাস্তব-পরিণতি-ব্যগ্র হ'য়ে চলার একটা সহজাত ঝোঁক তাদের স্বভাবে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। ভাল লোকের ভাল কথা বা বড়লোকের বড় কথা শুনলে, কথার পৃষ্ঠে কথা দিয়ে অন্য আর কা'কেও বড় ক'রে তাকে দাবিয়ে দিতে চায় না বা পছন্দ করে না। ভুল বা অপরাধে অন্যের দোষ দেখার প্রচেষ্টার থেকে নিজের দিক্ দিয়ে কী করবার ছিল আর তা' হয়নি তাই দেখবার প্রবণতাই বেশী দেখা যায়। আর, অসৎ-সংস্কারী বংশজ যারা তাদের অন্যের সুখ্যাতির কথা শুনে অহংটা যেন থেঁৎলে যায়,*—সেই থেঁৎলানী-কাতর অহং ঐ অন্যের শ্রীতে কাতর হ'য়ে রোখালভাবে তা'কে নিন্দে করে, উপহাস করে, ব্যাপারগুলিকে পাতলা ক'রে দিয়ে—যেন একটা uninteresting গুজব কথার মতন রকম দেখিয়ে—ও'তে বেকুব লোকেরাই importance দেয় এমনতরভাবের

* "Those born wrong, the miscarried, the broken—they it is, the weakest, who are undermining the vitality of the race, poisoning our trust in life and putting humanity in question. Every look of them is a sigh—'Would I were something other ! I am sick and tired of what I am.' In this swampsoil of self-contempt every poisonous weed flourishes and all so small, so secret, so dishonest, and so sweetly rotten. Here is woven endlessly the net of meanest of conspiracies—the conspiracy of those who suffer against those who succeed and are victorious ; here the very aspect of the victorious is hated—as if health. Success, strength, pride and the sense of power were in themselves vicious, for which one ought eventually to make bitter expiation……and all the while their duplicity never confess their hatred to be hatred." —Zur Genealogie der Moral

—Dritte Abhandlung, 14

"বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষ-যোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥
অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষ ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥"

—মনুসংহিতা, ১০-৫৭।৫৮

অবতারণা ক'রে, একটা wise and normal negligence-এর pose দেখিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠাকে মুখর করবার নানারকম রকমারি ফেঁদে—তাঁ'দিগকে slight করবার প্ররোচনা তাদের চরিত্রে যেন খুব ভালরকমে এস্তামাল করা আছে। এ একটু টোকা দিলেই প্রায়শঃই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু সদ্বংশজ যারা*—তারা অন্যকে ভাল বলতে গেলেই অজ্ঞাতসারে ভেবে নেয় না তাঁ'দিগকে খাটো বলা হ'চ্ছে। এই সব থাকা সত্ত্বেও, এই রকম admiration-পূর্ণ অন্তঃকরণের সহজ আনতি থাকা সত্ত্বেও, তারা আবার বহুনৈষ্ঠিক না হ'য়ে আপ্রাণ, অটুট ও কঠোর একনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে। এমনতর একটা tendency—যেখানে যত ভাল পায় সব ভাল কুড়িয়ে নিয়ে, যেন তার একটা বাস্তব কর্ম্মাভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে—ইষ্টসার্থকতায় সার্থক হওয়ার আবেগপূর্ণ চলৎশীল ঝোঁক তাঁদের সংস্কারের ভিতর যেন কেমনতরভাবে গোঁজা থাকে। এ-সব না করতে পারলেই ভেতরটায় কেমন খচ্‌খচানির মতন লাগতে থাকে—কারু-কারু আবার যেন টাটিয়েই ওঠে। বৃত্তির enticement-এ যদি কখন খারাপও ক'রে ফেলে, সেই করার উদ্দীপনা কেটে যাওয়ার সাথে-সাথে, সহজ অনুতাপে অন্তর্নিহিত বিবেকের চাব্‌কানীতে দহন-বেদনায় মুষড়ে প'ড়ে, কর্ম্মাভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে নিরাকরণ-প্রয়াসী না হ'য়েই যেন থাকতে পারে না।

---

* "Features alone do not run in the blood; vices and virtues, genius and folly are transmitted through the same sure but unseen channel." —Hazlitt

"Honourable descent is, in all nations greatly esteemed. It is to be expected that the children of men of worth will be like their progenitors; for nobility is the virtue of a family." —Aristotle

"All history shows the power of blood over circumstances as agriculture shows the power of the seeds over the soil." —E. P. Whipple

আর, এ সবের ভিতর-দিয়ে তাদের একটা মহৎ রকম থাকে,—মিলেমিশে পারিপার্শ্বিককে সহজে কেমন একগাট্টা ক'রে ফেলে দেয়। কেমন একটা একত্বানুধাবনী ঝোঁক তাদের চরিত্রের ভিতর-দিয়ে দীপ্তি পেতে থাকে—তা' সে যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন ব্যাপারেই থাক্ না কেন। তারা rational being secondarily, কিন্তু তাদের চলার নিয়ামক হ'চ্ছে instinctive প্রাণের টান। এই সব বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে সদ্বংশজের লক্ষণ। এমনতর বংশ হ'তে যদি মেয়ে পাওয়া যায়, ঐ সব instinct-গুলি সংসারে থাকলে সে-সংসার কেমন হ'তে পারে, তাদের সন্তান-সন্ততিই বা কেমনতর দাঁড়াতে পারে—তা' বোধহয় সহজেই অনুমেয়। উল্লিখিত রকমের ভিতর-দিয়ে, অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ কর্ম্মাভিব্যক্তির বাস্তব আলোড়নায়, ইষ্টপ্রাণ চরিত্র ও জ্ঞানে সমৃদ্ধিতে জাতি, বর্ণ, বংশ, বিদ্যা ও আচার ইত্যাদিতে যেমন-যেমন সমাসীন যারা, তেমন-তেমন শ্রেষ্ঠ বলি তা'দিগকেই আমি। সদ্বংশের ধারাবাহিকতা যেখানে অক্ষুণ্ণ আছে তার আরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন, in moments of upset বা anger, depression, disappointment, zealous enterprise বা crisis সে কিছুতেই ungrateful বা treacherous move নেবেই না—দাঁড়িয়ে মরবে, হয়তো অস্বাভাবিকভাবে সর্ব্বনাশকেও আগলে ধরতে পারে কিংবা শয়তানী ক'রে নানারকম ফন্দিবাজির ভিতর-দিয়ে তা'কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে ; কিন্তু betrayal-এ tamed হওয়া তার ধাতের আনাচে-কানাচেও নেই, আর ওসব proposal বরদাস্ত করতেও কমই পারে।

কিন্তু যেখানে এর উল্টো রকম আছে—এমন কি deep psychical adulteration-এও, প্রায়শঃ অনেকটাই এর উল্টোই হ'য়ে থাকে। আর, deep psychical adulteration-এ অনেক জায়গায় দেখেছি বাস্তবতায় একদম betray না করলেও betrayal দ্বারা অনেকখানিই tamed হয়ে প'ড়ে। তাই betrayal-এর support-এও তার কাছে যুক্তির কথা অনেক সময়েই পাওয়া যায়। শুনেছি normal pedigree-র dog-গুলিও নাকি in the period of crisis কখনও master-কে betray করে না! মনে

করুন, বাড়ীতে চোর এল, কুকুর হাউ-হাউ ক'রে খুব রোখাল হ'য়ে তাকে আক্রমণ করল। সে-চোর যদি কোন খাবার—রুটি বা এক টুকরো মাংস ফেলে দেয়, ভাল pedigree-র dog-গুলি তার দিকে ফিরেও চাইবে না—জান কবুল ক'রে ঐ চোরকে তারা আক্রমণ করবেই করবে। কিন্তু pedigreed dogs নয় যারা, চোরের এক টুকরো মাংসই তাদের immediately tame ক'রে ফেলে master-কে betray করিয়ে দিতে পারে।

আবার, অনেক মানুষের ভিতর অবাঞ্ছনীয় বা অকরণীয়ভাবে sexually inclined বা addicted হ'য়ে অথবা unrequited হ'য়ে physically shocked যারা তাদের আর-এক রকম বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন—তারা সব বুঝলেও ঐ sexual morals-এর বেলায় টপ ক'রে ব'লে উঠবে, সব তো বুঝতে পাচ্ছি, ঐটেই যেন কেন মাথায় ধরছে না, বুঝতেই পাচ্ছি না। এটার থেকে বোঝা যায় যে কোন solitary inner core of psychological system-এ তার ঐ জাতীয় কোন damage তখনও র'য়েই গিয়েছে। এটা কিন্তু ঐ betraying temperament থেকে অনেক ভাল। এর cure ঐ পূর্ব্বের case-এর চাইতে অনেক সহজসাধ্য।

ঐ রকমে sexually injured যারা, re-adjusted না হওয়া পর্য্যন্ত always একটা unrelieved জীবন অতিবাহিত করে। প্রত্যেকটি চাওয়ার ভিতরই একটা unconscious unwillingness থেকেই যায়, আর, এই রকম থাকার দরুন ঐ চাওয়াটা পাওয়ার ভিতরে যা' manipulate ক'রে favourable ক'রে বা successful management-এর সহিত জয় ক'রে বা অতিক্রম ক'রে পেতে হয় তা' করবার momentum এত কম থাকে, যার ফলে না-পারার সন্দেহমুখর প্রশ্ন এত এসে হাজির হয় যা' solve করতে পাওয়ার dashing force হতভম্ব স্তম্ভিত হ'য়ে একটা Himalayan barrier-এর মতন সামনে দাঁড়ায়—আর, সেইজন্য প্রায় প্রতিপদক্ষেপেই তারা hopelessly despondent যেন হ'য়েই থাকে।

তাই, তারা কোন-কিছু করতে গেলেই একটু এগুতেই ধাক্কাই খেতে থাকে—অসম্ভবের philosophy তাই তাদের বড়ই এস্তামাল। কিছু করতে বললেই প্রশ্ন আর প্রশ্ন—কুছ পরোয়া নেই, করতেই হবে এমনতর incentive-ওয়ালা urge and observation তাদের অন্তরে ক্বচিৎই উঁকি মেরে থাকে। আর, এই রকমটা থাকে ব'লেই তারা কাউকেও প্রাণ খুলে ভালবাসতে পারে না। তাদের ভালবাসার সমস্ত অভিনয়গুলি যেন always একটা intellectual garb নিয়ে আসে, sentimental incentive তাদের কাছে যেন একটা কল্পনারই স্বর্গমাত্র—এমনই আরো কত-কত! তারা এমনতরই হরদম যেন কি একটা বেঘোর নরক-যন্ত্রণাই সব সময় উপভোগ করে।

যাদের এই injury নেই, কোন কাজ করতে গেলে—যা'তে তারা convinced, যা' করণীয় ব'লে মেনে নিয়েছে বা স্বীকার ক'রে নিয়েছে কিংবা তাদের কোন beloved-এর কোনপ্রকার চাহিদা fulfil করার বেলায় এমনতর কোন doubt-এরই প্রশ্রয় দিতে চায় না যা'তে ঐ active incentive-ওয়ালা urge বা সঙ্কল্প থেকে কোনপ্রকার deviation এনে দিতে পারে। Environment তাদের থমকে দিলেও কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে with keen observation খুঁজতেই চেষ্টা ক'রে থাকে—কেমন ক'রে, কোন্ ফাঁকে, কোন্ মুহূর্ত্তে তারা তাদের চাহিদাকে successfully materialise করতে পারে।

যারা সদ্বংশজ—মোটের উপর flawlessly bred—তাদের কখন-কখন crisis-এর moment-এ betraying attitude দেখাও যায় ; কিন্তু তাদের ঐরকম attitude-এর সাথে-সাথে ঝড়ের মতন অনুতাপ এসে এমনতরভাবে মুষড়ে দেয়—তখন তারা মনে করে, এমনতর পূতিগন্ধি নরক তারা বুঝি জীবনে কখনও দেখেনি। যাদের অমনতর betray ক'রে কত ধাঁজে কত রকমে তাদের elate ক'রে তারা নিস্তারকে আগলে ধরতে আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে। জীবনে ও-পথ যা'তে না মাড়ায় তার জন্য প্রাণপণে নিজেকে শোধরাতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে থাকে। এই রকমটাই একটা

crucial test যে তারা সদ্বংশজাত—environment-এর ভিতর প'ড়ে coerced acquisition-এর ফলে balance-টা হারান-হারান হ'য়ে অমনতর হয়েছে।

প্রশ্ন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে সদ্বংশজ ব'লে যে সমস্ত কুল পরিচিত, তাদের প্রত্যেকটি নরনারীর ভিতর কি আপনার এই লক্ষণগুলি দেখতে পাওয়া যায়? এই সব লক্ষণগুলি first-hand মিলিয়ে নেওয়া ছাড়া কি প্রচলিত accepted কৌলিন্যকে মেনে চলা যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়—সদ্বংশজদের ভিতর এই normal instinctive characteristics—তারা যেমনই হোক না কেন—দেখতেই পাওয়া যাবে, যদি instinctive প্রতিলোম interpolations ভিতরে কোনরকমে না হ'য়ে থাকে।

আবার, এই characteristic-গুলি environmental constant bad impulse-এর দরুন অনেক সময়, অনেক সময় কেন প্রায়ই—একটা হীনত্বের চাল-চলন নিয়ে চলতে থাকবে।* তাদের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে,—ঐ হীনত্ব-জনিত চালচলনগুলি যদিও তারা অভ্যাসবশে করতেও থাকে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে ওগুলি তারা কিছুতেই যেন পছন্দ ক'রে উঠতে পারে না—প্রাণ যেন কিছুতেই সায় দেয় না, আর ক'রেও যন্ত্রণা যেন লেগেই থাকে।

যখনই তারা শ্রেষ্ঠ কোন বন্ধু পায়, তার সংসর্গে তাদের natural instinct-গুলির যেই কিছু-না-কিছু nourishment পায়, অমনি যেন আনন্দে পাঁচ হাত লাফিয়ে ওঠে,—মনে হয়, হঠাৎ যেন হাতে স্বর্গ

---

* "The descendants of the founders of American civilization may still possess the ancient qualities. These qualities are generally hidden under the cloak of degeneration. But this degeneration is often superficial. It comes chiefly from education, idleness, lack of responsibility and normal discipline." —'Man the Unknown'

পেলাম! বহুদিন খুঁজত, পেত না, কী যেন হারিয়েছিল, তার বোধ ছিল কিন্তু জানত না,—হারানোর বেদনা যেন সব সময় লাগাই থাকত—হঠাৎ যেন কোন ভগবানের দয়ায়, কেমন ক'রে, কোন্ পথে, কোন্ আশীর্ব্বাদে পেয়ে গেল—আর কি তা' ছাড়ে? তখন তার পারিপার্শ্বিক দুনিয়া এক দিক, আর সে যেন কেবল বন্ধুরই—এই এমনতর গোছেরই আর কি!

যা' বললাম, এই inferiority-গুলি inherited নয়, acquired। তাই আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সদ্বংশীয় যারা, তাদের ঐ inferiority-গুলি প্রায়ই acquired, প্রায়শঃই inherited নয় ব'লেই মনে হয়।

প্রশ্ন। আপনি যে বহুবিবাহেরও পক্ষপাতী,—বহুবিবাহ তো, যা' দেখি, তাতে পরিবারে অশান্তি আনার প্রধান উপায়, আর ওতে পুরুষের একস্ত্রী-নিষ্ঠা না-থাকায় বহু নারীতে মন যায়। তাইতো বহুকষ্টে বহুবিবাহ তাড়ান হয়েছে—তা' আবার আরম্ভ হ'লে তো নির্জীব সমাজ আরও মরণমুখী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষের স্ত্রী-নিষ্ঠা আবার কি? এ একটা অসম্ভব ব্যাপার! ইষ্টনিষ্ঠাই হ'চ্ছে স্বাভাবিক কথা!* পুরুষের স্ত্রীর প্রতি থাকবে মমত্বদীপ্ত ভালবাসা—স্ত্রী হবে তার সহধর্ম্মিণী। পুরুষের স্ত্রী-নিষ্ঠা যখনই হয়, জাতি তো তখনই সাবাড় হওয়া সুরু করে, আর ব্যাপারেও তা-ই হয়েছে।†

---

* "Man should run after glory, woman after man".

—Napoleon

† "Have ever more care that thou be beloved of thy wife, rather than thyself besotted on her ; and thou shalt judge of her love by these two observations ; first, if thou perceive she have a care of thy estate ; the other, if she study to please thee, for love needs no teaching nor precept."

—Sir Walter Raleigh

স্ত্রী-নিষ্ঠা যদি হয়, তবে তো বহু স্ত্রী হ'লে সর্ব্বনাশের ব্যাপার—একটা বিরাট ঘনীভূত কিম্ভূত-কিমাকারে পর্য্যবসিত হয়ই বা হবেই। সেই পুরুষই বহু স্ত্রীর স্বামী হ'তে পারে, ইষ্টনিষ্ঠা যার actively অটুট ও আপ্রাণ। তাই, অমনতর ইষ্টনিষ্ঠ পুরুষের যদি বহু স্ত্রী হয় এবং উপযুক্তভাবে বিধিমাফিক যদি উপগত হয়, তাহ'লে সমাজ ও দেশ তেমনি মহান্ সন্তান-সন্ততিতে ভরপূর হ'য়ে উঠবে!*

বৌদ্ধযুগে এমনতর মহান্ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বিয়ে-থা' কিছু করেননি, তারই ফলে মহারাজ ধর্ম্মাশোকের তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে দুর্দ্দিনের বন্যা একটা বিরাট অথচ মন্থর গতিতে সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে অবিরাম ব'য়ে যা'চ্ছে। এ কেন, এ সর্ব্বনাশের অনেকগুলির মধ্যে একটা বিরাট কারণ এই।

---

* আর্য্যসমাজে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দ্বাদশ বৎসর আচার্য্য-গৃহে বাস করিয়া আচার্য্যানুরাগ-বিধৃত ব্যক্তিত্ব লইয়া প্রত্যেক দ্বিজকে সমাবর্ত্তন লাভ করিয়া সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া গৃহস্থ হইতে হইত। যে-পুরুষ আচার্য্যনিষ্ঠ ছিল না, সেই ছিল পতিত—তাহার সহধর্ম্মিণী লাভ করিবার অধিকারই ছিল না। আচার্য্যানুরাগ ও নিষ্ঠাবিহীন মানবই স্ত্রী-নিষ্ঠ হয়, আর নারীমুখী পুরুষ বহুবিবাহ তো দূরের কথা, বিবাহেরই উপযোগী নয়,—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

তাই মনু বলিতেছেন—

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥"

—মনুসংহিতা, ৩-৪

তাই আমি বলি—পুরুষ যদি উপযুক্ত হয়, ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট ও আপ্রাণ থাকে,—জীবনটা যার একটা incessant বিজলী-রেখার মতন দীপ্তি দিতে-দিতে ব'য়ে যায়, তারই বহুবিবাহ সমীচীন—সমীচীন কেন, নিতান্তই দরকার। আর, যারা স্ত্রীতে inclined হ'য়ে পড়ে, স্ত্রী-নিষ্ঠা ভূতের মতন যাদের ঘাড়ে চেপে বসে, তাদের একটা বিয়ে তো দূরের কথা, মেয়েদের মুল্লুকেই যাওয়া উচিত নয়। তাদের নিজেদের sexual satisfaction-এর জন্য জাতিটাকে,—বর্ণ ও জীবনগুলিকে,—কি জাহান্নমে দেওয়া উচিত?* তাই আমার ঐ কথা।

* "The men and women of the future will have before them a much clearer idea of the reason of life than we have to-day, so that the improvement of the race will be more sanely considered. Everything will be sacrificed to general progress. The life of an individual or even his happiness, will be considered only in relation to his race." —'The Family of the Future'

"Have ever more care that thou be beloved of thy wife, rather than thyself besotted on her." —Sir Walter Raleigh

৭

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪২। স্থান—আশ্রম-সম্মুখস্থ সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণ। কাল—প্রভাত।
ক্ষান্তবর্ষণ প্রাবৃট-প্রভাতে সূর্য্যকিরণ আসিয়া জলে, স্থলে, শস্যক্ষেত্রে
ঢলিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে শরতের আভাস জাগিয়াছে।
সাদা মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে নীল আকাশ স্বমহিমায় জাগিয়া উঠিয়াছে।
শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সঙ্গে তাঁর ছোট্ট ভিজা তাঁবুটিতে
বসিয়া কত কথাই বলিতেছেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, জাতির উন্নয়নের জন্য সমাজ ও বিবাহাদি সংস্কারের কথা যা' বললেন, তার জন্য তো শিক্ষারও সংস্কার প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, নিশ্চয়ই! শিক্ষাই হ'চ্ছে তা-ই যা' নাকি মানুষকে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নীত করে, অর্থাৎ বাঁচিয়ে উন্নত প্রগতির পথে আরো হ'তে আরোতরভাবে চালায়—আর এই হ'চ্ছে শিক্ষার সার্থকতা।* এ কিন্তু করা ও কায়দার ভিতর-দিয়ে চিন্তার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে,

---

* "The happiest and most useful men consist of a well-integrated whole of intellectual, moral and organic activities. The quality of these activities, and their equilibrium, gives to such a type its superiority over the others. Their intensity determines the social level of a given individual. The development of complete human beings must be the aim of our educational efforts. It is only with such thoroughly developed individuals that a real civilization can be constructed."
—'Mental Activities'—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

"Education should be a conscious, methodical application of the best means in the wisdom of the ages to the end that youth may know how to live completely." —Austin O'Mally

"The development of desirable traits and characteristics—that intangible something which we style personally—is the chief work of the school." —Dr. Frank Cody

করাকে আরও স্ফুটতর ক'রে থাকা আর চলায় পর্য্যবসিত করা। না-হ'লে শিক্ষা জীবনকে কী দিতে পারে—তা'তে হবেই বা কী?*

প্রশ্ন। এখনই শিক্ষায় এমন কী পরিবর্ত্তন কার্য্যতঃ আনা যায়—যা'তে বাংলার পুরুষ ও নারী দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণই হ'চ্ছে আদর্শে প্রণত অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে নত হওয়া।† প্রকৃষ্টভাবে নত হওয়া কা'কে বলে বুঝলেন তো? হৃদয়ে এমন একটা টানের উদ্বোধন করা—আদর্শকে মেনে নিতে, তাঁর পছন্দসই হ'য়ে চলতে যা'তে সহজভাবে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁকে ভাল লাগে।

---

* "অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষ্যচর্য্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতম্।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ ॥
সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥"

—মনুসংহিতা, ২—১০৮, ১৭৫

"Activity is the only road to knowledge."

—G. Bernard Shaw

"As for the culture that is gained in universities. I am in favour of whatever there may be in it that is fit to assimilate. Whatever in that culture is not assimilable, let it be got rid of as soon as possible."

"If the collegeman can do no more than criticise in a hostile spirit, then I can only say that I prefer a platoon of police that can act to a crowd of collegians who can but debate."

—Signor Mussolini

"Education does not mean teaching people to know what they do not know; it means teaching them to behave as they do not behave."

—Ruskin

† "নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥" —গীতা

যে কোন আদর্শে যুক্ত নয় তার বুদ্ধিও হয় না, ভাবনাও সে করতে জানে না; আর যে ঠিকমত ভাবতে শেখে নাই তার শান্তিই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়?

যিনি শিক্ষক তিনি যদি প্রকৃত আদর্শবান্ হন, আর ছাত্রের ভিতরে তাঁর সংসর্গে ঐ-রকম ভাবের উদ্বোধন হয়, তাহ'লে ছাত্রের শিক্ষা এমনতর সহজ ও অটুটভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—যা'তে সে বুঝতেই পারে না শিক্ষা জীবনে কতখানি শ্রমসাধ্য। শ্রমগুলি তার আরামের কসরৎ ব'লে মনে হয়। মনে রাখার জন্য স্মৃতির অনুশীলনই করতে হয় না। তার মন এমনই হ'য়ে ওঠে, মনে রাখা তার যেন সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ; কারণ, স্মৃতি সেখানেই উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, ভাল-বাসা বা ভাল-লাগা যেখানে মধুর ও প্রস্ফুটিত।*

"When our activity is set towards a precise end or ideal, our mental and organic functions become completely harmonised. The unification of the desires, the application of the mind to a single purpose, produce a sort of inner peace." —Dr. Alexis Carrel

আর, আর্য্যসমাজে শিক্ষা মানে ইহাই, বই মুখস্থ করা নয়। আচার্য্যানুরাগে প্রতি বালকের ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা হাতে-কলমে করার মধ্য-দিয়া। এই শিক্ষাকে আবার সমস্ত সমাজে সঞ্চারিত করিতে হইবে।

"We are shapped and fashioned by what we love."

—Goethe

* "What we attend to and what interests us are synonymous terms." —William James

"Give what you have to give with love, if it be possible, give it with force if necessary, but love must guide the force as the sun shines behind a cloud. It is the secret of education."

—Benito Mussolini

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" —গীতা

"গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন।" —শিব সংহিতা

"লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥
শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যাযশোবলম্॥"

তারপর, এই এমনতর আদর্শবান্ শিক্ষক যদি জীবন ও তা' যাপনের নিয়মগুলিকে বাস্তবতায় ছাত্রের সম্মুখে ধ'রে, ছাত্রকে তা'তে আকৃষ্ট ক'রে, ক্রমোন্নতির পথে চ'লে চালাতে থাকেন, তাহ'লেই ছাত্রের জীবন করা, থাকা ও চলার সমৃদ্ধিতে তার অজ্ঞাতসারে জানায় সমৃদ্ধ না হ'য়েই পারবে না।* আর, চলার জানায় ছাত্র যে কত পাহাড়-পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ক'রে, কত যে সমুদ্র মন্থন ক'রে মহান্ ও প্রকৃত জ্ঞানের অধীশ্বর হ'য়ে উঠবে, তা' সে জেনেও জানবে না। জীবনে তার শিক্ষার গল্পগুলি প্রণয়-কথার মতন মনে হবে—আর সে মানুষের কাছে বলবেও তাই। তা'তে আবার প্রণয়-কথা যেমনভাবে মানুষের ভিতর চারিয়ে যায়, শিক্ষা প্রতি-জীবনে তেমনতরভাবে চারিয়ে যাবে।

"শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥" —মনুসংহিতা

"গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ ॥" —জ্ঞানার্ণব

আচার্য্যানুরাগ, গুরুভক্তি ও গুরুপূজা না থাকিলে ছাত্র বিদ্যার অধিকারী হইতেই পারে না—ইহাই আর্য্যশিক্ষা-পদ্ধতির মূলভিত্তি, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মেরুদণ্ড।

"There is an unspeakeable pleasure attending the life of a voluntary student." —Goldsmith

"The characters that are great must, of necessity, be characters ; that shall be willing, patient and strong to endure for others.—To hold our nature in the willing service of another, is the divine idea of manhood, of the human character." —H. W. Beecher

* "Don't preach too much to your pupils or abound in good talk in the abstract."

"Lie in wait rather for the practical opportunities, be prompt to seize those as they pass, and thus at one operation get your pupils both to think, to feel and to do. The strokes of behaviour are what give the new set to the character and work the good habits into its organic tissue. Preaching and talking too soon become an ineffectual bore." —'Talks to Teachers'—William James

তাহ'লেই হ'চ্ছে—শিক্ষা দ্রুতগতিতে চালানোর উপকরণের ভিতর শিক্ষকই প্রথম এবং প্রধান।* আর, আমরা এখনই আমাদের যা'-যা' জীবনের প্রয়োজন, জীবনযাপন করতে গেলে, জীবন ও উন্নত প্রগতিতে চলতে গেলে যেগুলি করণীয়—কার্য্যতঃ সেগুলি আরম্ভ করতে পারি। আর, এই কার্যতঃ করার ভিতর-দিয়ে আমাদের চিন্তা-সম্পদ্‌কে উদ্বুদ্ধ ক'রে, আরোর পথে চলাকে সম্বেগসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারি।

প্রশ্ন। আদর্শবান্ শিক্ষক বলতে আপনি কী বোঝেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা'র শিক্ষাগুলি তাঁর কোন বিশেষ আদর্শকে সার্থক করার আকৃতি নিয়ে উদ্বুদ্ধ ও সার্থক হয়েছে।†

প্রশ্ন। পেটের দায়েই তো আমরা শিক্ষকতা করি। এমন শিক্ষকও তো পাওয়া ভার। এমনতর শিক্ষক গ'ড়ে তোলা যায়ই বা কী করলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পেটের দায়ে শিক্ষকতা করে ব'লেই তো খাওয়া দিন-দিন আমাদের সম্মুখ থেকে স'রে দাঁড়াচ্ছে—করাটা শিথিল হ'য়ে পড়েছে। এত ভড়ং, তবু সব ফক্কা!‡

---

* "But just as there is a training that fits there is a training that unfits. When we hear that a youth has failed, our first question has reference to his training—'Who were his tutors?' The problem of education is really a problem of the choice of teachers. I look for competent teachers." —Benito Mussolini

"I am indebted to my father for living but to my teacher for living well." —Alexander of Macedon

† "The following schemes are designed in such a way as to oblige the teacher continually to renew his personal culture—not only by means of the superficial little manuals in which we can gather the crumbs of knowledge, but from the living fountains of national culture." —Prof. Giovanin Gentile
(The Minister of Education, Italy, 1923)

‡ "The fear of losing one's job has kept education in America fifty years behind its possible improvement." —Dr. Eliot

শিক্ষকের শিক্ষকতায় প্রাণ উপচে একটা আকুল প্রিয়কম্পনে উন্নত-প্রগতি-পরায়ণ করায় জানাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ছাত্রের প্রাণে জীবনকে উগড়ে দেয় না।* তাই, শিক্ষকের প্রাণ কোন ছাত্রকে প্রাণবান ক'রে, করা ও জানার ভিতর-দিয়ে সেবা ও সাহচর্য্যে তার পারিপার্শ্বিক-জীবন প্রাণবান ক'রে তোলে না ;—সে পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধির স্বার্থও হ'য়ে ওঠে না। নানা কায়দায় সে পারিপার্শ্বিকের জীবন থেকে জীবনের নানা উপকরণ আহরণ ক'রে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চায়,—আর, পারিপার্শ্বিকও তাই আপ্রাণ—তা'কে নানারকমে চুরি ক'রে প্রত্যেকে নিজ জীবনকে যাপন-ক্ষম ক'রে রাখতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। তাই, হিংসা, সমাজে এত অকৃতজ্ঞতা, এত কপট সাহায্যলিপ্সুতা, পরশ্রীকাতরতা—নানা রকমে, নানা কায়দায়, নানান ছাঁটে—ফুলে' উপচে উঠছে। তাই, যারাই এখন বড় ব'লে নিজেদের পারিপার্শ্বিকে ছিটিয়ে দিতে চায়, দুর্দ্দশা তা'দেরই নানাপ্রকারে আলিঙ্গন ক'রে বিব্রতি ও অবসাদে সাবাড় করতে চায়।

তবেই, আমরা এখনই শিক্ষাকে জীবন-যাপনের অনুকূল ক'রে কার্য্যকরী বাস্তবতার ভিতর-দিয়ে চলতে সুরু করতে পারি। আর, যাঁরা এখন শিক্ষক আছেন, তাঁরা অন্ততঃ একটা আদর্শপরায়ণতার বাস্তব প্রচেষ্টা নিয়ে যতটুকু সম্ভব কার্য্যকরী ক'রে—সেটুকুও ভাব, ভঙ্গী ও ভালবাসার সহিত ছাত্রের ভিতরে চালিয়ে দিতে পারেন। তাহ'লে অন্ততঃ প্রকৃত আদর্শ শিক্ষকতার এতটুকুও স্বস্তিবচন হয়।†

---

* "The highest function of the teacher consists not so much in imparting knowledge as in stimulating the pupil in its love and pursuit. To know how to suggest is the art of teaching." —Amiel

"In the education of children there is nothing like alluring the interest and affection ; otherwise you make so many asses laden with books." —Montaigue

† "These schemes forbid the common place platitudes which have so long dulled children's education, and demand pure and sincere searching for truth, energetic investigation of the popular spirit,

প্রশ্ন। আপনি যে ইষ্টপ্রাণতার কথা বলেন, আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের মাষ্টার, প্রফেসারদের সকলের এই ইষ্টপ্রাণতা আসা তো অত্যন্ত মুশকিলের কথা। এ কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তো মুশকিলের কথাই! কিন্তু ইষ্টপ্রাণ হওয়াটা নেহাৎ একটা তাজমহল বানানো ব্যাপার নয়কো! এই ইষ্টপ্রাণতা simply dwells in the act of assured acceptance। স্বীকার করার ভিতর-দিয়ে করা-বলার সম্বেগকে চালালেই ইষ্টপ্রাণতা আপনা-আপনি উপচে ওঠে।* স্বীকার করা মানেই হচ্ছে—কোন-কিছুকে আপনার ভেবে, করা-বলার ভিতর-দিয়ে নিজের ক'রে নেওয়া। এমন কতই যে হরদম অমনতর-ক'রে দিনরাত ক'রে নিচ্ছি তার ইয়ত্তা নেই। ব্যাপারটা কিন্তু এক লহমার।

এমনতর স্বীকার ক'রে নিয়ে, সেবা ভালবাসা বা স্নেহমাখান সম্বর্দ্ধনা, সহানুভূতি, সাহায্য ও সাহচর্য্যপ্রবণ হ'য়ে, পারিপার্শ্বিকে নিজের চলনাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তাদের ভিতরে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ক'রে, ইষ্টস্বার্থে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার ঝোঁকে চলা—ইচ্ছা করলে প্রত্যেক teacher-ই immediately এই attitude-কে স্বীকার ক'রে নিজের চলনাকে চলনমুখী করতে পারেন।

---

restless and never satisfied, the communion with great souls which speak through the mouth of the teacher."

—Prof. Giovanin Gentiles, 'The Italian Minister of Education.'

* "There is no better known or more generally useful precept in the moral training of youth or in one's personal self-discipline, than that which bids us pay primary attention to what we do and express and not to care too much for what we feel...... Act faithfully and you really have faith, no matter how cold and even how dubious you may feel...... From our acts and from our attitudes ceaseless inpouring currents of sensation come, which help to determine from moment to moment what our inner states shall be ; that is a fundamental law of psychology."

—'Selected Papers on Philosophy'

তখন, অমনতর teacher-এ তাঁর যত শিষ্যই অনুরক্ত হোক না কেন, তাদের জীবন psychological affair-এর ভিতর-দিয়ে সর্ব্বনাশ-গতিসম্পন্ন নেহাৎই কম হবারই আশা করা যায়। আর, কোথাও এক-আধটু গোল হ'লেও,—ঐ অমনতর ইষ্টপ্রাণ চলনার impulse যা' শিষ্যদের মাথা ধ'রে রেখেছে, teacher-এর তা' regulate ক'রে সেরে নিতে কিছুই লাগবে না। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিক্ষকদের। শিক্ষকের দোষে কত জীবন যে নিরর্থক হ'য়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই। শিক্ষকও তা' টের পান না—এমন-কি টের পাওয়ার যে কোন প্রয়োজন আছে, তা-ও বোধ করেন না। আমার মনে হয়, শিক্ষকের দায়িত্ব প্রতি individual-হিসাবে যেন রাজার চাইতেও বেশী†—জানি না এটা হয়তো আমার পাগলামী!

প্রশ্ন। আমাদের দেশে তো দীক্ষাহীন শিক্ষা ছিল না, আজকালকার শিক্ষা তো দেখি দীক্ষাহীন। দীক্ষা বলেই বা কা'কে, আর দীক্ষায় হয়ই বা কী? শিক্ষায় দীক্ষার প্রয়োজনই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দীক্ষা মানেই হ'চ্ছে উপদেশ—অর্থাৎ যা' এমনতর করার জ্ঞান দান করে, যা'তে নাকি মানুষকে পাপ অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া হ'তে পাতিত করে যা', তা' হ'তে মুক্ত ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—আর তা' করায় প্রবৃত্ত করিয়ে দেয়। আর, শিক্ষা

---

* "The most potent of all indirect influences in the development of our citizenry is the influence of good teacher."

—Armand J. Gerson

† "School teachers will be amongst the highest paid people in the land, as it will be recognized that only the highest types of intellect is capable of successfully managing the future generation."

—Crowther

"It takes more ability to be a successful school-teacher than a successful prime minister."

—Crowther

মানে আমি এই বুঝি,—অভ্যাস দ্বারা সেই উপদিষ্ট বিষয়গুলি আয়ত্ত ক'রে জানার উদ্দীপ্তিকে চরিত্রে প্রতিফলিত ক'রে প্রকৃত জীবন লাভ করা।*

তাহ'লেই, দীক্ষা-ছাড়া শিক্ষা কিরূপে সম্ভব হবে? যেখানে যা-ই শিখতে যাব আমরা—তা' এমনতর ক'রেই। কিন্তু এই শিক্ষকের প্রতি যতই আমরা অনুরক্ত হ'তে পারব, জানা আমাদের ততই বেমালুমভাবে চরিত্রে প্রকৃত হ'য়ে উঠবে।† তাই, এখনও দীক্ষাও আছে, শিক্ষাও আছে,—নাই একান্ত অনুরক্তি, শিক্ষক বা আদর্শপ্রাণতা। আর তাই, শিক্ষা ব্যভিচারিণী নারীর মত জীবনকে কোনপ্রকারেই সার্থক ক'রে তুলছে না। শিক্ষাগুলি অজানা বেকুবের মত, জানার কলরবে, নেহাৎ ব্যর্থ স্পর্দ্ধায় গণ্ডগোল সৃষ্টি ক'রে হাউ-মাউ ক'রে বেড়াচ্ছে।

প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বহু-বহু প্রফেসারের কাছে পড়তে হয়। এতে প্রত্যেকের প্রতি অনুরক্তি হ'লে একানুরক্তি সম্ভবই বা কেমন ক'রে? তা'তে তো বহুতে অনুরক্তিই হয়? আর, বিশ্ববিদ্যালয়ই বা কা'কে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, আমাদের এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সেই মহামান্য আশুবাবুর আমলের। মনে করুন, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য, আদর্শ বা ঋষি ছিলেন। তাঁকে যদি আমরা বলতাম ভগবান্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়! তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি শিক্ষার শাখা ছিল, প্রত্যেকটিরই সম্পাদক ছিলেন,—শিক্ষাকে কি ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে সমস্ত অধ্যাপককেই উপদেশ দিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিতেন—আর সবাই, কি শিক্ষক কি ছাত্র, এই ভাব, ভালবাসা ও ব্যবস্থার

---

* "Most important......is self-discipline, the ability to live for an ideal." —Benito Mussolini

† "In the education of children, there is nothing like alluring the interest and affection ; otherwise you only make so many asses laden with books." —Montaigue

দরুন তাঁ'তে আকৃষ্ট হ'য়ে থাকত। ছাত্রেরা ভাবত, তারা শিক্ষায় পারদর্শী হ'লে তিনি কত উৎফুল্ল হবেন ; শিক্ষকেরা ভাবত, ছাত্রেরা বিশেষভাবে পারদর্শী হ'লে তিনি তাদের ছাত্রদের নিয়ে কতই না আমোদে আটখানা হ'য়ে পড়বেন। এই প্রলোভনই শিক্ষক ও ছাত্রদের যেন একটা প্রধান প্রেরণা হ'য়ে উঠেছিল। তিনি হাতে-কলমে প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষকের সেবায় সবারই স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই, ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যা-কিছু সেই ভগবান্ আশুতোষে সার্থক হ'তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকত—তাঁর পোষণ ও পুষ্টির দিকে সবারই যেন একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল,—তাঁর তৃপ্তি ও তুষ্টিতে সবশুদ্ধ তৃপ্ত ও তুষ্ট হ'য়ে একটা আনন্দের অভিনন্দন-মুখর আলোড়ন প'ড়ে যেত।

মনে করুন, তিনি যা' ক'রে গেছেন ঐটি যদি স্বাভাবিক হ'য়ে সহজ উন্নতির উদ্দীপনায় অনুরক্তির চেতন-আবেশে, শতগুণ আবেগে প্রস্ফূটিত হ'য়ে চলত—যেমন চলেছিল ব্যাস, বশিষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে নিয়ে,—তবে কী দাঁড়াত, কল্পনায় ভেবে দেখলেই একটু-একটু কেমন লাগত বোধ করতেও পারেন।

আর, বিশ্ববিদ্যালয় তা'কেই বলে—যেখানে বহু বিশেষে উপনীত হ'য়ে, সেই বিশেষগুলি যখন কোথাও কোন একে সার্থক হ'য়ে ওঠে—আর তা' যেমন ক'রে, যেমন জানার ভিতর-দিয়ে, যা' নিয়ে। নতুবা, এ যদি না হ'ল, সে বিশ্ববিদ্যালয় তো পুতুলের ঘর।*

প্রশ্ন। মন ও চরিত্রের বল বাড়ান, ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, একাগ্রতা বাড়ান, মৌলিক চিন্তা করা—এমনতর শিক্ষারও তো প্রাচীন ভারতে প্রচলন ছিল? বর্ত্তমানে তার তো কিছুই নেই বললেই চলে! কী করলে আবার তা' ফিরে আসতে পারে?

---

* বিশ্ববিদ্যালয় কথাটির ইংরাজী University। 'University' কথাটির মানেই "where varieties arrive with a meaning at unity."

শ্রীশ্রীঠাকুর। শিক্ষকেরা যদি অমনতর হ'ন, আবার অমনতর বিধিব্যবস্থায় প্রণোদিত হ'য়ে করতে থাকেন, চলতে থাকেন—আরো, যেমন বলেছি, ছাত্রদের ভিতর তা' তেমনতরভাবে বাড়িয়ে দিতে পারেন, তবে ওগুলির জন্য বিশেষ ভাববার কিছু নেই—অবশ্য ছাত্রদের মাতাপিতা, অভিভাবকদেরও অমনতর ন্যাক্ থাকা চাই।

প্রশ্ন। আচ্ছা, দেশের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালীর ভিতরে কী কী পরিবর্ত্তন নিয়ে এলে আপনার এই নূতন শিক্ষার আদর্শ দেশময় প্রচলনের পথে সহায়ক হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Tending to impart education through service in an inquisitive acquisition, thoroughly moulded in a practical shape—ফলকথা, মানুষের বাঁচা-বাড়াকে basis ক'রে তার লওয়াজিমার manufacture and manipulation যেমন-যেমন ক'রে হ'তে পারে তেমন ক'রে—to supply the practical needs of every individual environment,—আর, তা' সব জিনিসের ভিতর-দিয়ে, সবতা'তেই একটা হাতে-কলমে অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে—তা' আবার যে-কোন branch of education বা সবগুলিকে নিয়ে, daily life-এর useful লওয়াজিমা সরবরাহ করা যায়—এমনতর common sense-কে এস্তামাল করা যেতে পারে,—এমনতর রকমে,—আর, এরই ভিতর-দিয়ে এ'কে আরোতর accelerate করার জন্য theoretical-এর যেমনতর ক'রে যতবেশী প্রয়োজন তাই ধ'রে—যা' করলে প্রত্যেকে আর

"Education is the knowledge of how to use the whole of oneself. Many men use but one or two faculties out of the score with which they are endowed. A man is educated who knows how to make a tool of every faculty—how to open it, how to keep it sharp and how to apply it to all practical purposes." —H. W. Beecher

এই শিক্ষা যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে না হয় তা' তো মানুষ তৈরী করে না, পুতুল তৈরী করে—তাই তা'কে পুতুলের ঘর বলাই যুক্তিসঙ্গত।

"হা চাকরী" "হা চাকরী" ব'লে একটা হতাশ-বিক্ষিপ্ত বেঘোর ঘূর্ণীতে ঘুরে না বেড়ায়। এই হ'চ্ছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, Education আপনি বলেন কা'কে? Education মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়—Systematic organization of habits and instincts with the purpose of fulfilling the becoming of life, by a graduated active manipulation of behaviour may be called Education।

প্রশ্ন। আপনার মতে তবে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা কেমনতরভাবে হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বস্তু বা বিষয়কে inquisitive পর্য্যবেক্ষণের ভিতর-দিয়ে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে তা'কে জীবনে অনুকূল করবার ঝোঁক সৃষ্টি ক'রে, হাতে-কলমে করার ভিতর-দিয়ে common sense-কে normally

---

* "It was at the end of his visit that a Persian said sadly : 'My education began in words and ended in words and when I go back to my country I have nothing to offer my people.' And he was right. He had nothing. He had been educated away from life. He had been taught the contents of a certain number of books, but he had not been taught how to better the living conditions of his people. He did not even know how to earn his own living, except by teaching to other the words which had been taught to him. He could do very little that a phonograph could not do—and it costs more to keep him than to keep a phonograph. Yet he had been inspected and stamped as educated. Educated for what ? That is the question he was asking himself."

"We are in favour of what might be called utilitarian education, although not at all in favour of what passes for utilitarian education. What often passes for a utilitarian education is only a scrappy training in great number of wholly useless odds and ends."

—'To-day and To-morrow'—Henry Ford

grow করানোর জন্য বিজ্ঞান-শিক্ষা with a practical manipulation অনুপাতী industries-এর ভিতর-দিয়ে করা চাই-ই।* আর, theoretical aspect ওরই ভিতর-দিয়ে সহজভাবে যা'তে grow করে তার ব্যবস্থা করা চাই।

আর, জীবন, ঘটনা ও অবস্থাকে manipulate ক'রে কি ক'রে জীবনকে with a practical move further becoming-এ accelerate করা যায়, যত সম্ভব নিখুঁতভাবে রকমারির ভিতর-দিয়ে গজিয়ে তুলে আদর্শকে মুখর ক'রে তুলতে পারে—বাস্তব পরিকল্পনায় এমনতর সাহিত্য জীবনের পক্ষে যে একটা অমৃত-পথ—সেটাকে তেমনি ক'রেই মানুষের কাছে হাজির করান উচিত।

তারপর দর্শন। এই দর্শনটাও আগে পড়ানোর চাইতে† বিজ্ঞান ও বাস্তব দুনিয়ার চলনায় অভিনিবেশ-সহকারে অনুধাবনের ভিতর-দিয়ে

ইহাই Education—বাস্তব শিক্ষা। ইহার মেরুদণ্ডই হ'চ্ছে ইষ্টানুরাগ, আচার্য্যের প্রতি ভক্তি—"Carrying out the commands of the Guru without the least hesitation or doubt." ইহা যদি মূলে না থাকে তবে যতই practical আর industrial education-এর scheming আমরা করি না কেন, কিছুই টিকবে না। "Wardha scheme" আর "National Educational scheme" সবই অর্থহীন যদি আদর্শবান শিক্ষক না থাকে আর আচার্য্যানুরাগকে শিক্ষার প্রধান মেরুদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষার আদর্শ।

* "Technical education undertaken in a liberal spirit is far more useful in promoting mental activity than book learning, which they regard as useless except for purposes of examination."

'Roads to Freedom'—Bertrand Russel

"I think we are due for a big change in educational methods. This is one of the reason why we are at present trying out our trade school form of teaching." —Henry Ford

† "If I might control the literature of household, I would guarantee the well-being of the church and state." —Bacon

গজিয়ে তুলতে হবে—আর তাদের verify করার জন্য মনীষীদিগের experience-গুলিকে study করতে হবে। তবেই, সেই দর্শন আমাদিগকে practical-ভাবে জীবনেশায় উন্নত ক'রে তুলতে পারে।*

আর ইতিহাস, সেই ইতিহাসই successful যা'তে নাকি দেশের বা জীবনের glowing push অর্থাৎ যার থেকে জীবনযাপন ক'রে গজিয়ে উঠেছে যেমন, তেমনতরভাবে তা'—যথাযথভাবে narrate করা থাকে—মানুষের জীবনে সেইটুকু act ক'রে একটা বিরাট জীবন গ'ড়ে তুলতে পারে।† কিন্তু exposition of life-এর সেই glowing point বাদ দিয়ে মানুষ লাখ অনুসরণ করুক কিছুতেই তা' হ'য়ে উঠবে না। বরং তা' করতে গিয়ে মানুষের জীবন এমন একটা বেখাপ্পা বিদঘুটে হ'য়ে ওঠে—যা'তে নাকি তার আশপাশ পারিপার্শ্বিক-শুদ্ধ অসহায়-অবসাদ-উন্মাদ প্রস্রবণে গা ঢেলে দিয়ে সর্ব্বনাশে সাবাড় হ'য়ে ওঠে। শুনেছি, যেমন আমাদের দেশে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গুরুদাসবাবু হাইকোর্টের জজ, স্যার অ্যাশুতোষ, পাশ্চাত্য দেশের নেপোলিয়ন, এলেকজাণ্ডার প্রমুখ—তাঁদের ছিল অকাট্য মাতৃভক্তি‡—আর তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের মায়ের জীবনভর যেমন-যেমন যা' চাহিদা। সেই মাতৃভক্তি-সম্বলিত

---

* "To be a philosopher is not merely to have subtle thoughts ; but so to love wisdom as to live according to its dictates."
—Thorean

"The discovery of what is true, and the practice of that which is good, are the two most important objects of philosophy."
—Voltaire

"Philosophy is the art of living." —Plutarch

† "The best thing which he derive from history is the enthusiasm that it raises in us." —Goethe

‡ "It is clear to the point of triteness that most of the great men of the world had remarkable mothers, and that the development of their sons' Oedipus Complex was of paramount importance in their characters and careers." —John Gunther

মাতৃচাহিদা তাঁদের উদ্দীপ্ত অবশ ক'রেই যেন অমন ক'রে তুলেছিল। এমনি প্রত্যেক লোকের পিছনেই তার life-urge যেখানে যেমনভাবে আবদ্ধ থাকে, জীবনও তেমনি ক'রে নানা অভিব্যক্তি নিয়ে ফুটে ওঠে। এইটে হ'চ্ছে আসল glowing point।* ইতিহাস যদি সেটাকে আবিষ্কার না ক'রে জীবনের রকমারিগুলিকে কেবল narrate ক'রে যায়, সে-ইতিহাস যে মানুষের জীবনের পক্ষে কতখানি useful তা' ভাববার বিষয়।†

তাহ'লে, কী কী শিক্ষা কেমন-কেমন রকমে হওয়া উচিত, আমার বুঝমাফিক যা', তা' ছোট্টভাবে মোটামুটি বললাম। আমার ধারণা—ঐ-ঐ গুলির অমনতর ক'রে শিক্ষার পদ্ধতি হ'লে, মানুষের তার temperamental instinct-মাফিক যত বেশী elevated হ'তে পারে তা' হ'তেই হবে।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে তো ঢাকা আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া উত্তরবঙ্গে, পূর্ব্ববঙ্গে আর বিশ্ববিদ্যালয় নাই। বড়-বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই জাতির উন্নয়নের অনুকূল, না, ছোট-ছোট অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন?

"If there be one thing pure, where all besides is sullied and that can endure when all else passes away—if aught surpassing human deed, or word, or thought, it is mother's love." —Spadara

* "No one knew how to represent the really important men of our nation to present-day scholars as glorious heroes, how to concentrate universal attention upon them, and so create a solid sentiment."
—Adolf Hitler

† "The essentials which really matter are never taught, but it is left for the more or less talented genius of the individual to discover the inner meaning of the flood of dates and the succession of events. In the teaching of history reduction of the matter to be taught must be considered; for history is not studied merely to discover what happened, but in order that it may give instruction for the future and continued existence of own nation." —'My Struggle'

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচা-বাড়া অনুপাতিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য রেখে, যত বেশী হয়, ততই ভাল—যা'তে নাকি যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই কল্পনা করতে পারে না তারাও education-এর facility পায়। কারণ, ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ জীবন-বৃদ্ধিতে চিরকালই নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ education দিয়েই। তাই education-এর প্রসার-প্রতিপত্তি মানুষের জীবনে যতই বেড়ে ওঠে ততই মঙ্গল। আমার মনে হয়, এক-একটা family যদি এক-একটা big school হ'ত, তবে যেন আরও ভাল হ'ত।

প্রশ্ন। প্রাথমিক শিক্ষা compulsory করবার যে আন্দোলন দেশময় চলেছে, তা' কেমনধারা হ'লে জাতির বাস্তব উন্নয়ন সম্ভব হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Primary education আমার মনে হয় upto present matric standard compulsory হওয়া উচিত। এটা thoroughly practical nature-এর মধ্য-দিয়ে যা'তে grow করে তার ব্যবস্থা করা উচিত। Practical-এ চোস্ত থেকে যদি theoretical-এ একটু-আধটু খাঁকতিও থাকে তা' নিয়ে খুব একটা ঝোঁকাঝুঁকি না করলেও চলতে পারে—কারণ, হাতে-কলমে জানার ভিতর-দিয়ে মানুষের instinct ও temperament অনুপাতিক theoretical যা', তা' automatically গজিয়ে উঠতেই থাকে। আর, এই যে practical education—এটার main move হওয়া চাই from an inclination to fulfil the Master beloved by serving the environment through inquisitive acquisition—finding out the necessities of every individual for the acceleration of further becoming with a firmness of being.

As a common sense প্রত্যেক student-এর ভিতর যদি with practical manipulation এটা grow করে, তবে তারা যেখানেই দাঁড়াবে সেখান থেকেই service দিয়ে, পারিপার্শ্বিক—যা'দের service দেওয়া হয়েছে—তা'দের স্বার্থ হ'য়ে জীবন-চলনার লওয়াজিমা যে নিঃসন্দেহে সংগ্রহ করতে পারবে—সে-সম্বন্ধে ভাবলেও আনন্দ হয়।

আবার, শুধু compulsory primary education নিয়েই যদি হট্টগোল করা যায়, আর উক্ত রকমটা as a common sense যা'তে ছাত্রদের ভিতর গজিয়ে ওঠে তার চেষ্টা না করা যায়,—তাহ'লে যত বিদ্যা, যত degree, বেকার-সমস্যার degree-ও যে তত হবে তা' তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন,—আমার তো এই ধারণা।

শুনেছি England-এর I. C. S. training নাকি অনেকটা অমনতর। তাই বোধ হয় দেখা যায় I. C. S.-রা বেশীর ভাগই successful in their field of service। আমাদের যে matric standard-এর compulsory primary education-এর কথা বললাম—ঐ রকমের ভিতর-দিয়ে miniature I. C. S.-মাফিক bringing up ঘটাতে পারলেই বোধ হয় অনেকটা সার্থক হওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, মনুতে আছে,—নারীর বিবাহই একমাত্র সংস্কার ; নারীর শিক্ষা, উপনয়ন, দীক্ষা প্রভৃতি আর কোন সংস্কার নেই। তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কন্যাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষাদানের উপদেশ ভগবান মনু তো বিশেষভাবেই দিয়েছেন,* কন্যাকে তার বৈশিষ্ট্যে উদ্দীপ্ত ক'রে শিক্ষিত করাই ধর্ম্ম। আর, নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণী, এইভাবেই আর্য্য ঋষিরা দেখেছেন। তাই, মেয়ের উপযুক্ত বয়সে তার বাগ্‌দান করার বিধি। স্বামীর আদর্শই নারীর আদর্শ। আর, স্বামী মানেই হ'চ্ছে—পুরুষ যেন নারীরই সত্তা, স্বামী কথার মানেও তাই। তাই, বিবাহই নারীর একমাত্র সংস্কার।

---

* "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" —মনুসংহিতা

৮

১লা ভাদ্র, ১৩৪২। স্থান—আশ্রম-সম্মুখস্থ পদ্মাতীর। কাল—প্রভাত। শরতের প্রভাত-কিরণ আসিয়া হরিদ্রাভ রশ্মিচ্ছটায় জলোচ্ছ্বাসময়ী ধরণীর শ্যামবনানীকে স্নেহময়ী মাতার মত সহস্র করে স্পর্শ করিয়াছে। নৃত্যচঞ্চল জলদল আসিয়া ছল্-ছল্ ছলাৎ করিয়া বাঁধের গায়ে আছাড় খাইয়া একটা অস্ফুট শব্দে আকাশ-বাতাস ভরিয়া তুলিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া তাঁবুতে তাঁর বিছানায় বসিয়াছেন, আর সকলের সঙ্গে নানা-প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেছেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বিবাহ, শিক্ষা প্রভৃতির সংস্কার তো করতে হবে বুঝলাম—কিন্তু নাই যদি বাঁচলাম তবে কি-জন্যই বা এসব করা? আমাদের গড় আয়ু যে কুড়ি-বাইশ বছরে নেবে গেছে। চল্লিশ বছর বয়স হ'তে-না-হ'তেই যে আমরা ম'রে যাচ্ছি, তার হাত থেকে বাঁচার কোন পথ নেই কি? থাকলে তো সেইটেই সর্ব্বাগ্রে করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' জীবন ও বৃদ্ধিকে ধ'রে রাখতে পারে তা'কেই বলে ধর্ম্ম। আর যা' করলে এই বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া অটুটভাবে চলতে পারে, তা-ই করাই ধর্ম্ম।* তবেই—যদি বাঁচতে চাই, বৃদ্ধি পেতে চাই—তাহ'লে ধর্ম্মের বিধিগুলিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে, করায়-চলায়

---

* "ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৯০।১৬

"No religion......ever thought of rejecting the indisputable law of endless movement of the eternal becoming; and it must be admitted that everything appears to justify it."

—Maurice Maeterlinck, Nobel Laureate

সেগুলিকে অটুট ও নিরন্তর করতে হবে। তাই, সর্ব্বাগ্রে সবের ভিতর ধর্ম্মকে নিয়ে চলা চাই-ই। এইতো আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদের অমোঘ নির্দ্দেশ।*

প্রশ্ন। আয়ুবৃদ্ধির জন্য কী কী করা প্রয়োজন, তা' তো বুঝলাম না? বললেন, ধর্ম্মকে অনুসরণ না করলে হবে না। কিন্তু তা'তে আমরা বুঝব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-চেতনা বহু পরিবর্ত্তনকে ভেদ ক'রে, অপরিবর্ত্তিতভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত স্মৃতিকে বহন ক'রে, বোধ ও বিবেচনাকে নিয়ে চলতে থাকে—আমি মনে করি, এক কথায় এ'কেই আমরা আয়ু ব'লে থাকি।

তাই, এই আয়ুকে অক্ষুণ্ণ ও অকাট্য রাখতে হ'লে, শারীরিক বিধানগুলি যা'তে সুস্থ ও সবল থাকে—পোষণ ও রক্ষণদ্বারা তা'ই করণীয়! দেখা যায়, এই বিধানগুলির অস্বস্থতা আসে প্রধানতঃ মানসিক অস্বস্থতা, কর্ম্ম ও আচরণের অস্বস্থতা, আহার্য্য ও পরিপোষণের অস্বস্থতা, চলন ও চেষ্টার অস্বস্থতা হ'তে। তাহ'লেই, আমরা সাধারণতঃ যদি এইগুলির প্রতি একটু নজর রেখে চলতে পারি—যা'তে বিধানগুলির

"ধর্ম্মেণ ধার্য্যতে লোকঃ।" —চাণক্য

"যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ॥" —কণাদসূত্রম্

"সুখস্য মূলং ধর্ম্ম।"

"ধর্ম্মেণ জয়তি লোকান্॥"

"সর্ব্বেষাং ভূষণং ধর্ম্মঃ।" —চাণক্যসূত্রম্

* 'ধর্ম্ম' কথাটি ধারণার্থক 'ধৃ'-ধাতু হইতে উৎপন্ন। বিশ্বের প্রতিষ্ঠা যাহাতে তাহাই ধর্ম্ম। স্বাস্থ্যের নিয়মও 'ধর্ম্ম' কথাটির অন্তর্গত।" —নারী

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা......ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।"

—নারায়ণ উপনিষদ্

স্বস্থতা বিকারপ্রাপ্ত না হয়, তাহ'লেই জীবনকে অনেকাংশে দীর্ঘ ক'রে তুলতে পারি।* ধর্ম্মনীতি, এটাই মানুষকে নানা অবস্থার ভিতর-দিয়ে, কত ধরন ও কত ভঙ্গীতে ব'লে আসছে।

তাই, গীতায় আছে—"যাহাদের আহার, বিহার, চেষ্টা, কর্ম্ম, স্বপ্ন, জাগরণ ইত্যাদি উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত, যোগ তাহাদের সমস্ত দুঃখকে হনন করে।"† আর, এই যোগ মানে হ'চ্ছে কিন্তু ইষ্টানুরক্তি ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন। এমন কোন ব্যবস্থা বা এমন কিছু করণীয় আছে কিনা যা'তে এই আয়ুবৃদ্ধি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, আছেই তো! এমন কোন অবস্থায় না-পড়া যা'তে প্রাণন-ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা ঘটে—যেমন অবৈধ আহার—যা'তে পরিপাকের অবসন্নতা ঘটে, পোষণের অভাব ঘটে ; নিয়মিত নিঃস্রাবণ—প্রস্রাব, বাহ্য, ঘর্ম্ম, লালা, শুক্র ইত্যাদির যথাযোগ্য নিঃস্রাবণ—যা'তে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্যগুলি নিঃসৃত হ'য়ে গিয়ে শারীরিক ধ্বংস না ঘটায়। যথোপযুক্ত চেষ্টা ও চলন—অর্থাৎ চেষ্টা ও চলনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যা'তে মস্তিষ্ক, মাংসপেশী ও যন্ত্রাদির কোনরূপ অন্যায় অবসন্নতা না ঘটে ;‡ আর

---

* There is still an immense amount to be learned about health, but if what is at present known to a few were part of the general knowledge, the average expectation of life could probably be increased by about ten years." —J. B. S. Haldaw

† "যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত-স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥"
—গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক

"The ingredients of health and long life are great temperance, open air, easy labour, and little care." —Sir P. Sidney

‡ "Take care of your health ; you have no right to neglect it, and thus become a burden to yourself, and perhaps to others. Let your food be simple ; never eat too much, take exercise enough ; be systematic in all things ; if unwell starve yourself till you are well again, and you may throw care to the winds, and physic to the dogs." —W. Hall

সর্ব্বোপরি ইষ্ট বা ভগবদনুরক্তি—যার দরুন পারিপার্শ্বিকের আকর্ষণ চেতনাকে বহুধা-বিভক্ত ক'রে সত্তাকে নিঃশেষ ক'রে ফেলতে পারে না। এইজন্যই শাস্ত্রে মাতা, পিতা বা গুরুতে অনুরক্তির সাধুবাদ এত বিশেষভাবে রয়েছে*—এমন-কি, বৈদ্যশাস্ত্রে ইষ্টানুরক্তি না-থাকা একটা অরিষ্ট বা মৃত্যু-লক্ষণের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।†

আর, এ ছাড়া, সমস্ত-আহার, বিহার, চাল-চলনে জীবনীশক্তি উৎফুল্ল ও উদ্বোধিত হয় সেইগুলিই ধর্ম্মপ্রদ ও জীবনীয়। এক কথায়, এই দাঁড়াচ্ছে—অটুট বাস্তব ইষ্টপ্রাণতার সহিত যুক্ত চাল-চলন এবং যোগ্যা স্ত্রীর যথাযথ আমন্ত্রণ ভিন্ন স্বয়ং কামবশ না হওয়া হ'লেই—প্রাণশক্তির অপলাপ না হ'য়ে—আয়ুকে সাধারণতঃ দীর্ঘই ক'রে তোলে।

প্রশ্ন। এতেও যেন বিষয়টা আবছায়া র'য়ে গেল। জীবনীশক্তি ও আয়ুবৃদ্ধি করতে হ'লে আমাদের জাতির ঠিক-ঠিক কী কী করণীয়?—যা' আমরা প্রত্যেকেই সহজেই করতে পারি?

---

* "The morality of clean food ought to be one of the first lessons taught us by our pastors and teachers.—The physical is the substratum of the spiritual and this fact ought to give to the food we eat, and the air we breath a transcendent significance." —Tyndale

"জন্মহেতৌ হি পিতরো পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রদর্শকঃ॥" —জ্ঞানার্ণবতন্ত্র

† "ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্ব্বলমহেতুকম্।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়্‌ভির্মাসৈর্মরিষ্যতঃ॥"
"ভিষগ্‌ভেষজাপন্ন গুরুমিত্র দ্বিষশ্চ মে।
বশগাঃ সর্ব্ব এবৈতে বোদ্ধব্যাঃ সমবর্ত্তিনঃ॥
এতেষু রোগঃ ক্রমতে ভেষজং প্রতিহন্যতে।
নৈষামন্নানি ভূঞ্জীত ন চোদকমপি স্পৃশ্যেৎ॥"
—চরক সংহিতা

শ্রীশ্রীঠাকুর। (১) ইষ্টে সহজ আপ্রাণতা, তঁচ্চিত্তপরায়ণতা ও তৎপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে তঁৎস্বার্থপরায়ণতা।

(২) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সেবা, সম্বর্দ্ধনা, সাহায্য ও সাহচর্য্যপরায়ণ হ'য়ে তাদের ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা।

(৩) নিয়মিত সন্ধ্যা, প্রার্থনা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, এবং প্রথমে একক ভ্রমণ ও তৎপর অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম থানকুনী পাতার রস একটু দুধ ও ইক্ষুগুড় দিয়ে বা শুধু ইক্ষুগুড় দিয়ে খেয়ে, বেশী পরিমাণে জল খাওয়ার পর সঙ্গিগণসহ ভ্রমণে আরো সুবিধা হ'তে পারে। এতে একটু বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হ'য়ে শরীরের toxin-গুলি প্রায়ই বেরিয়ে গিয়ে থাকে।

(৪) বেশ সাদাসিদে সহজ-পুষ্টিকর সুপাচ্য আহার সাধারণতঃ দিনে রাত্রে দুইবার।

(৫) ক্ষুধাকে কখনও জব্দ না করা—regulated uncivilized রকমে সম্ভবমত কম প্রয়োজনের ভিতর-দিয়ে জীবন চালান।

(৬) বিরুদ্ধভাবের সংঘাতে temper lose না করা—অন্ততঃ unprofitably temper lose না করা।

(৭) Unregulated-ভাবে—যা'তে নাকি শরীর ও মনের অবসাদ আসে এমনতরভাবে স্ত্রী-সহবাস না করা ;—অন্ততঃ স্ত্রী-কর্ত্তৃক solicited হ'য়ে sexually engaged না হওয়া।*

---

* "Man is the only animal that ruins his health and career by sexual exercise. He is the only animal which has not sense enough to know that the female never wants until she calls. Throughout all nature it is the female who is the active partner in initiating the desire. The male, decently passive until desired, becomes active and aggressive when his mate woos."

"Woman to-day is so indelibly impressed with the false idea that to express desire, to woo, is unwomanly, that man has forgotten there

(৮) Life with Superior Beloved, life in seclusion, life with immediate environment, i.e., with family, and life for and with the public—এই ক'টি factor সম্ভবমত বেশ ক'রে observe করা।

(৯) কুব্যাধি-সংক্রমণের বিস্তার-প্রতিরোধী আচার-নিয়মকে প্রতিপালন ক'রে শুদ্ধ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসকে জীবনে সহজ ক'রে তোলা।

(১০) শুধু ভাবপ্রবণ না হ'য়ে ভাব ও বোধগুলিকে করা-বলার ভিতর-দিয়ে জীবন-বৃদ্ধির অনুগ ক'রে বাস্তবে পরিণত করা।

(১১) শরীর ও সময়ের উপযুক্ততা হিসাবে মাঝে-মাঝে নামমাত্র আহার বা বিধিপূর্ব্বক উপবাস করা।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আয়ুর কথা তো বুঝতে পারলাম, এখন আমাদের স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন?

---

are times to seek and times to avoid. Hence he consults only his own feeling and as a rule, wives are insulted instead of being pleased."

"There would be no excesses in married life, no repugnance, if the husband decently waited for the wife to call and seek ; such is the law of Nature. By this law of reproduction come the children of love ; through abuse and ignorance of this law are born hated children."

"There would be few sexual excesses, a great diminution in infidelity, and only occasionally divorces from adultery, if man and woman would accept the fact that in sexual relations we are as other animals. Acting upon this law of Nature, the husband would wait for mate. The embraces would be mutual, the satisfaction as one flesh, the result a long life of health and happiness."

—'Love and Marriage'—Winfield Scott Hall, M. D., Ph. D.

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হ'লে—প্রথমেই চাই পারিবারিক শান্তির ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে প্রধান ও প্রকৃষ্ট শিক্ষক যদি নিজ-নিজ পরিবারই হয়, তো তার চাইতে সুন্দর ব্যবস্থা আর কী হ'তে পারে?

বাসগৃহাদি যথোপযুক্ত বায়ু ও আলো চলাচলের মতন যা'তে হয়, জল তৃপ্তি-পুষ্টিপ্রদ, রোগনাশক যা'তে হয় তার দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত।

পরিবারের প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভিতর যা'তে উন্নতিমুখর উৎফুল্লতাকে চারিয়ে দিতে পারে, এমন একটা সহজ চলন, বলন প্রত্যেকের ভিতর যা'তে বজায় থাকে—তার দিকে পারিবারিক একটা সমবেত নজর থাকা নেহাৎ নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। কারণ, হতাশ্বাস ও অবসাদ হ'তেই সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে সুরু করে,* অনাচার ও অনিয়ম তা'কে আরো তীব্র ক'রে তোলে।

প্রত্যেকেরই—বিশেষতঃ প্রত্যেক মেয়েদেরই বিশেষভাবে জানা থাকা উচিত, কী অবস্থায় কেমনতর আহার, শুশ্রূষা ও সেবার প্রয়োজন। শিক্ষার—বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার দিক দিয়ে এটা নেহাৎই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত†—আমি এই-ই মনে করি। কারণ, পোষণোপযুক্ত বলপ্রদ

---

* "Youth will never live to age unless they keep themselves in heart with joyfulness." —Sir Philip Sidney

"Anguish of mind has driven thousands to suicide ; anguish of body none. This proves that the health of the mind is of far more consequence." —Colton

"Joy temperance and repose
Slam the door on the doctor's nose."

—Longfellow

† "Women should receive a higher education, not in order to become doctors, lawyers or professors, but to rear their offspring to be valuable human beings." "But the one absolute aim of female education must be with a view to the future mother."

—Dr. Alexis Carrel & Adolf Hitler

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আহার্য্যই জীবনকে ক্রমাগত শক্তি যোগাতে থাকে, আর এরই অভাবে শারীরিক প্রত্যেক বিধানেরই আয়ুর গতি বিকৃত ও মন্দ হ'য়ে ওঠে।*

তারপর চাই, প্রত্যেকেরই পারিপার্শ্বিকের যথোপযুক্ত সেবা ও সম্বর্দ্ধনা, আর, তা' হ'তে পুষ্টির আহরণ। এ পুষ্টি কিন্তু শারীরিক ও মানসিক দুই-ই—আর, এ করতে গেলেই সম্যক্ ও উপযুক্ত চেষ্টা ও চলনের প্রয়োজন। এই চেষ্টা ও চলনকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—যা'তে এ হ'তে পরিশ্রমজনিত যে অবসাদ আসে, তা' শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকেই আমন্ত্রণ করে। এই চেষ্টা ও চলনগুলি উপযুক্তভাবে ঘটাতে না পারলেই শারীরিক উন্নতির জন্য কিছু-কিছু ব্যায়ামেরও প্রয়োজন হয়।

তারপর, আর-একটা প্রধান জিনিস হ'চ্ছে উপযুক্ত বিবাহ। যে-বিবাহে মানুষের বৃত্তিগুলি তুষ্ট ও পুষ্ট হ'য়ে উন্নত-প্রগতিপরায়ণ হয়, সাধারণতঃ তাহাই প্রাণদ এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। তাই, বিবাহের প্রতি বিশেষ নজর রেখে তা' নিয়ন্ত্রিত করা উচিত মনে করি। এই আমার মোটের উপর স্বাস্থ্য ভাল রাখবার চুম্বক কথা।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী কেন? শুনি তো নিরামিষ খেয়েই ভারত আজ হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়েছে—এক সময়ে আর্য্যগণ গরুও তো খেতেন?

---

* "Eat with moderation what agrees with your constitution. Nothing is good for the body but what you can digest."

—Voltaire

"Simple diet is the best, for many dishes bring in many diseases."

—Pliney

"In general, mankind, since the improvement of cookery, eat twice as much as nature requires." —Benjamin Franklin

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোথাও কেউ হয়তো কোনদিন কখনও তা' খেয়েছেন—এখনও কোথাও কোন অবস্থায় তা' হয়তো খেলে জাত যায় না, তাই ব'লে এটা সাধারণ ও সহজ খাদ্য হ'তে পারে না। এটা—এটা কেন, কোনরকম আমিষ আহারই—পরিপাক-বিধানে গিয়ে এমনতর অল্প-বিস্তর বিষের সৃষ্টি করে—যা' সমস্ত বিধানকে কিছু-না-কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করেই।* বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষীয় আবহাওয়ায় তো এটা সমধিকই হ'য়ে থাকে। যাঁরা আমিষ আহার করেন, তাঁদের পক্ষে—সঙ্গে-সঙ্গে এর বিষকে সহজে হজম ক'রে ফেলতে পারেন এমনতর-কিছু আহার না করলে, অল্পে সাবাড়ের আমন্ত্রণের হাত এড়ান সম্ভব কিনা বুঝতে পারি না।

তাই, আমি বলি—মানুষের সাধারণতঃ নিরামিযাশী হওয়াই ঠিক। নিরামিষ আহার বিধানে যে উপদ্রব সৃষ্টি করে, তা' শারীরিক কোষগুলির পক্ষে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। তাই, নিরামিষাহার কোষগুলির পক্ষে প্রায় নিরুপদ্রব আহার বলা যেতে পারে,—অবশ্য এই নিরামিষ আহারেরও শারীরিক অবস্থাভেদে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরো, আমার মনে হয়, অতি পূর্ব্বকালে, কোন দেশে, কোথাও আর্য্যেরা আমিষাহারী হ'য়ে থাকলেও, সেই আমিষাহারই বেশ ক'রে আর্য্যদের শিক্ষা দিয়েছে—নিরামিষ আহার মানুষের পক্ষে কত জীবনীয়, কত প্রাণদ। তাই তাঁরা তাঁদেরই

---

* "The vegetable can extract from his food all the principles' necessary for the growth and support of the body, as well as for the production of heat and force. It must be admitted as a fact beyond all questions that some persons are stronger and more healthy who live on that food. I know how much of the prevailing meat diet is not merely a wasteful extravagance but a source of serious evil to consumers." —Sir Henry Thomson, M. D., F. R. C. S.

"The use of flesh foods by the excitation which it exercises on the nervous system, prepares the way for habits of intemperance...... many experienced physicians have similar observations."

—Dr. A. Kingsford

প্রণীত শাস্ত্রে নিরামিষ আহারকে অত ক'রে সুখ্যাতি ক'রে গেছেন।* তাহ'লেই, আয়ুকে যদি বিশেষভাবে নিরুপদ্রবই করতে হয় তবে নিরামিষাহারই শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন। মনের প্রভাবও তো শরীরের উপর কম নয়? মনকে কিরূপ রাখতে পারলে তা' স্বাস্থ্য ও আয়ু-বৃদ্ধিকর হয়?

---

* "মাংসং ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

—মনুসংহিতা ৫-৫৫

"ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যন্মাংস-পরিবর্জ্জনাৎ॥"

—মনুসংহিতা ৫-৫৪

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

—মনুসংহিতা ৫-১৫

"A vegetarian drunkard has yet to be discovered."

—Sydney H. Beard

"I have known more than one instance of irascible passions having been much subdued by vegetable diet." —Dr. R. Buthnot

"তিলভর মছলি খায় কর্ কোটি গো দে দান।
কাশীওয়াটলে মরে সো ভি নরক নিদান॥"

—মহাত্মা কবীর

"But meat commendeth us not to God; for neither, if we eat are we the better; neither, if we eat not are we the worse."

—The First Epistle of Paul
—'The Apostle to the Corinthians'

"বাস্তবিক কথা এই আমরা খাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনা-বিশেষে আমি ইহা খাইতে বাধ্য হইলেও আমি জানি, উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্ব্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না।"

—"জ্ঞানযোগ"—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো পূর্ব্বেই বলেছি,—মনকে যতই ইষ্টে ও উন্নতিতে উৎফুল্ল রাখা যায়, ততই সেবাপরায়ণ, কর্ম্মপটু, উদ্বুদ্ধ, আশাবাদী হ'য়ে আয়ুকে বৃদ্ধির সহিত উপভোগ করা যেতে পারে।*

প্রশ্ন। মেয়েদের স্বাস্থ্য তো পুরুষ অপেক্ষাও খারাপ—তাঁদের স্বাস্থ্য কি ক'রে ভাল হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে মেয়েরা যদি সর্ব্বপ্রকারে, যেমনতর বলেছি তেমনতর নিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই তাদেরও উল্লিখিতরূপে ভাল স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ হ'তে পারে।

"It is capable of proof that the vegetarians in any profession or occupation will endure more labour without uneasiness than the flesh-eater. Neither are they sick and ailing every now and then. They can also endure thirst and hunger better, and the loss of a meal creates no disturbing condition. And why? Because, they are not working upon unnatural stimulants that use up the vital force."

—Dr. E. Goodell Smith

"Prof. Irvine of the Yale University, U. S. A. carried on experiments with two groups of men for more than a year...... Athletes who were meat-eaters vied with those who were abstainers from animal food and in every case the abstainers won." —'New York Times'

—Quoted by "Bande Mataram"
Edited by "Sri Aurobindo"

* "To become a thoroughly good man is the best prescription for keeping a sound mind in a sound body." —Bowen

"A sort of rejuvenation may be brought about by a happy event or a better equilibrium of the physiological and psychological functions. Possibly certain states of mental and bodily well-being are accompanied by modification of the humorous characteristic of a true rejuvenation. Moral suffering, business worries, infections and degenerative disease accelerate organic decay."

—'Man the Unknown'
—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

প্রশ্ন। আচ্ছা, দেশে যে এত শিশুমৃত্যু হয়, তার কি কোন প্রতিকার হ'তে পারে না? শিশুরাই যদি স্বল্পায়ু হয় তবে তো জাতির ভরসা খুব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মতে শিশুমৃত্যুর একটা প্রধান কারণ—বিবাহ-বিভ্রাট। দ্বিতীয় কারণ—অসংস্কৃত প্রসূতি অর্থাৎ গর্ভাধান হ'তে যে সমস্ত বিধান মেনে চললে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও আয়ু অক্ষুণ্ণ, উদ্বোধিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা' না করা। তৃতীয়—স্বাস্থ্যের সেবা ও শুশ্রূষায় অনভিজ্ঞতা। ইহার সহিত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিরুদ্ধ ব্যাপারের যোগ হ'য়ে এই মহা আপদ আমন্ত্রিত হয়েছে।

প্রশ্ন। ব্যায়াম করলেও তো স্বাস্থ্য ভাল ও আয়ুবৃদ্ধি হ'তে পারে? ব্যায়াম করারও তো বিশেষ প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের স্বভাবতঃ এই স্বাভাবিক শারীরিক বিধান ও মন নিয়ে যতখানি কার্য্য করা উচিত তা' না করলেও আলাদা এমনতর-কিছু করা উচিত যা'তে সেই অভাবগুলি পরিপূরণ হ'তে পারে—আর আমার মনে হয়, সেখানেই তেমনতর ব্যায়ামের দরকার।

নতুবা কতগুলি কস্‌রৎ ক'রে, শরীরকে অন্যায্যভাবে উত্তেজিত ক'রে যে পুষ্টির সৃষ্টি করা হয়, তা'তে আয়ুবৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, কমের দিকেই বক্রগতি-সম্পন্ন হ'য়ে চলতে থাকে।* আবার দেখুন, এই মানুষের হয়তো পূর্ব্বপুরুষ গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি জঙ্গলে থাকে, জংলী চরিত্রে চলা-

---

* "It is doubtful whether these artificial exercise can perfectly replace the hardship of a more primitive condition of life."

—'Man the Unknown'—Dr. Carrel

"It is not wise to follow blindly the doctriness of physicians and hygenists whose horizon is limited to their speciality—that is the one aspect of the individual. The progress of man will certainly not come from increase in weight. The aging of a single system of tissues is dangerous. Longevity is much greater and the elements of the body grow old in a uniform way. If the skeletal muscles remain active when the heart and the vessels are already worn out, they

ফেরা, আহার-অন্বেষণ ইত্যাদি করে—তাদের শারীরিক বল এত বেশী—তাদের পূর্ণ একটার সহিত সাধারণ কোন মানুষেরই পেরে ওঠা সন্দেহজনক।*

প্রশ্ন। ব্যায়ামে আয়ুক্ষয় হ'তে পারে, কিন্তু নানারকমের খেলা তো স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, নিশ্চয়ই! খেলা মানুষের একটা স্বাভাবিক recreation—যা' মানুষকে স্ফূর্ত্তির ভিতর-দিয়ে উদ্যম ও কর্ম্মপটুতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে।

প্রশ্ন। মেয়েদেরও তো খেলাধূলা বিশেষ প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যে সবারই পক্ষে।

---

become a danger to the entire body. Abnormally vigorous organs in a senile organism are almost as harmful as senile organs in young organism. The youthful functioning of any anatomical system—either sexual glands, digestive apparatus or muscles is very dangerous. The hetero-chronism shortens the duration of life. If excessive work is imposed on any part of the body—aging is also accelerated."

—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

* "Running over rough ground, climbing mountain, wrestling, swimming, working in the forests and in the fields, exposure to inclemencies and the general harshness of life bring about the harmony of the muscles, bones, brains and consciousness."

—'Man the Unknown'

৯

৫ই ভাদ্র, ১৩৪২। স্থান—আশ্রম-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। কাল—অপরাহ্ন।
শরতের নীল আকাশে শুভ্র মেঘের অপূর্ব্ব সজ্জা!
চারিদিক আলোয়, জলে, বাতাসে মহাসমারোহ জেগে উঠেছে!
শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে আমরা ব'সে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম।

প্রশ্ন। আচ্ছা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, জাতি ও বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে আপনার defined programme তো বুঝলাম, কিন্তু দেশের লোকের অর্থবল নাই, organization নাই, তাদের সাধ্য কি যে লোকের সেবা করবে। তাইতো দেশনেতৃগণের প্রধান ও একমাত্র কাজ হ'য়ে উঠেছে কেমন ক'রে তারা government হাত করবে—তা'ছাড়া কি আর কোনও উপায় আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ লাখ government হাত করুক না কেন, পারিপার্শ্বিকের সেবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার সম্যক্ interest হ'য়ে না

---

* "Unimpeded growth in the individual depends upon many contacts with other people, which must be of the nature of free co-operation." —Bertrand Russel

"There must be a substitution of right methods, right motives—the real ideals of service." —Henry Ford

"সকলেই স্বাধীনতা চায়—আমরা তাহা চাহিতেছি—স্বাধীন হইলে হয়তো অনেক উন্নতি, অনেক কার্য্য করা সহজ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা কেহ আমাদিগের হস্তে তুলিয়া দিবে না—তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে তাহার জন্য কি আবশ্যক তাহা দেখিতে হয় ও পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।" —'নারী' (হিন্দু-সমাজ-গঠনতত্ত্ব)
—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, এটর্ণী

দাঁড়াচ্ছে, স্বার্থ মানে টাকা নয়কো—সেবায় পারিপার্শ্বিককে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে elate ক'রে তাদের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার স্বার্থকেন্দ্র হওয়াই যে মানুষের প্রকৃত স্বার্থ—এ যতক্ষণ মানুষের ইয়াদে না দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ বিকৃত বিধ্বস্তি কি দেশকে ছাড়তে পারে? না, তা' সম্ভব? মানুষ যে মানুষকে কোনপ্রকারে সমৃদ্ধ না ক'রে, ফাঁকি দিয়ে তার effect of activity কেড়ে নিয়ে enjoy করে।*—এই ফাঁকির অস্তিত্ব ভূতের মতন আবছায়া জ্ঞান বা অজ্ঞান-অন্ধকারে ঘুরতে-ঘুরতে যেখানেই soil পাবে, তা'কে possess না ক'রে সে কোথায় দাঁড়াবে? সে তো দাঁও পেলে ধরবেই—এ ঐ ফাঁকির বেঁচে থাকারই যে আপ্রাণ আকৃতি।

প্রশ্ন। এই-জাতীয় যা' কিছু আন্দোলন করত কংগ্রেস,—তারও তো আজকাল purpose বা principle কী তা' হট্টগোলের ভিতরে ঠাহর করাই মুশকিল। দেশের সকলে কংগ্রেসের নামে যে ভারতে দলবদ্ধ হ'চ্ছে, এরই ভিতর-দিয়ে কি ভারতের স্থায়ী কল্যাণ আসবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি ও-ছাই কিছুই বুঝি না। যেমন ক'রে যা' করলে মানুষের কল্যাণ হয়, তেমন ক'রে তা-ই না ক'রে, দল-বেঁধে সারাদিন, সারামাস, সারাবছর যদি মাথা কোটাকুটি করে—তা' কিছুতেই হ'তে পারবে না!

কল্যাণপ্রসূ, মানুষের জীবন-বৃদ্ধির সেবা, সাহচর্য্য, সহানুভূতি—যা'তে মানুষের বেঁচে থাকার সম্পদ্, বড় হওয়ার লওয়াজিমা, সঙ্গে-সঙ্গে ভাববার খোরাক ইত্যাদির জোয়ার লাগে—এমনতর করার হাওয়া, যেকোন রকমেই হোক, তুলে চালাতে পারলেই আনাচে-কানাচে জীবন -প্লাবনের উৎস উঠে', অমরণ-পানে আরও জীবনে উদ্দীপ্ত সম্বেগে মানুষ চলতে থাকে—অঢেল-ভাবে। তখন যা' হবার, আপনিই উপ্‌চে ওঠে।†

---

* "There are two ways—one at the expense of others, the other by service to others." —Henry Ford

† "By discharging our duty thoroughly and well, subordinating personal desire to principle and personal ambition to an exalted love

আর, ঐগুলির অভাব যেখানে,—অথচ চাই স্বাধীনতা, আছে leader হওয়ার থরবড়ে নাচুনি, হাত-নাড়ার তাল-বেতাল ছন্দ, মাথা কোটাকুটি, ভেব্‌ড়ি ছেড়ে কাঁদা—হাজার করুক, ঐ তাদের ফল যা' তা' আপনিই এসে মানুষকে যা' দেবার তা' দেবে, যা' করবার তা' করবে—এইতো যা' বুঝি, যা' দেখি।*

মঙ্গলময় কথা কাজে যদি মূর্ত্ত হ'য়ে না ওঠে,—কথার মঙ্গল কথার বোধেই, কথার ভাবেই থেকে যায়। বাস্তবের গায়ে তার যে কী হয়, তা' যখন কোন ইন্দ্রিয়ই বোধ করতে পারে না, তখন বাস্তব অস্তিত্ব তার অবোধ্যই।

---

of country, we will not only receive the endorsement of the people, but what is far better, we will deserve their endorsement."

—Champ Clark

"Growth is a matter of evolution. We must have patience—the patience of centuries. We will grow if we keep in mind the English adage 'God helps him who helps himself.' A nation will expand by the slow logic of history. However, we must never loss sight of our necessities. We must wherever possible expedite the natural tendencies of growth, a growth that I trust will be peaceful."

—Benito Mussolini

* "How little do the politic affect the life of a nation! One single good book influences the people a vast deal more." —Gladstone

"If ever this free people is utterly demoralized, it will come from this incessant human wriggle and struggle for office which is but a way to live without work." —Abraham Lincoln

"But I do wish to suggest that there are no short-cut to the millennium. There is no short-cut to good life, whether individual or social. To build up the good life, we must build up intelligence, self-control and sympathy. This is a quantitative matter, a matter of gradual improvement of early training, of educational experiment, only impatience prompts the belief in the possibility of sudden improvement." —'What I believe'—Bertrand Russel

প্রশ্ন। আবার, এদিকে দেশময় বেকার যে এতই বেড়ে গেছে, তাও তো বলে—বিদেশী সস্তা জিনিস এসে বাজার এত ছেয়ে ফেলেছে, সাধ্য কি যে আমাদের দেশের লোক এই পাশ্চাত্য industrialism-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড়াতে পারে? এ সমস্যার মীমাংসাই তো কেউ খুঁজে পায় না। ওদের দেশেই তো এই বেকারের প্রাদুর্ভাব বেশী শুনি। শিক্ষা কিংবা আত্মনির্ভরতা, সেবাবুদ্ধি বা অনুসন্ধিৎসার অভাবের জন্য এই বেকার-সমস্যা নাকি মোটেই গজায়নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পাগল নাকি? ওতে হয়নি তো কিসে হয়েছে? মানুষকে profitably elate না ক'রে, service দিয়ে সমৃদ্ধ করবার প্রলোভন দেখিয়ে, শুষে তার কাছ থেকে বাঁচা ও ভোগের লওয়াজিমা আদায়ের বুদ্ধি নিয়ে, তা'কে বেকায়দায় ফেলে, চিপে অন্তঃসারশূন্য করার পাণ্ডিত্য—এই যে ফাঁকি—তা-ই জমায়েৎ হয়ে অতগুলি soil-কে possess ক'রে বেকার ক'রে তুলেছে।*

বেকার মানেই ভোগবুদ্ধি-সম্পন্ন, সেবাসম্পদ্-হারা, রাতারাতি বড়লোক হওয়ার মনের 'ম্যাচ্‌কো ফের'। নানারকম ধাঁচে, নানারকম উদ্দীপ্তি-সহকারে তারা ঢের জ্ঞানের কথা কয়। তাদের দর্শনের প্রধান মশলাই

* If a man had said, 'I want to make a soap that will cheat and injure every purchaser', we should not stop to consider his morality. We should know that he was insane. For what we are doing is not making this or that ; we are making life, and the opportunity of life, and the conditions of life.

"Let us say of life what we say of soap, 'We want to create for everybody the best life conditions possible, a high level of opportunity—a life that people will be glad to live.' Then we are applying sound sense of life." —'To-day and To-morrow'

"The natural thing to do is to work—to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort. Human ills flow largely from attempting to escape from this natural course."
—'My life & Work'—Henry Ford

হ'চ্ছে pessimism! প্রায়ই তারা নত হ'য়ে কাউকে বইতে পারে না—মানের শিউরাণি তার সারা গায়ে পিল্-পিল্ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। কেউ উপকার করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হ'য়ে, তা'কে মানুষের কাছে extol করার চিন্তায়ও যেন তার মাথা কাটা যায়। আর, হাত নেড়ে নানারকমে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে—কে তা'কে কখন, কেমন ক'রে একটা বিরাট পুরুষ ব'লে ধারণা করেছে—যদিও সে তা'কে তত care করে না। একটা করার কিছু জিজ্ঞাসা করলেই, সে লাখ হুকুমের জাবেদা ফর্দ্দ বের ক'রে তার কেরদানী পরিষ্কার ক'রে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে,—কিন্তু একটু স'রে থুতু ফেলতে বললে বিরক্তি, অপমান ও ঘৃণায় সে যেন মুষড়ে পড়ে। আর এদের ভিতর, দাঁও-মারার—অর্থাৎ কাউকেও কোনরকমে profitable না ক'রে হাতিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি—অল্প-বিস্তর অনেকেরই দেখা যায়, ইত্যাদি। চরিত্রের এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত মানুষই প্রকৃতির প্রকৃত বেকার সন্তান।*

আরে, দুনিয়ার লাখ produciton হোক্ না কেন, যা' হয় তা' মানুষের জন্যই, মানুষই তা utilize ক'রে থাকে। আর, এই utilizing capacity মানুষের নিজেরই। কেমন ক'রে সেগুলি manipulate ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূলে নিয়ে তার ব্যবহার করতে হবে, এই যে ব্যাপার—এর থেকেই আসে observation to utilize and maintain।†

---

* "To him that has no employment, life in a little time will have no novelty ; and when novelty is laid in the grave, the funeral of comfort will soon follow." —Baxter

"From its very inaction, idleness ultimately becomes the most active cause of evil ; as a palsy is more to be dreaded than a fever." —Colton

"Ten thousand harms more than the ills we knew, our idleness doth hatch." —Shakespeare

† "It is like-wise with labour. There surely ought to be flying squadrons of young men who would be available for emergency conditions harvestfield, mine, shop or railroad. If the fires of a hundred industries go out for lack of coal, and one million men are

তবেই দেখুন, সেবা কি ক'রে মানুষের ভিতর float ক'রে ওঠে। তাহ'লেই, production-এর flood-ও এসে যদি দুনিয়াকে ছাপিয়ে ফেলে, তবুও ঐ সেবা being and becoming-এর বুভুক্ষার আকৃতিতে আপনা-আপনি গজিয়ে উঠে প্রয়োজন-সম্পাদন সরবরাহ করতেই থাকবে। তবেই বুঝুন, ও পাল্লাপাল্লি—ওরা এত করছে আমরা পারব না, আমাদের করতে হ'লে আগে গবর্ণমেণ্ট চাই, ইত্যাদি ন্যাকা বেকুবি কথা দাঁড়ায় কোথায়?*

তাইতো আমি কই—মর্ শালা বেকুব! সেবায় তুই আগে তোর পারিপার্শ্বিকের স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়া, তাদের অন্তরে তোর আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর্, আর করার ভিতর-দিয়ে চলার uphill becoming-এ goad করতে থাক্—আর শকুনচক্ষুর মতন তাকিয়ে থাক্ তাদের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে fulfil করতে,—দেখ্—কোনরকমে তার যেন খাঁকতি না হয়—আর

---

menaced by unemployment, it would seem both good business and good humanity for a sufficient number of men to volunteer for the mines and railroads. There is always something to be done in this world and only ourselves to do it. The whole world may be idle and in the factory sense there may be 'nothing to do.' There may be nothing to do in this place or that, but there is always something to do. It is this fact that sould urge us to such and organization of ourselves that this 'something to be done' may get done, and unemployment reduced to a minimum." —Henry Ford

* "There is plenty of work to do. Law never does anything constructive. As long as we look to legislation to cure poverty or to abolish special privilege we are going to see poverty spread and special privilege grow. We have had enough of looking to Washington and we have enough of legislators—promising laws to do that which laws cannot do."

"Our help does not come from Washington but from ourselves; our help may, however, go to Washington as a central distribution point where all our efforts are co-ordinated for the general good. We may help the Government; the Government cannot help us."

—'My life and Work'—Henry Ford

ব্যোম্ বাজিয়ে, আদর্শের জয়গানে মত্তমদির হ'য়ে সেবা-সহানুভূতি-সম্বর্দ্ধনা-পরায়ণ সাহচর্য্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মত অভ্যস্ত ক'রে চল্ ;—যা' হবার খোদা তোদের মাথায় ক'রে ব'য়ে চুমোর অমৃতসিঞ্চন করতে-করতে সংবৃদ্ধির সিংহাসনে অটল ক'রে রাখবে। কর্ তো ; দেখ্ শালা পাগল, কী হয়? হিজিবিজি ফাজলামো ছেড়ে দে,*—সত্যি যদি ক্ষিদেই লেগে থাকে, ওরে শালা বেকুব, খেয়ে যা—পেট ভরলে যদি পারিস্, হিসেব-নিকেশ করিস্। আগে বাঁচ, তারপরে চল্—বাঁচাকে আরও উন্নত করতে,—আরও উন্নত ভোগে মহীয়ান্ করতে, কী ক'ন এ-কথার? এ-পাগলামী কি মন্দ?

প্রশ্ন। আচ্ছা, আমাদের বাংলাদেশের তো অধিকাংশই কৃষক—আর সুজলা-সুফলা এই বাংলাই দারিদ্র্যে আজ পৃথিবীর সর্ব্বজাতির পদদলিত। বাংলার কৃষি ও কৃষকের উন্নতি হয় কিসে তা' তো কিছুই বললেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যদের জীবন-যাপনের আদিম আকৃতি পরিপালিত হয়েছে ঐ কৃষি থেকে। শুনা যায়, আদিমকালে যার থেকে মানুষের বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল তা' ঐ কৃষিকাজই। সবাই কৃষক ছিলেন। তাদের ভিতর যারা কৃষি রক্ষা করার ভার নিয়ে তারই পরিচালনায় নিজদিগকে নিয়োগ করেছিলেন তারাই নাকি ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন—আবার তাদের ভিতর কৃষি-উন্নতিকল্পে তারই research ক'রে যা'তে সহজে সমধিক পরিমাণে কৃষিদ্রব্য লাভ করা যেতে পারে তারই ব্যবস্থায় নিয়োজিত করতেন—হাতে-কলমে ক'রে তারই যাজনে প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে তৎকরণে নিয়োজিত করতেন—তাঁরাই নাকি পরবর্ত্তী দিনে বিপ্র হয়েছিলেন। আর, যাঁরা কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন করতেন, কৃষি-দিয়ে ব্যবসায় করতেন তাঁরাই ছিলেন বৈশ্য। এই বৈশ্যদের উপর দাঁড়িয়েই আর্য্যকৃষ্টি দিগন্তকে তাক্ লাগিয়ে তার শৌর্য-বীর্য্য-সহৃদয়তায় সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গনে, উৎকর্ষে,

---

* "The economic fundamental is labour. Labour is the human element which makes the fruitful seasons of the earth useful to men. It is men's labour that makes the harvest what it is."

—'My life and Work'

পরিচালনায় প্রায় প্রতি ব্যক্তিবিশেষকে কৃষ্টিপ্রাণ ক'রে তুলেছিল। আর্য্যসমাজে যা'দিগকে শূদ্র বলা হয় তারা হ'চ্ছে শুচীকৃত অনার্য্য বা আর্য্যীকৃত অনার্য্য। এরা এদের সাথে মিশে' সর্ব্বতোভাবে এদের সেবা ক'রে হাতে-কলমে মন্ত্রের ভিতর-দিয়ে আর্য্যকৃষ্টির পূজারী হয়েছিলেন। আর্য্যদের যা-কিছু basic সম্পদ্—তা' ঐ কৃষির উপর দাঁড়িয়েই। শুধু আর্য্য কেন, দুনিয়ার একটু civilized মানুষ-নামধেয় যারা তাদেরই জীবনযাপনের civilized পন্থাই হ'চ্ছে ঐ কৃষিকর্ম্ম।

তাহ'লেই বুঝুন, এই কৃষ্টির সম্পদ্‌কে বাড়িয়ে ক্রমপরিবর্দ্ধনায় নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লেই সব-চেয়ে আদিম, প্রথম ও প্রধান ব্যাপারই হ'চ্ছে—ঐ যারা কৃষিকাজ করে তাদিগকে ঐ-ব্যাপারে, যুগোপযোগী যতদূর সম্ভব ততখানি, উন্নতি-পরিচালনায় educated ক'রে কৃষিপরিচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত করা। যথোচিতভাবে এরা যদি nurtured না হয়, এরা যদি সমুন্নতভাবে ঐ-ব্যাপারে educated না হয়, ক্রমাধিগমনে scientifically nourished হয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-মাফিক এরা যদি কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধন না করতে পারে,—আর্য্যকৃষ্টি বাঁচা-বাড়ার ধর্ম্ম থেকে ক্ষুব্ধ হতাশ্বাসে কোন ঠোক্করে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যে কোথায় ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে, তা' ভেবেই ওঠা কঠিন। তাই আমার মনে হয়, মানুষের অন্তর্নিহিত instinct-এর nurture দিয়ে যেমনভাবে যতই পুষ্ট করা যাক্ না কেন, বাঁচা-বাড়ার গোড়ার পুষ্টিপ্রদ লওয়াজিমা ঐ কৃষিকর্ম্মে বা ঐ কৃষকদিগেতে যদি converge না ক'রে অন্য ব্যাপারগুলিকেই পুষ্ট করতে থাকে—সে Brahminism-ই হোক্ Kshattriyaism-ই হোক্ আর Vaisyaism-ই হোক্ বা যে কোন ism-ই হোক্ না কেন—সাবাড়ে যে সবই অস্তিহারা হ'য়ে উঠবে, তাতে কি কারও কোন সন্দেহ আছে?

দুনিয়ার দারিদ্র্য কতখানি তা' বুঝতে গেলে কৃষকদের ঘরে উঁকি মারলেই সহজে বুঝতে পারা যায়। কৃষকদের ঘর সম্পদে যেমন—যতটুকু—ভরপূর থাকে, দেশের সাধারণ সম্পদ্ও তেমনভাবে ততগুণে মাথাতোলা দিয়ে থাকে। তাই আমি বলি, কৃষকদের কৃষিকার্য্য থেকে

ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, ডাক্তার বা ব্যবসায়ী ইত্যাদি ক'রে তুললেই যে দেশের জনসাধারণের উন্নতি করা হবে—তা' কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। বরং কৃষিকার্য্যে কৃষকদিগকে দক্ষ ও উন্নত করে তুলে' সম্পদ্‌শালী করতে পারলেই—উন্নতি অটুট চলনায় মাথাতোলা দিয়ে চলতে থাকবে, তা'তে আমার কোন সন্দেহই নাই।

এদের শিক্ষার সরঞ্জাম, শিক্ষার যাজন, শিক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য পরিচালনা ক'রে যতই ক্ষিপ্র ও দক্ষ করে তোলা যাবে দেশ কি ততই সেবাসম্পদ্‌মুখর শৌর্য্যভরা প্রাণপুষ্টিপ্রদ শ্রীমান হ'য়ে উঠবে না? তাই, উন্নতি চাইতেই হ'লে industrialism এবং agriculturism যা'তে well-nurtured থাকে, শ্যেনদৃষ্টির অকাট্য নিখুঁত observation-এ এদের nurture দিয়ে সমস্ত culture-গুলিকে ফুলে-ফলে গজিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করতে হয়। আর, এর যতই অভাব হবে, আপদ্ শয়তানী লোলুপতায় দেশকে গ্রাস করতে অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপিয়ে দুর্ব্বিপাক সৃষ্টি ক'রেই তেমনতর তেজীয়ান্ উৎসাহে যে চলতেই থাকবে, সে-বিষয়ে আমার তো কোন সন্দেহই নেই।

প্রশ্ন। আপনার আশ্রমে যে model মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন, এই nutshell village model কি শুধু এই অবনত বাংলার জন্যই, না জগতের সব জাতিই এ'তে লাভবান্, উপকৃত হ'তে পাবে? এটা যেমন individual-এর life programme, আবার বর্ত্তমান জগতের collective life বা state-এরও তো এটাই solution? এই nucleus-এর থেকেই তো জগতের যত-কিছু সমস্যা solved হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Solved হোক বা না হোক, তা' কিছু বুঝি না—কিন্তু ব্যাপার এই-ই! সমস্যা যখন আসে, তখন আমাদেরও যেমনি অন্যেরও তেমনি, তবে অবস্থাভেদ মাত্র—যেখানে, যার যেমন যতটুকু লাগে, সেখানে তার তেমনতর।

প্রশ্ন। আচ্ছা, দেশের হাজার-হাজার লোক যেমন একদিকে আপন আদর্শ গ্রহণ ক'রে জীবনে, যশে, বৃদ্ধিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠছেন, আবার

অনেকে তো শুধু বাহবাই দিয়ে যান, কিন্তু এই মহান্ আদর্শ গ্রহণ ক'রে তা' দেশময় চারিয়ে দিতে ব্যস্ত ন'ন, কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাওয়ার বাহবা হাওয়াতেই উড়ে চ'লে যায় ; আমিও মনে করি ব্যস্! আর কথা নিংড়ে করার ভিতর-দিয়ে যে বাহবাগুলি আসে তা' আপনাদের কেমন লাগে তা' টেরই পান? তাতে পেটও ঠাণ্ডা থাকে একটু, বুকের দমও অনেকটা সবল হ'য়ে সাহসে উপচে ওঠে।

দেখুন না, ইংরাজরা আপনাদের সাধারণতঃ যা' করে—বড়-বড় মাথাওয়ালা মানুষ! আপনারা তাদের কাছে তেমনতর হ'য়ে দাঁড়ান। তারা কেমনতর আকুল, নোয়ানোর প্রাণঢালা সম্বেগে আপনাদের আলিঙ্গন করে! আপনারা তো অবাক্ই হ'য়ে যান—অনেকের ব্যবহার দেখেই!

কোথায়, কবে, কোন্ ভদ্রলোক কী ব'লে গেছেন,—আপনাদের হয়তো মনেও নেই—হঠাৎ কেমনধারা ফল বোঝাই ক'রে, আপনাদের বিস্মৃতিকে সজাগ সাড়ার স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত ক'রে, বাক্-উদ্দীপ্ত কর্ম্মকুশল প্রিয়ের মতন সামনে এসে দাঁড়াল। টেরই পাওয়া যায় না—কী ব'লে বা কী ক'রে তাদের সম্বর্দ্ধনা করবেন, আর কী অর্ঘ্যই বা তাদের সম্মুখে ধরবেন। এই রকম বাহবা-দেওয়া বন্ধু এদেশে-ওদেশে আপনাদের যাঁরা আছেন—কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি ইংরেজ—তাঁরা কী ক'রে আপনাদের মঙ্গল বহন করেন—আর আপনাদের ভিতর-দিয়ে তাঁরা আপনাদের পারিপার্শ্বিকে কেমন ক'রে চারিয়ে গিয়ে, আপনাদের এবং আপনাদের পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের কী বৃদ্ধিদ ও জীবনীয় হ'য়ে দাঁড়ান, তা' তো প্রতি পদক্ষেপেই টের পাচ্ছেন।

তাই, যাঁদের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক অমনতর instinct-এর ভিতর-দিয়ে গজিয়ে উঠেছে, তাঁদের কাছে আপনারা কেমনতর আপনার মানুষ হ'য়ে দাঁড়ান,—আমাদের আদর্শের অনুসরণ, তাঁদের জীবনের পক্ষে কৃতার্থমুখর অমৃত-আশীর্ব্বাদ ব'লে মনে ক'রে তাঁরা কেমনতর ঝাঁপিয়ে পড়েন সর্ব্বতোভাবে—দেখতে পাচ্ছেন না? যাঁরা অমনতর করেন, আর যাঁরা করেন না—এর ভিতর-দিয়েই তো pulse বোঝা যায়।

প্রশ্ন। ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থ তো আসে না? ধর্ম্মে আর অর্থে তো চিরদিন, আমাদের দেশে কেন, সর্ব্বত্রই চির-বিরোধ,—ধর্ম্মে আর দারিদ্র্যেই তো চিরবন্ধুত্ব? আপনি ধর্ম্মের সঙ্গে এত-এত শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তন করেছেন কী উদ্দেশ্যে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি তো অনেকবারই আপনাদের বলেছি ধর্ম্ম মানেই আমি বুঝি, সেই নিয়ম, সেই আচার—মানুষের বাঁচা-বাড়াকে যা' ধ'রে রাখে। তাহ'লে এই বাঁচতে গেলে, বাড়তে গেলেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যা'-যা' করণীয় সেইগুলিই ধর্ম্মকে সার্থক করে,*—আর, এ individual জীবনেও যেমনতর, রাষ্ট্র বা জাতীয় জীবনেও সেই হিসাবে তেমনতর। তাহ'লেই বুঝুন, ধর্ম্মের লওয়াজিমায় আমি industry-র কথাই বা বলি কেন, education-এর কথাই বা বলি কেন? আর, আদর্শ ও পারিপার্শ্বিকের সেবার কথাই বা বলি কেন?

Individual ধর্ম্ম যথাযথভাবে বজায় না থাকলে জাতীয় ধর্ম্ম কী ক'রে বজায় থাকতে পারে? আর, রাষ্ট্র বা জাতীয় ধর্ম্ম যদি individual ধর্ম্মকে পরিপুষ্ট না করে, আবার তেমনই individual যদি তার পারিপার্শ্বিককে নিয়ে ধর্ম্মে সংস্থিত হ'য়ে রাষ্ট্র বা জাতিকে fulfil না করে, তাহ'লে individual জীবনই হোক্, আর রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনই হোক্—কী ক'রে কোথায় দাঁড়াতে পারে তা-ও তো বুঝে উঠতে পারি না।†

---

* "Every advance begins in a small way and with the individual. The mass can be better than the sum of the individuals. Advancement begins with the man himself; when he advances from hesitancy to decisive directures; when he advances from half-interest to strength of purpose; when he advances from immaturity to maturity of judgement—why, then the world advances!" —Henry Ford

† "The development of complete human beings must be the aim of our efforts. It is only with such thoroughly developed individuals that a real civilization can be constructed...... Humanity has never gained anything from the efforts of the crowd."
—'Mental Activities'—Dr. Alexis Carrel

তাই, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনকে অটুট ও অক্ষত রাখতে গেলেই পারিপার্শ্বিক তার রঙ্গিল বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি পরস্পর পরস্পরকে যথাযথভাবে পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধন-সার্থকতায় সমুন্নত ক'রে না তোলে, আর এই যদি প্রতি-প্রত্যেকের মুখ্যস্বার্থ হ'য়ে না দাঁড়ায়, তাহ'লে লাখ স্বার্থের চেঁচামেচি কাউকে কি কখনও সার্থক ক'রে তুলতে পারে?*

আর, আমাদের দেশে যখনই আর্য্য বর্ণধর্ম্মের এই সার্থক শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন হ'য়ে বৈশিষ্ট্যের রংগুলি কাউকে সার্থক না ক'রে আত্মস্বার্থের বদরোলে বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়েছে,—অধঃপতন দানবী চীৎকারে তখন থেকেই আমাদিগকে নিঃশেষপ্রয়াসী হ'য়ে আক্রমণ চালাচ্ছে—তা' কি এখনও কারও বুঝতে বাকি আছে?

তাই আমি বলি,—বিপ্র-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যকে interwoven ক'রে, বিপ্রত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব আর বৈশ্যত্ব interlocked in activity and অনুলোম eugenic relations হ'লে তবে solution of economic and all problems হ'তে পারে।†

---

* "By discharging our duty thoroughly and well, subordinating personal desires to principle, and personal ambition to an exalted love of country, we will not only receive the endorsement of the people, but, what is far better, we will deserve their endorsement."

—Champ Clark

"The best things come from within—they are such things as creative art, and love and thought. Such things can be helped or hindered by political conditions, but not actually produced by them."

—Bertrand Russel

† "The establishment of a hereditary biological aristocracy through voluntary eugenics would be an important step toward the solution of our present problems." —'The Remaking of Man'

দ্বিজমাত্রেরই সবর্ণের normal cultural trait prominent রেখে অন্যবর্ণের trait-গুলিরও secondary culture হিসাবে family life-এর ভিতর-দিয়ে practical life provision-এর মতন নৈমিত্তিকভাবে চর্চ্চা রাখা উচিত। যেমন, বিপ্রদের সবর্ণের culture-কে prominent রেখে executive and industrial trait-গুলির চর্চ্চা রাখা ; ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় culture-কে prominent রেখে—বৈপ্রিক এবং industrial চর্চ্চাকে নৈমিত্তিক গৃহস্থ-জীবনে মক্সের ভিতর রাখা ; আবার, বৈশ্যদেরও নিজেদের commercial and industrial trait-কে prominent রেখে—বৈপ্রিক এবং ক্ষাত্র-চর্চ্চাকে গৃহস্থ-জীবনে নৈমিত্তিকভাবে জাগরূক রাখা। আর একটা এমনতর হ'লে, এই cultural chain almost unbreakably থেকে যাবে*—আপৎকালে ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিধ্বস্তির পথ-চলনে নিঃসহায় হ'য়ে বিশৃঙ্খলায় এমনতর ছিন্ন-ভিন্ন আর না-ও হ'তে পারে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আমাদের জাতির স্বাধীন উপার্জ্জনক্ষমতা বাড়ে কিসে—তা' তো কিছুই বললেন না, স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি—যা-ই বলুন না কেন, সমস্তই সংস্কার করা সম্ভব, যদি আমরা অর্থবান্ হই। পরাধীন দরিদ্র দেশে প্রতি ব্যক্তি ও পরিবার অধিকতর উপার্জ্জনক্ষম হবে কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করার ক্ষমতা নির্ভর করে—প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ, প্রেষ্ঠ বা superior Beloved-কে fulfil

---

* "It is imperative that social classes should be synonymous with biological classes. Each individual must rise or sink to the level for which he is fitted by the quality of his tissues and of his soul. The social ascension of those who possess the best organs and the best minds should be aided. Each one must have his natural place. Modern nations will save themselves by developing the strong."

—Dr. Alexis Carrel

করার urge-এর উপর—যা' মানুষের underlying sentiment-কে উস্কে দিয়ে, fulfilment-এর আনন্দে বাক্ ও বাস্তবতার সহজ প্রশ্নশূন্য সঙ্গতির সহিত normal serving zeal-এ উদ্বুদ্ধ ক'রে রাখে,—এই এমনতরভাবেই educated হওয়ার রকমের উপর যা'তে motor ও sensory nerves-এর সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ co-ordinated habit-এর culture চরিত্রে normal and natural way-তে দাঁড়িয়ে যায়। তাহ'লেই মানুষের জীবন-দুনিয়ার জানাগুলি সার্থক পর্য্যায়ে পর্য্যায়ীকৃতি হ'তে-হ'তে always integrating রকমেই বাড়তে থাকে। আর তা' না হ'লে, মানুষের প্রবৃত্তি ও জানাগুলি—যা' তার জীবন কতরকম বিচ্ছিন্ন চাহিদা ও অবস্থার ভিতর-দিয়ে অর্জ্জন করেছে—সব ঐ অমনতর বিচ্ছিন্ন রকমেই চলতে থাকে। কোনও চাহিদা বা কোন জানা তার অন্য চাহিদা বা জানাকে fulfil ক'রেই উঠতে পারে না। এমনতর মানুষগুলো জানার living library হ'তে পারে কিন্তু জানায় বিবর্দ্ধনশীল মানুষ হ'তে পারে না। Profit দিয়ে profit পেতে হয়—তা' তারা বুঝলেও তাদের জানার দখলে যেন তা' নেই। তাই, তাদের ভাতা নিয়ে চাকুরী করা ছাড়া অন্য উপায়ই যেন থাকে না—ঐ এক রাস্তা ছাড়া profitable অন্য সব রাস্তা তাদের জীবনের কাছে দুর্লক্ষ্য ও দুশ্চিন্ত্য।

আর, এই দেখে-শুনেই আমি আপনাদের প্রত্যেক individual life-এর যা'তে daily একটা normal culture of motor-sensory co-ordinating habit হবেই হবে তার জন্য স্বস্ত্যয়নীর বিধি দিয়েছি। এই স্বস্ত্যয়নীর বিধির ভিতর আছে—

নিজের শরীরকে ইষ্টপূজার যন্ত্র বিবেচনা ক'রে বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ক'রে শরীরকে সহনপটু ও সুস্থ রাখতে সজাগ থাকা।

তারপরেই আছে,—মনের কোণে যে-প্রবৃত্তিই উঁকি মারুক না কেন, তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠামুখী ক'রে তুলতে সজাগ থাকা।

আবার, এরই সাথে যখনই যা' ভাল ব'লে বিবেচনায় আসবে, ভরসা ও শক্তিম সাহসের সঙ্গে সেগুলি বাস্তবভাবে অবিলম্বে কাজে ফুটিয়ে তুলতে সব সময়েই প্রয়াসশীল থাকা চাই।

আবার, এমনতর tendency ও attitude নিয়ে পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়াকে বাস্তব স্বার্থবিবেচনায়—জীবন-বৃদ্ধিদ ইষ্টানুগ যাজন-সেবায় তাদের প্রতিপ্রত্যেককে শুভ ও সম্বর্দ্ধনা-প্রবণ করতে সানুসন্ধিৎসু প্রয়াস নিয়ে চলা ;—আর এইগুলির প্রত্যেকটি যথাযথভাবে daily life-এ observe ক'রে, নিজের জীবন-যাপনের আহার্য্য আহরণের সঙ্গে-সঙ্গে, প্রতিদিন, নিজের Superior Beloved বা ইষ্টের জন্য নিজের সামর্থ্যের যথাসম্ভব স্বাধীন প্রয়োগে, সেবা ও সম্বন্ধযুক্ত—অন্ততঃ দুই বেলার আহার্য্যাদির অনুকল্পে, প্রতিদিন প্রত্যূষে, পান-ভোজনের পূর্ব্বেই—অর্ঘ্য নিবেদন করা, আর প্রতিমাসে এই প্রাত্যহিক নিবেদিত অর্ঘ্য হ'তে ন্যূনকল্পে তিন টাকা—ইষ্টের সেবা, সম্বর্দ্ধনা ও দুই বেলার আহার্য্যাদির অনুকল্পে পাঠিয়ে, বক্রী যা' থাকবে তা' কোনরকমে নষ্ট না হয় এমনতরভাবে নিজের আয়ত্তে মজুত রাখা।

আর, এমনতর ক'রে অর্থ মজুত ক'রে পরে profitable concern-এ সেই অর্থগুলিকে ইষ্টোত্তর ক'রে রেখে তারই income দিয়ে যা'তে ইষ্টের wish-গুলি complied হয় এমনতর ক'রে ইষ্ট ও পারিপার্শ্বিকের service-এ সেগুলি নিয়োজিত করা। আবার, এইগুলি management ও supervision-এর জন্য ঐ invested ইষ্টোত্তরের আয়-মাফিক নিজের উত্তরাধিকারীদের ভিতর বড় যে অর্থাৎ যার উপর নিজের সংসারের maintenance-এর ভার ন্যস্ত থাকে তার ভাতা নির্দ্দেশ করা। ঐ ভাতা ঐ invested money বা সম্পত্তির আয়ের এক-পঞ্চমাংশের বেশী না হয়।

এই ভাতা নিয়ে কেউ যদি ঐ প্রকার ইষ্টানুগ জীবন-বৃদ্ধিদ যাজন-সেবায় প্রতি-পারিপার্শ্বিককে যথাসম্ভব পরিপালন না করে, তাহ'লে ঐ বংশের ক্রম-সূত্র-হিসাবে যে-ই তা'তে উপযুক্ত তা'তেই ঐ ভাতার ও ঐ ইষ্টোত্তরের বর্ত্তনের নিদেশ রাখা।

আরো, এই রকম বাৎসরিক মজুত ইষ্টার্ঘ্য হ'তে, নিজ সংসারের আপ্রাণ প্রয়োজনে, এক-দশমাংশ-মাত্র বৎসরান্তে নেওয়া যেতে পারে। এ ইষ্টের দান ব'লে—যা'তে অন্যায়ভাবে খরচ না হয়—এইভাবে, বিশেষ নজর রেখে গ্রহণীয়।

আবার, এই স্বস্ত্যয়নী—কোন দোকান, কারবার, জমিদারী ইত্যাদি যে-কোন concern-ই হোক্ না কেন—সেই-সেই নামে, তার তরফ থেকেও করা যেতে পারে, আর তা' সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদই, তা'তে সন্দেহ নাই। এই ব্রতের প্রত্যেকটি নিয়ম তখন ঐ concern-এর তরফ থেকে পালন করতে হয়,—আর বৎসরান্তে, বিশেষ প্রয়োজনে, এক-দশমাংশ নিলে ওই concern-এরই উন্নতিকল্পে তা' প্রযোজ্য। যে-concern-এর তরফ হ'তে এই স্বস্ত্যয়নী-ব্রত পালন করা হবে, ব্যক্তিগত জীবনের মত ঐ concern-ও এই ব্রতের প্রত্যেকটি বিধি-মাফিক ঠিকমত চালিত হ'লে সর্ব্বতোভাবে flourishing-ই হইয়া উঠিবে।

মানুষের জীবনে এইগুলিকে fanatically and sentimentally observe করাকেই আমি ভাল থাকার পথ বা "স্বস্ত্যয়নী" ব'লে থাকি। ইহাতে দারিদ্র্য, রোগ, বুদ্ধিবিপর্য্যয়, কিছু বা কারও দ্বারা possessed হ'য়ে পথভ্রষ্ট হওয়া—এক কথায় যা'কে গ্রহদোষ বলে—তা' এবং নানারকম বিধ্বস্তির হাত হ'তে প্রতিপ্রত্যেকে সংসার-চলনে শুভ চলনায় না-চ'লেই পারবে না।

জাতির সত্যিকার আদর্শে বা ইষ্টে যখন প্রত্যেক individual এইভাবে যুক্ত হবে, তখন জাতির উন্নতি না হ'য়েই থাকতে পারবে না—নানাপ্রকার অবসাদ ও অবিধি-অপঘাত হ'তে জাতির প্রায় প্রত্যেকে যথাসম্ভব রক্ষা পাবেই পাবে,—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই ছোট্ট টোট্‌কা ব্যাপারটি যদি প্রত্যেক individual-এর অবশ্য-পালনীয় হয়, তাহ'লে কত রকমে কী হ'তে পারে, তা' আপনারাই একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারেন। আর, এটা আমার ছোট্ট অথচ বিরাট psycho-industrial তুক্ যে 'industry' মানে হ'চ্ছে to build from

within যা'-দিয়ে individual এবং জাতির স্বাধীন উপার্জ্জনক্ষমতা তো আরো বেড়ে যাবেই ; তা'-ছাড়া ঐ রকমেই মজুত অর্থও মেরুদণ্ডের মতন individual ও জাতিকে ধ'রে রাখবে,—এই আমার স্থির বিশ্বাস।

তাই, আমি এটা দ্বিজাচারের একটা প্রধানতম আচার ব'লে গণ্য ক'রে থাকি। এটা না থাকলে, আমার মনে হয়, দ্বিজত্বের যেন অনেকখানিই খাঁকতি থেকে গেল।

প্রশ্ন। আপনার সংঘের প্রত্যেক সৎসঙ্গীই যে নিত্যকরণীয় বলিয়া 'ইষ্টভৃতি' গ্রহণ করিতেছেন ও নিত্য পালন করিতেছেন, এই 'ইষ্টভৃতি' কী? এই ইষ্টভৃতি আর ঐ স্বস্ত্যয়নী-ব্রত এই দুইয়ের পার্থক্য কোন্‌খানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরু বা আচার্য্য-সকাশে উপনীত হইয়া সাবিত্রী-দীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গেই এই গুরু-বা-ইষ্ট-ভৃতি অর্থাৎ গুরুকে পরিপালন করিবার বিধান ঐ দীক্ষার অঙ্গীভূত করিয়াই আর্য্য-ঋষিরা দ্বিজমাত্রেরই জন্য প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তবকর্ম্মের ভিতর-দিয়া বাস্তবভাবে আচার্য্য ও গুরুর সহিত সম্বন্ধ অকাট্য হয়ে ওঠে।

প্রত্যেকেরই প্রবৃত্তি-উৎসৃজ্য যে-সকল কর্ম্ম উদরান্ন-সংস্থানে বা আহরণে নিজের সংসারকে লাভবাহী করিয়া তুলিতে প্রয়াসশীল থাকে,—গুরু বা আচার্য্যের প্রতি ঐ বাস্তব-করণের ভিতর-দিয়া পরিপোষণ-অবদানে সংবদ্ধ-হওনে ঐ প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিকতার সহিত যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় দুষ্ট বা দুরপনেয় কিছু করিতে সহজে সমর্থ হয় না—যাহার ফলে, মানুষ বিধ্বস্ততার মরণ-ইঙ্গিতের লোলুপ প্ররোচনায় অকাট্যভাবে সর্ব্বনাশে গা-ঢালা দেয় না। কারণ, লাভবাহী প্রতি-আহরণই প্রত্যক্ষভাবে আচার্য্যকে স্মরণ করাইয়া সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রবৃত্তিগুলির মঙ্গলনিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত চলনায় চলিতে থাকে—অর্থাৎ ইষ্টস্বার্থপ্রবণ হইয়া সহজভাবে প্রবৃত্তিগুলির ব্যক্ত ব্যষ্টিকে চালাইয়া থাকে। তাই, তাহারা এমন অবস্থা বা ভাবদ্বারা আবিষ্ট হয় না—যাহার ফলে সর্ব্বনাশ তাহাদের উপর নির্ব্বিরোধে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে।

তাই 'ইষ্টভৃতি' মানুষের স্থিতিকে অনেক পরিমাণেই অটুট করিয়া তোলে—আর তাই, আর্য্য—যাঁরা দীক্ষাগ্রহণে দ্বিজত্বে উপনীত হইয়াছেন,

ইষ্টভৃতি তাঁহাদের ঐ দীক্ষারই অঙ্গীভূত চল্‌না। যেমন জন্মদাতা পিতা-মাতাকে পালন ও পোষণ প্রতিপ্রত্যেকেরই অতি কর্ত্তব্য, তেমনই আচার্য্যকেও পালন ও পোষণ করা নিত্যকর্ত্তব্য। যাঁহারা দীক্ষাপ্রাপ্তির সহিত এই নিত্যকরণীয় ইষ্টভৃতি পালন করেন না, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইষ্টের প্রীত্যর্থে ঋত্বিক্, প্রতিঋত্বিক্ বা গুরুজনের নিকট, অথবা তদুদ্দেশ্যে একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া দীক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত এই ইষ্টভৃতি আরম্ভ করিতে হয়।

এই ইষ্টভৃতি রক্ষা করিতে হইলে প্রাত্যহিক জীবনে আহার্য্য গ্রহণের পূর্ব্বেই নিজের আহার্য্যানুপাতিক প্রত্যহ দুইবেলা ইষ্টার্থে ভোজ্য রাখাই সমীচীন। তদনুকল্পে অন্ততঃ তিনটি পয়সার কম না হয় তন্মুল্যের যে-কোনপ্রকার ডাল, তিল, গোধূম, সরিষা, তিসি, ধান, জ্বালানী কাষ্ঠ, তরকারী ইত্যাদি,—যাহার যেমন সুবিধা—প্রত্যহ রাখিতে হইবে। আর, মাসের শেষে অর্থাৎ ইষ্টভৃতির আরম্ভ-দিবস হইতে একমাস পূর্ণ হইলে তদ্বিনিময়ে অন্ততঃ একটি পূর্ণ রজতমুদ্রা—দুইজন ইষ্টভ্রাতার আহার্য্যানুপাতিক ভোজ্য ও লোকহিতৈষণায় খরচ করিতে পারা যায় এমন কিছু সংগ্রহ করিয়া—ঐ পুর্ণ-রজতমুদ্রা,—ইষ্টসকাশে প্রেরণ করতঃ দুইজন ইষ্টভ্রাতাকে ভোজ্য প্রদান করিয়া বাকী পয়সা লোকহিতৈষণার্থ জমা রাখিতে হয়।

ইষ্টভৃতি যেমন বিধ্বস্তিকে প্রতিরোধ করিয়া মানুষের স্থিতিকে সংরক্ষিত করিয়া চালাইতে থাকে, স্বস্ত্যয়নী তেমনই আবার মানুষের সংবর্দ্ধনের পথের অমঙ্গলগুলিকে নিরোধ করিয়া শত বিপর্য্যয়কে যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতঃ, জয় করতঃ, লাভবাহী করতঃ সম্বর্দ্ধনাকে উন্নত পরিক্রমণে চলৎশীল করিয়া চালায়। প্রত্যেক দ্বিজ-সন্তানেরই দ্বিজ হইতে হইলেই সাবিত্রী-দীক্ষা, ইষ্টভৃতি যেমন অবশ্য করণীয়, মানুষকে লাখ আবর্ত্তনের অযুত ঝঞ্ঝার ভিতর-দিয়ে নৈমিত্তিক জীবনে উন্নত-চলৎশীল হইতে হইলেই তেমনই যথাবিধি স্বস্ত্যয়নী অবশ্য গ্রহণীয়। দুনিয়ায় উন্নত-চলৎশীল এমনতর কোন জীবনই দেখিতে পাওয়া যায় না, যে জীবনে কোন-না-কোন-রকমে অকাট্যভাবে যথাবিধি স্বস্ত্যয়নী

পরিপালিত হয় না। যে-জীবনে স্বস্ত্যয়নী নাই, উন্নতি সেখানে কোথাও মূকের মত, কোথাও পঙ্গুর আর্ত্তনাদী ভীতত্রস্ত কোলাহল-মুখর, কোথাও বা অন্ধের বোধদৃপ্ত তমসাচ্ছন্ন আবেগময়ী ইতস্ততঃ গৌরবমুখর হাতড়ানি। নাম, ধ্যান, যাজন ও ইষ্টভৃতি—এই হ'চ্ছে দীক্ষার পূর্ণাঙ্গ। তেমনই নৈমিত্তিক জীবনকে উন্নত চলনায় নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সবিধি স্বস্ত্যয়নী-ব্রত স্বেচ্ছায় অবশ্য গ্রহণীয়।

প্রশ্ন। আপনি বলেন পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করতে—শ্রমশিল্পের দ্বারা। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অতি সাধারণ চাহিদা ও প্রয়োজনটি এত সস্তায় বিদেশীগণের দ্বারা পরিপূরিত হ'চ্ছে যে, শ্রমশিল্প আরম্ভ করলেই তো আমরা হ'টে যাচ্ছি—এর প্রতিবিধান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এর পূর্ব্বেই আমি দ্বিজদের প্রাত্যহিক দ্বিজাচারের ভিতর প্রধান দ্বিজাচার গণ্য ক'রে "স্বস্ত্যয়নী"-র কথা বলেছি। সেই স্বস্ত্যয়নীর ভিতরই একটা clause আছে—পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়াকে নিজের বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ জ্ঞান ক'রে অনুসন্ধিৎসার সাথে সজাগ থাকা—যাতে পারিপার্শ্বিককে ইষ্টানুগ সেবা ও যাজনে উদ্বুদ্ধ ক'রে প্রয়োজনানুপাতিক service-এ পরিপূরণ করবার প্রয়াস নিয়ে চলতে পারা যায়।

এই clause-এর faithful observation থেকেই আসে industrial upliftment-এর বুদ্ধি—যা'তে সুন্দর ও সহজভাবে, যথাসম্ভব অল্পব্যয়ের ভিতর-দিয়ে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনগুলিকে comply ক'রে নিজেকে profitable করা যেতে পারে। আর, এই জন্যই দ্বিজাচারের যেমন মুখ্য আচার 'স্বস্ত্যয়নী'—আবার, দ্বিজ-গৃহস্থের একটা মুখ্য গৃহস্থাচার—বাড়ীতে পরিবারের ভিতর cottage industry-র ব্যবস্থা রাখা, আর, এরই সঙ্গে scientific culture-এর জন্য একটা ছোট্ট laboratory-র equipments রাখা—যার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারই মাথা খাটিয়ে বের করতে পারে, মানুষের প্রয়োজনগুলিকে কত সহজ, সুন্দর, স্বল্প ব্যয়ের ভিতর-দিয়ে comply করা যেতে পারে।

এগুলি মেয়েরা যদি তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ঘর-করনার ভিতর-দিয়ে উদ্ভাবনপ্রসূ অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে বাস্তব জীবনে করতে থাকে, তাহ'লে ছেলেমেয়েরা ঐ instinct-গুলির যথাযথ nurture পেতে-পেতে এমনতর বিরাট fulfilling প্রভায় হয়তো প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে—যার ফলে, দুনিয়ার ভক্তি-বিনয়-বিস্ময়ে তাক্ লেগে যাবে।

আবার, এই উদ্দেশ্যেই মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই motor-sensory co-ordination হ'তে পারে এমনতরভাবে educate করবার ব্যবস্থা ক'রে—বিশেষতঃ মেয়েরা ঘর-করনার ভিতর-দিয়ে সহজেই অল্প সময়ে অন্ততঃ Matriculation যা'তে পাশ করতে পারে,—সে-কথা আপনাদের অনেকবার অনেক রকমেই বলেছি—যা'তে তারা বাইরের information-গুলি নিয়ে, নিজেদের ভিতর-থেকে দেশের needs-গুলির কী ক'রে সুন্দর সহজ স্বল্পব্যয়ের ভিতর-দিয়ে পূরণ করতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে তৎকরণে প্রয়াসশীলতার সাহস লাভ ক'রে তা'তে ব্রতী হ'তে পারে।

এটা যদিও এখন চিন্তা করতে গেলে দেশের মন, অর্থ ও অবস্থা দেখে রূপকথার মতই মনে হয়, কিন্তু বাঁচবার service ও যাজনে প্রত্যেকের ভিতর এই জাতীয় incentive গজিয়ে তুলতে পারলেই এ অসম্ভব সহজ সম্ভব হ'তে হয়তো কিছুই লাগবে না। বিধাতা তাঁর প্রকৃতিকে এমনতর বৈশিষ্ট্য দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, যা'তে নাকি, ধরতে গেলে, প্রত্যেক মানুষেরই পেছনে এমনতর একটা বিরাট বিশ্ব-পারিপার্শ্বিক দিয়েছেন—যা'কে service দিয়ে প্রয়োজন পূরণ ক'রে প্রতিপ্রত্যেকেই profitably grow করতে পারে। চাই, আপ্রাণ, অটুট ও অকাট্য ইষ্ট-সার্থকতার উদ্দীপনী incentive নিয়ে অনুসন্ধিৎসাপ্রবণ, ইষ্টানুগ-জীবনবৃদ্ধিদ, auto-initiative, responsible, profitable serving and enterprising attitude। এ যদি থাকে—কী যে না হ'তে পারে, আমার মনে হয়, তা' ভাবাই কঠিন।

আমাদের এ দেশীয় মানুষ হয়তো মনে করতে পারে—আমরা সাজসরঞ্জাম ক'রে এমনতর রকমে যতক্ষণে দাঁড়াতে যাব, অন্যদের চাপে

তদ্দিনে হয়তো আমাদের সব সাবাড়ই হ'য়ে যাবে। আমি বলি,—আমরা আমাদের নৈমিত্তিক চলনাকে ঠিক এমনতর রকমেই মোড় ফিরিয়ে এখন থেকেই যদি চলতে থাকি—যে rate-এ সাবাড় হচ্ছি, নিঃশেষ হওয়ার পূর্ব্বেই হয়তো এমনতর মোড় ফিরে যেতে পারে যা'তে এমনতর বিশেষ বৈশিষ্ট্যে দাঁড়াতে পারি,—fulfilment ফাগুন-উষার রঙিল রাগে রঙে আমাদের 'স্বাগতম্' ব'লে অভ্যর্থনা করতে পশ্চাৎপদ হবে না!

তাই, আমি বলি—যে-অবস্থায় আছি সেই অবস্থা ও সামর্থ্যের ভিতর-দিয়েই আমাদের চলনাগুলিকে majority-র ভিতর উন্নতির জন্য যা'-যা' করণীয় বলেছি, তেমনতর মোড় না ফিরিয়ে যা'-ই কিছু করতে যাব, দিগ্‌দারী অট্টহাস্যে পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে, আমাদিগকে বিদায় ক'রে দেবে—তার রেখালক্ষণ আপনারা কি নৈমিত্তিক জীবনেই পাচ্ছেন না? তাই বলি, হ'টে যে যাব না, তার প্রতিবিধান কি এতেই নেই?